পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 291 Sunday, 21 September, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২৯১ সংখ্যা ✱ ৪ আশ্বিন, ১৪৩২ রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

ভারতের প্রধানমন্ত্রী দুর্বল' মোদিকে আক্রমণ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ শুক্রবার একধাক্কায় H1B ভিসার দাম ১ লক্ষ ডলার (প্রায় ৮৮ লক্ষ টাকা) করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর ফলে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মরত বহু ভারতীয়র আমেরিকায় গিয়ে নতুন জীবন শুরু করার স্বপ্নে বড় আঘাত এল বলেই মনে করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত দুর্বল। শনিবার নিজের পুরনো একটি টুইট শেয়ার করেন রাহুল। যেখানে লেখা, ' প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত দুর্বল।' একইসঙ্গে ভিসা সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি প্রতিবেদনের ছবিও শেয়ার করেন কংগ্রেস সাংসদ। তাঁর অভিযোগ, মোদি বিদেশে ভারতীয়দের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে ব্যর্থ। রাহুলের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীকেও কটাক্ষ করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ' ট্রাম্প প্রশাসন আপনাকে যা উপহার দিয়েছে, তাতে ভারতীয়রা ব্যথিত।' একইসঙ্গে, ভারতের বিদেশনীতি নিয়েও প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি খাড়গে। উল্লেখ্য, আমেরিকায় গিয়ে কাজ করার দিক দিয়ে বিচার করলে এই বিশেষ শ্রেণির ভিসাটি ভারতীয়দের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। এইচ- ওয়ানবি ভিসা-র নিয়ম মেনেই বহু বছর ধরে আমেরিকার নামী সংস্থাগুলি বহু বছর ধরে বিদেশি নাগরিক তথা দক্ষ শ্রমিক ও প্রযুক্তিবিদদের নিজেদের দেশে নিয়ে এসে নানা প্রোজেক্টের কাজ করেছে। এখন ওই ভিসা পেতে খরচ পড়ে ২১৫ মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা ১৮ হাজার ৯৩৯ টাকা। পরিবর্ধিত ফি হবে ১ লক্ষ মার্কিন ডলার। অর্থাৎ এবার ওই ভিসা পেতে গেলে ভারতীয় মুদ্রায় গুনতে হবে ৮৮ লক্ষ ১১ হাজার টাকা! ভিসার খরচ এক ধাক্কায় এতটা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় মার্কিন সংস্থাগুলির পাশাপাশি আমেরিকায় কাজ করতে ইচ্ছুক ভারতীয়দের কপালে ভাঁজ পড়বে তা বলাই যায়।

পুজোর দিনেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, কবে থেকে?

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ পুজো ঠিক দরজায় সে গিয়েছে। রাত পোহালেই মহালয়া। দেবীপক্ষের সূচনা। কিন্তু আকাশের মুখ ভার। শনিবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ ছিল। শুরু হয়েছে বৃষ্টিও। এর মধ্যেই আরও অশনিবার্তা আলিপুর হাওয়া অফিসের। পুজোর মুখেই ফের নিম্নচাপের ভ্রুকুটি! পুজোর মধ্যেই সেটি শক্তি বাড়াবে বলে পূর্বাভাস। ফলে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে বলেই জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা।

শুধু দক্ষিণবঙ্গেই নয়, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টিপাত হবে বলে জানানো হয়েছে। যদিও স্বস্তির খবর মহালয়াতে। রবিবার বৃষ্টি কিছুটা কমবে। তবে ফের অষ্টমী থেকে আরও একবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। পুজো তাহলে এবার বৃষ্টিতে ভিজবে?

আলিপুর হাওয়া অফিস সূত্রে জানে পারা গিয়েছে, আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বৃহস্পতিবার উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। তা পুজোর মুখে আরও ঘনীভূত হওয়ার আশঙ্কা। যার ফলে পুজোর মধ্যেও ভারী বৃষ্টিপাত হবে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। পূর্বাভাসে আলিপুর হাওয়া অফিস আরও জানাচ্ছে, চতুর্থী থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মাঝে বৃষ্টির পরিমাণ কমলেও নবমী থেকে ফের বৃষ্টি বাড়বে বলেই ইঙ্গিত আবহাওয়াবিদদের।

অন্যদিকে শনিবার বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। বিশেষ করে কলকাতা সহ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বীরভূম, নদিয়া, এবং মুর্শিদাবাদের বেশিরভাগ এলাকাতে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। ফলে উইকেন্ডে মাটি হতে পারে পুজোর বাজার। যদিও আজ রবিবার অর্থাৎ মহালয়ার সকাল। অনেকেই বিভিন্ন ঘাটে তর্পণ সারেন। এক্ষেত্রে কিছুটা হলেও স্বস্তির খবর! সকালের দিকে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস না থাকলেও বিকেলের দিকে কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ স্থানীয়ভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। মোটের উপর রবিবার সারাদিন মেঘলা আকাশ থাকবে।

দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। হাওয়া অফিসের তরফে দেওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে পূর্বাভাস। এই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতাও জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ মামলার রায়দান স্থগিত রেখে ইডিকে তোপ আদালতের

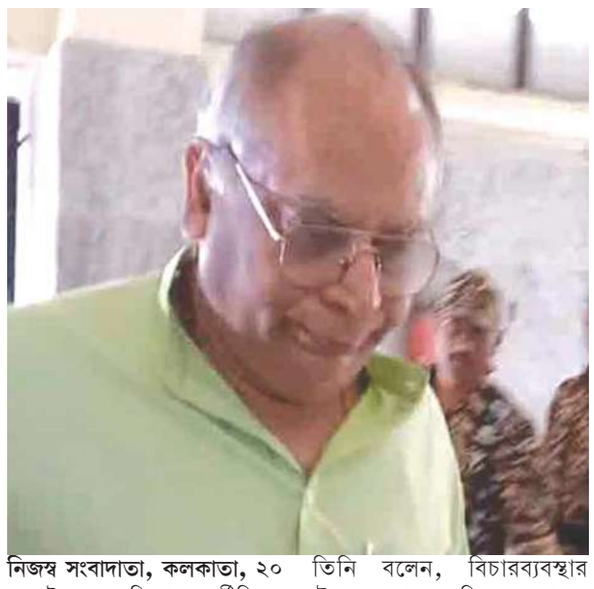

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ নিয়োগ দুর্নীতিতে কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার মামলার রায়দান স্থগিত রাখলেন বিচারক শুভেন্দু সাহা। আজ মঙ্গলবার ইডির মামলায় চন্দ্রনাথের জামিনের আবেদনের রায় শোনাবেন বিচারক। এ দিনের শুনানিতে ইডিকে তোপ দাগেন বিচারক। ইডির আইনজীবীকে বিচারক শুভেন্দু সাহাকে প্রশ্ন করেন, ১১ মাস কী করছিলেন? এদিকে আদালত থেকে বেরিয়ে বিচারব্যবস্থার উপর আস্থা প্রকাশ করেন চনদ্রনাথ সিনহা। তিনি বলেন, বিচারব্যবস্থার উপর আস্থা ছিল, আছে, থাকবে।নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথকে ৭ দিনের হেফাজতে চেয়ে আবেদন করেন ইডির আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী। তিনি আদালতে সওয়াল করেন, ২০২৪ সালে ৪১ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে। মোবাইল পাওয়া গিয়েছে। যা যা লিংক পাওয়া গেল ওনার বিরুদ্ধে আমরা সেগুলো নিয়ে তদন্ত করার জন্য তাঁকে হেফাজতে নিতে চাই। বিচারক ইডির আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, সেই সময় আপনি কি মনে করেননি এই ৪১ লক্ষ টাকা তাঁকে কাস্টডিতে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট? জবাবে ইডির আইনজাবী জানান, ৪১ লক্ষ টাকা তাঁর কৃষি বা অন্য ব্যবসা থেকেও আসতে পারে। আমরা সেই সময় আরও তথ্য জোগাড় করার চেষ্টা করছিলাম। ইডিকে বিচারকের আরও প্রশ্ন ২৪ সালের মার্চ মাসে ওনার বাড়িতে গিয়ে সার্চ করেছিলেন। ওই সময় আপনাদের কাছে যাবতীয় স্টেটমেন্ট , নথি ছিল। ১১ মাস কেন চন্দ্রনাথ সিনহার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হল না কেন? ইডির আইনজীবী আদালতে আরও সওয়াল করেন যে তথ্য এখন তাদের হাতে এখন আছে তা থেকে অনেক অজানা লিংক পাওয়া গিয়েছে। সেগুলো যাচাইয়ের জন্য মন্ত্রীকে হেফাজতে চান তারা। ইডি আরও সওয়াল করে চন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সঙ্গে প্রভাবশালীও। তিনি তদন্তে সমস্যা তৈরি করতে পারেন। হেফাজতের তীব্র বিরোধিতা করেন চঃদ্রনাথের আইনজীবী। দেরিতে নথি জমা দেওয়ার অভিযোগও উড়িয়ে দেন তিনি। সওয়াল-জবাব শোনার পর মামলার রায়দান স্থগিত রাখেন বিচারক। মন্ত্রী চন্দ্রনাথের আইনজীবী সোমবার সাড়ে দশটায় আদালতে হলফনামা জমা দেবেন। মঙ্গলবার দুপুর দু'টোয় মামলার রায়দান।

ভয়ঙ্কর অ্যামিবায় রাজ্যে কেউ আক্রান্ত হয়নি, আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ চিন্তা বাড়াচ্ছে মস্তিস্ক খেকো অ্যামিবা। কেরলে ইতিমধ্যেই এই জলজ জীবাণুর কারণে মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। তবে কলকাতা-সহ রাজ্যে এখন কেউ আক্রান্ত নেই বলেই জানা গিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর মারফৎ। এই অ্যামিবা নিয়ে এখনই আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর।

গতবছর ও চলতি বছরের শুরুর দিকে এ রাজ্যেও অ্যামিবা আক্রান্তের হদিশ মিলেছিল। সেসময় রাজ্যে ২১ জন অ্যামিবা আক্রান্তের হদিশ পাওয়া গিয়েছিল। ২১ জন আক্রান্তের মধ্যে ১৪ জন ভর্তি ছিলেন মল্লিকবাজার INK-তে (ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স কলকাতা)। ভর্তি থাকা ১৪ জনের মধ্যে ৯ জনের মৃত্যু হয়। গতবছর SSKM-এও ভর্তি ছিলেন এক অ্যামিবা আক্রান্ত রোগী। এই অ্যামিবা নিয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশ স্বাস্থ্য দফতরের। তবে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই বলেই জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। প্রসঙ্গত, দক্ষিণের রাজ্য কেরলে ইতিমধ্যেই আতঙ্কের সঞ্চার করেছে এই রোগ। কেরলে চলতি বছরেই এখনও পর্যন্ত ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্তত ৬৭ জন এই জীবাণুর সংক্রমণে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কেরলের স্বাস্থ্য দফতর গত সোমবার এই তথ্য প্রকাশ করেছে। অ্যামোবিক মেনিনগোএনসেফালাইটিস কী? অ্যামোবিক মেনিনগো এনসেফালাইটিস হল মস্তিস্ক কুরে কুরে খায়, এমন একটি জলজ জীবাণুর সংক্রমণ। এই ধরনের জীবাণু উষ্ণ, স্থির, পরিশুদ্ধ নয় এবং জলাশয়ের জলে মিশে থাকে। নাক দিয়ে তা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। এই ধরনের সংক্রমণ অত্যন্ত বিরল কিন্তু খুবই প্রাণঘাতী। এই সংক্রমণে আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুহার গোটা বিশ্বেই যথেষ্ট বেশি। শরীরে প্রবেশ করলে এই জীবাণু দ্রুত মস্তিস্কে পৌঁছে শারীরিক সমস্যা বাড়াতে থাকে। অ্যামোবিক মেনিনগো এনসে ফালাইটিস-এর উপসর্গ-জ্বর, মাথাব্যথা, বমি, ঘাড় শক্ত হয়ে আসা, মাথা ঘোরানো। কেরল সরকারের সতর্কবার্তা- অপরিস্কার পুকুর বা জলাশয়ে স্নান না করা। সুইমিং পুলগুলি নিয়মিত পরিস্কার করা।

নাক দিয়ে জল কোনও কারণে শরীরে প্রবেশ করলে তা যাতে পরিশুদ্ধ এবং পরিস্কার হয়, তা নিশ্চিত করা।

বাংলায় বন্ধ হলেও ৮ সংস্থাকে ইন্সেন্টিভ দিয়ে নয়া পদক্ষেপ মোদী সরকারের

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বরঃ ভারত সরকারের ইন্ডিয়া এআই মিশনের অধীনে ফাউন্ডেশনাল এআই মডেল তৈরির জন্য আটটি দেশীয় কোম্পানিকে ইন্সেন্টিভ ঘোষণা করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এই দ্বিতীয় ব্যাচের নাম ঘোষণা করেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত স্বাধীন এআই প্রযুক্তি বিকাশে এগিয়ে যাবে বলে আশা করছেন তিনি। নির্বাচিত কোম্পানিগুলি হল অ্যাভাতার. এআই, ভারতজেন, ফ্র্যাকটাল অ্যানালিটিক্স, টেক মহিন্দ্রা, জেইনটেক, জেনলুপ ইন্টেলিজেন্স, নিউরোডিএক্স এবং শোধ এআই। এরা ভারতীয. ভাষা ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে এলডাব্লিউএম (লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল) তৈরি করবে। মন্ত্রী বৈষ্ণব বলেন, এই কোম্পানিগুলির অগ্রগতি খুবই ভালো এবং ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে এদের মডেল উন্মোচিত হবে। এই মিশনের অধীনে মোট ১,৫০০ কোটি টাকার অনুদান প্রদান করা হবে, যার মধ্যে জিপিইউ কম্পিউটিংয়ের জন্য সহায়তা অন্তর্ভুক্ত। এর আগে এপ্রিল ২০২৫-এ সার্ভাম এআই সহ চারটি স্টার্টআপ নির্বাচিত হয় এবং মে মাসে সকেটএআই, গনানি.এআই এবং

গ্যান এআই-কে প্রথম ফাউন্ডেশনাল মডেল তৈরির জন্য নির্বাচন করা হয়। এখন মোট ১২টি সত্তা এই মিশনে যুক্ত হয়েছে। এই মিশনের লক্ষ্য ভারতে সার্বভৌম এআই ক্ষমতা গড়ে তোলা। সরকার ইতিমধ্যে ৩৮,০০০ জিপিইউ স্থাপন করেছে এবং ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ ৫০,০০০-এ পৌঁছানোর পরিকল্পনা করছে। মন্ত্রী বলেন, এই মডেলগুলি ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি এবং স্থানীয় সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রীভূত হবে। এছাড়া, ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রটেকশন অ্যাক্টের প্রশাসনিক নিয়মাবলী আগামী ১০ দিনের মধ্যে জারি হবে, যা এআই বিকাশে ডেটা নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।এই ঘোষণা ভারতের এআই খাতে নতুন গতি সঞ্চার করেছে। টেক মহিন্দ্রা বলেছে, আমরা প্রজেক্ট ইন্ডাসের মাধ্যমে ভারতীয় এলডাব্লিউএম তৈরিতে গর্বিত। বিশ্লেষকরা বলছেন, এই উদ্যোগ ভারতকে বিশ্বের শীর্ষ এআই হাবে পরিণত করবে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবর ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে নেটিজেনরা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করছেন। তবে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন জিপিইউ অভাব এবং প্রশিক্ষণ ডেটার গুণমান। সরকার এখন ইনফারেন্সিং মডেলে ফোকাস করছে, যা আরও দক্ষ।ইন্সেন্টিভ প্রাপ্ত সংস্থাগুলি বলেছে এই মিশন ভারতের ডিজিটাল ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে। ফেব্রুয়ারি সামিটে এই মডেলগুলির উন্মোচন বিশ্বকে ভারতের এআই শক্তি দেখাবে।

আফ্রিকায় প্রথম অস্ত্র কারখানা ভারতের

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ বহু যুদ্ধে দীর্ণ আফ্রিকা। বিভিন্ন যায়গায় আজও জ্বলছে সংঘাতের আগুন। মহাদেশটিতে গৃহযুদ্ধের উত্তাপে ফায়দা লুটছে বিদেশি শক্তি। অস্ত্র থেকে শুরু করে 'পুতুল সরকার', আফ্রিকার তথাকথিতভাবে পিছিয়ে পড়া দেশগুলিকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করার পাশাপাশি সেখান থেকে মুনাফা খোঁজার চেষ্টা করেছে পশ্চিমের দেশগুলি। উত্তরোত্তর শক্তি বাড়াচ্ছে চিন। এই প্রেক্ষাপটে মরোক্কো যাচ্ছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে টাটাদের তৈরি অস্ত্র কারখানার উদ্বোধন করবেন তিনি। ২০১৫ সালে মরক্কোর রাজা ষষ্ঠ মহম্মদের সঙ্গে নরে ন্দ্র মোদির বৈঠকের পর থেকেই দুই দেশের সম্পর্ক মজবুত হয়। এবার দু'দিনের সফরে ২২ তারিখ মরক্কো যাচ্ছেন রাজনাথ সিং। এই প্রথমবার কোনও ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী সরকারি সফর করছেন উত্তর আফ্রিকার এই দেশে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর ভারতের নতুন দিশা দেখাবে তাঁর এই সফর। দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত ঘনিষ্ঠতা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতার দিক থেকে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

তেজস্বী ছাড়া গতি নেই, বিহার নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরসা আরজেডি

পাটনা, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। এনডিএ শরীক জেডিইউ সরকারকে হারিয়ে ক্ষমতায় আসতে ময়দানে নেমে পড়েছে বিরোধীরা। আসন্ন নির্বাচনে

আসন্ন নির্বাচনে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে আরজেডির উপরেই ভরসা রাখছে কংগ্রেস। বর্ষীয়ান কংগ্রেস সাংসদ অখিলেশ প্রসাদ সিং বলেন, মহাগাঁঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হিসেবে তেজস্বীর কোনও বিকল্প নেই। সেইসঙ্গে সাংসদ আরও বলেন, বিহারের উন্নয়ন এবং পরিবর্তন মানেই তেজস্বী যাদব। ইন্ডিয়া জোটের সব দলকে একত্রিত হয়ে তেজস্বীর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান কংগ্রেস সাংসদ অখিলেশ সিং। প্রসঙ্গত, বিহারে নির্বাচনের জমি মজবুত করতে আগস্ট মাসে টানা ১৬ দিন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভোটার অধিকার যাত্রা করেছেন রাহুল-তেজস্বী।

ভোট চুরি, এসআইআর-এর নামে ভোটার তালিকা থেকে নাম মুছে দেওয়ার মত শাসকদল সহ বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে ধরেন তাঁরা। পাশাপাশি, রাহুলের যাত্রা শেষ হওয়ার পর বিহার অধিকার যাত্রায় নেমেছেন তেজস্বী যাদব। দুর্নীতি, বেকারত্ব, অপরাধ, আর্থিক তছরুপী সহ নীতিশ-সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগে বিভিন্ন জেলায় মিছিল করছে তিনি। বিহার অধিকার যাত্রা থেকে কলম বিতরণ করেছেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। এই নিয়ে বেগুসরাই থেকে লালু-পুত্রের বিরুদ্ধে কটাক্ষ ছুঁড়েছেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তিনি বলেন, তেজস্বী কলম বিতরণ করছেন না, বরং ছুঁড়ছেন! অন্যদের কলম বিতরণ করার আগে তেজস্বীর নিজের কলমের সঠিক ব্যবহার শেখা উচিৎ। তারপর অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা উচি। পাশাপাশি, গিরিরাজ সিং আরও বলেন, আসলে যারা নিজেরাই চোর, তাঁরা আশেপাশের প্রত্যেককে চোর সন্দেহ করে।

'পাকিস্তানকে রক্ষা করবে সৌদি?'

ইসলামাবাদ,২০ সেপ্টেম্বর ঃ মুসলিম বিশ্বকে কাছে টানতে সৌদি আরবের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পন্ন করেছে পাকিস্তান। এবার ভারত যদি আক্রমণ করে তাহলে ইসলামাবাদকে রক্ষা করবে সৌদি? সম্প্রতি একটি পাক সংবাদমাধ্যমে এই প্রশ্নেরই মুখোমুখি হয়েছিলেন সেদেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ। উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। এতে কোনও সংদেহ নেই। খোয়াজা বলেন, সৌদির সঙ্গে এই চুক্তিকে কোনও রকম আগ্রাসনের জন্য ব্যবহার করার ইচ্ছা আমাদের নেই।

মুসলিম হলেই একের বেশি বিয়ে করা যায় না', তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ কেরল হাই কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ কোরান যতই মুসলিমদের একের বেশি বিয়ের অনুমতি দিক, আদালতে সেটা সবসময় গ্রহণযোগ্য নয়। একাধিক স্ত্রীর ভরণপোষণের সামর্থ্য না থাকলে মুসলিম পুরুষও একধিক বিয়ে করতে পারেন না। সাফ কথা কেরল হাই কোর্টের। মূল মামলাটি এক মহিলার দায়ের করা। কেরলের ৩৯ বছর বয়সী এক মহিলা মামলার করেছিলেন তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। ওই মহিলা ছিলেন স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী। তাঁর দাবি ছিল, স্বামী তাঁকে কোনওরকম ভরণপোষণ দেন না। মাসে অন্তত ১০ হাজার টাকা ভরণপোষণ দিতে হবে তাঁকে। ঘটনাচক্রে ওই মহিলার স্বামী আবার ভিক্ষাজীবী। তাঁর নিজেরই দিন গুজরান হয় ভিক্ষাবৃত্তি করে। আদালত ওই ভরণপোষণের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে। বিচারপতি পি ভি কুন্নিকৃষ্ণণ বলছেন, ভিখারির বাটিতে আর কী হাত দেবেন।তবে ভরণপোষণের আর্জি খারিজ করে দিলেও ওই মুসলিম ভিখারিকে তীব্র ভৎর্সনা করেছে আদালত। বিচারপতি পি ভি কুন্নিকৃষ্ণণ বলছেন, উনিও ধোঁয়া তুলসীপাতা নন। উনি দ্বিতীয় স্ত্রীকে হুমকি দিচ্ছেন, বেশি বাড়াবাড়ি করলে

তৃতীয়বার বিয়ে করে নেবেন। বিচারপতির কথায়, আইন এই ধরনের বিয়ে মেনে নিতে পারে না। এক্ষেত্রে শরিয়া আইনের আড়ালে অন্যায় করছেন ওই ভিক্ষুক। কিন্তু কোরানেও বলা আছে, মুসলিম পুরুষের সামর্থ্য থাকলে তবেই তিনি একাধিক বিয়ে করতে পারেন। সামর্থ্য না থাকলে একধিক বিয়ে গ্রহণযোগ্য নয়।কেরল হাই কোর্ট বলছে, কোরানও বহুগামিতা সমর্থন করে না। কোরানে বলা আছে, একজন মুসলিম তখনই একাধিক বিয়ে করবেন যখন তিনি প্রথম স্ত্রী, দ্বিতীয় স্ত্রী, তৃতীয় স্ত্রী এবং চতুর্থ স্ত্রী, সবাইকে সমানভাবে সুবিচার দিতে পারবেন। তাছাড়া মুসলিম সমাজের বেশিরভাগ মানুষই একটা মাত্র বিয়ে করেন। তাই সামর্থ্য না থাকলে মুসলিমরাও একাধিক বিয়ে করতে পারেন না।

ইয়াসিনের হলফনামায় বিস্ফোরক তথ্য

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সরকারের সঙ্গে ইয়াসিন মালিকের যোগাযোগ নিয়ে শোরগোলের মধ্যেই ফের প্রকাশ্যে বিস্ফোরক তথ্য। আদালতে পেশ করা হলফনামায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত ইয়াসিন জানালেন, বাজপেয়ী জমানাতেও কেন্দ্রের হয়ে কাজ করেছেন তিনি। খোদ অজিত ডোভাল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েছিলেন তকালীন শীর্ষ গোয়েন্দা কর্তাদের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, আরএসএস-এর শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে প্রায় ৫ ঘণ্টার গোপন বৈঠক হয়েছিল তাঁর। এই তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই নতুন করে জল্পনা ছ।য়িয়েছে।গত ২৫ আগস্ট দিল্লি হাই কোর্টে নিজের হলফনামা পেশ করেছেন সন্ত্রাসে মদতের অভিযোগে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ইয়াসিন। ওই হলফনামায় তিনি দাবি করেছেন, ২০০০-০১ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জমানায় পাকিস্তানের সঙ্গে রমজান যুদ্ধবিরতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ইয়াসিন। তাঁর দাবি, সেই সময় তিনি দিল্লিতে অজিত ডোভালের সঙ্গে সাক্ষা করেন। ডোভাল তাঁকে তৎকালীন গোয়েন্দা প্রধান শ্যামল দত্ত ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্রের সঙ্গে আলাপ করান। মালিক দাবি করেছেন, বাজপেয়ীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী আরকে মিশ্র তাঁকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে ব্রজেশ মিশ্রের সঙ্গে প্রাতঃরাশে বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনকী লালকৃষ্ণ আডবাণী তাঁর প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানান এবং সেই সময়ে তিনি (ইয়াসিন) প্রথম পাসপোর্ট পান। ২০০১ সালে এই পাসপোর্ট

নিয়ে আমেরিকা, ব্রিটেন, সৌদি আরব ও পাকিস্তানে গিয়ে কাশ্মীর ইস্যুতে আলোচনার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পথে সংগ্রামের বার্তা দেন।চমকের এখানেই শেষ নয়। ওই হলফনামায় আরও দাবি করা হয়েছে, ২০১১ সালে তিনি দিল্লির ইন্ডিয়া ইটারন্যাশনাল সেন্টারে আরএসএস নেতাদের সঙ্গে প্রায় ৫ ঘণ্টার দীর্ঘ বৈঠক করেন। এই বৈঠক আয়োজিত হয়েছিল থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সেন্টার ফর ডায়ালগ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন দ্বারা। নিজের হলফনামায় ইয়াসিনের দাবি, ' সত্যিই উদ্বেগের বিষয় দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা গুরুতর মামলায় অভিযুক্ত এক ব্যক্তির সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখার বদলে তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি যোগাযোগ রেখেছেন।' এমনকী শ্রীনগরে তাঁর বাড়িতে দুই শঙ্করাচার্য এসেছিলেন বলেও জানিয়েছেন ইয়াসিন।

উল্লেখ্য, এর আগে ইয়াসিন মালিকের সেই হলফনামার এক রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছিল। যেখানে তিনি দাবি করেছেন, তিনিই ভারত সরকারের শান্তিবার্তা জঙ্গিনেতার কাছে পৌঁছে দেন। আসলে ওই সময় পাকিস্তানের সঙ্গে সখ্য স্থাপনের চেষ্টা করছিল মনমোহন সিংয়ের সরকার। আর তাতে শুধু সে দেশের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে নয়, জঙ্গিনেতাদের সঙ্গেও আলোচনা শুরু হয়েছিল বলে ইয়াসিনের দাবি। তিনি হলফনামায় জানিয়েছেন, ইউপিএ সরকারের আমলে পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনীতিবিদ ও জঙ্গিনেতাদের সঙ্গে ব্যাক চ্যানেল দিয়ে আলোচনার মাধ্যম হিসাবে তাঁকে ব্যবহার করা হত। ইয়াসিনের দাবি, ২০০৬ সালে তিনি নিজে তৎকালীন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর স্পেশ্যাল ডিরেক্টর ভিকে জোশীর নির্দেশে পাক জঙ্গি নেতা হাফিজ সইদের সঙ্গে দেখা করেন। ভারত সরকারের শান্তি বার্তা তাঁর কাছে পৌঁছে দেন।

পরিবেশ আদালতের রায় উপেক্ষা করে রবীন্দ্র সরোবরে 'আনন্দমেলা'

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বরঃ কোনও দিন যা হয়নি রবীন্দ্র সরোবরের মধ্যে এবার তাইই হল। প্রাকপুজো ' আনন্দমেলা 'চালু হল সেখানে। জাতীয় পরিবেশ আদালতের আদেশকে সরাসরি উপেক্ষা করল সরোবরের রক্ষণাবেক্ষণ কর্তৃপক্ষ। সরোবরের ভিতরের পরিবেশ সংক্রান্ত একটি মামলায় জাতীয় পরিবেশ আদালত তাদের নির্দেশিকায় বলেছিল যে সরোবরের মধ্যে একটিও সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবেনা। কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, এটি অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি বাস্তুতান্ত্রিক অঞ্চল। পরিবেশবিদ তথা রবীন্দ্র সরোবর বাঁচাও আন্দোলনে যুক্ত সমীর বোস এই প্রতিবেদককে বলেন, আইনি আদেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মানবিক একটি সংস্থা কীভাবে পরিবেশের বিপক্ষে কাজ করে যাচ্ছে তা দেখে সরোবরপ্রেমীদের অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। আইনের জটিলতায় না গিয়েও এটুকু বলাই যায় মানুষের মুক্ত ও নির্মল পরিবেশের অধিকারকে অস্বীকার করেই এই ধরণের মেলা আয়োজিত হচ্ছে।মেলায় প্রচুর দোকান তৈরি হয়েছে। ভিড় বাড়াতে ১০০০ হাজার টাকার কুপন বিক্রি হচ্ছে। মানুষের ভিড়ে বায়ুদূষণ থেকে শুরু করে শব্দদূষণও মাত্রা ছাড়াচ্ছে। মেলার মধ্যে শব্দযন্ত্র ব্যবহার করে গান বাজানো হচ্ছে। কয়েকজন পরিবেশকর্মী প্রতিবাদ জানালেও কেউই কর্ণপাত করেনি।এই অবস্থা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এই জাতীয় সরোবর গা জোয়ারীর প্রদর্শনশালায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এভাবে সরোবরকে সরাসরি বাণিজ্যিক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল এই আনন্দমেলা। যা পরিবেশ আন্দোলনকে একধাক্কায় অনেকটা পিছিয়ে দিল।

পুজোয় ওড়িশাকে বয়কটের ডাক দিয়ে নেটনাগরিকদের কটাক্ষের মুখে বাংলাপক্ষ

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোয় ওড়িশাকে বয়কটের ডাক দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নেটনাগরিকদের কটাক্ষের মুখে পড়ল বাংলাপক্ষ।শনিবার ওই সংগঠনের তরফে সচিত্র ঘোষণায় অভিযোগ তোলা হয়েছে, উ।ষ্যিতে প্রতিদিন বাঙালি শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা আক্রান্ত হচ্ছে। বাংলাদেশী দাগিয়ে চলছে অত্যাচার। আপনি যদি বাঙালি হন, তাহলে এবারের পুজোয় বয়কট করুন উ।ষ্যিা পর্যটন। এই সঙ্গে লেখা হয়েছে, গায়ে বাঙালির চামা। থাকলে এবার পুজোয় উ।ষ্যিা পর্যটন বয়কট করো।পোস্ট করার ১ ঘন্টার মধ্যে বেলা পৌনে ১১টায় ৩৯টি প্রতিক্রিয়া এসেছে। অতনু মাজি লিখেছেন, আমি কিন্তু এই কমেন্টটা দেখে হাসলাম, এত বাঙালি পুরী যাচ্ছে আসছে একজন এর মুখেও শুনলাম না বাঙালি আক্রান্ত! নিতাই সরকার লিখেছেন, বাংলা পক্ষ বাঙ্গালী হিন্দুর শত্রু।বিপ্লব গুহরায় লিখেছেন, হুমম আপনারা বাংলাদেশী ঢোকাবেন আর ভারতীয় বাঙালিকে বদনাম করবেন, এরপর পুরো ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে বলবেন তারপর মৌলবাদীদের হাতে পশ্চিমবঙ্গকে তুলে দেবেন, এই তো আপনাদের প্ল্যান তাই না? খবর নিয়ে দেখুন কযটা বাঙালি আপনাদের এই সংগঠনকে পছন্দ করে।কপালে ভাঁজ পড়ে যাবে আপনাদের।সন্দীপ ব্যানার্জী লিখেছেন, আমরা মহারাষ্ট্র তে কোনো প্রকার হেনস্থার মুখোমুখি হইনি। আমি একজন ভারতীয় বাঙালি। যারা ধরা পড়ছে তারা প্রকৃত বাংলাদেশী আর রোহিঙ্গা। আর কত চটি চাটবেন দাদা। রবীন হাজরা লিখেছেন, একজনকেই চেঞ্জ করে দিলে বাংলা ঠিক হয়ে যাবে। আর বাইরে বাঙালি মারও খাবেনি।দীপ মল্লিক লিখেছেন, তাহলে সেই রাজ্যের জিনিস এই রাজ্যে ঢুকলে ওটাও বয়কট করবেন নিশ্চই ?...যেমন গুজরাট থেকে ইলিশ এলো...বাঙালিরা বয়কট জিনিসটা খুব ভালো পারে সেই জন্যই টাটাকে তাড়িযে.এখন কপাল চাপরাচ্ছে! গৌরাঙ্গ মল্লিক লিখেছেন, বাংলা পক্ষ না বংআলি পক্ষ?সৌরভ মিত্র লিখেছেন, আমি বিগত ১০ বছর ধরে ওড়িশাতে ব্যাবসা করছি। পশ্চিমবঙ্গ আর ও।শা দুজায়গাতেই আমার অফিস আছে, আজ অবধি বাঙালি হওয়ার জন্য বিন্দুমাত্র সমস্যা হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশিদের ওরা ঘৃণা করে এবং করাও উচিত।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃআজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃ টকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ ।

ইস্ফাহানের সঙ্গীতধারাঃইরানি সংস্কৃতির এক অমূল্য ভাণ্ডার

ইরানঃ ইরানের স্পঃিদত হৃদয় ইস্ফাহান মূলত ফিরোজা পাথর, নীল গম্বুজ আর সাফাভি আমলের অনন্য স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত। তবে তার ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে সঙ্গীতের এক মহামূল্যবান ভাণ্ডার যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইরানের সঙ্গীতধারাকে নতুন রূপ দিয়েছে।হাসান কাসাইযের আধ্যাত্মিক বাঁশি থেকে তাজ ইস্ফাহানির সোনালি কণ্ঠ পর্যন্ত, এই শহর সর্বদা ইরানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দিকপালদের জন্য একটি মঞ্চ হিসেবে কাজ করেছে।পার্সটুডে জানিয়েছে, ২০১১ সালে ইস্ফাহানের ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীতধারা ইরানের জাতীয় অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়, যা ইরানি সংস্কৃতির অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে তার মর্যাদা নিশ্চিত করে।বা'য়াত-ই-ইস্ফাহা ভালোবাসার সুরএই ঐতিহ্যের মূল কেন্দ্রে রয়েছে 'বায়াত-ই-ইস্ফাহান' নামে পরিচিত এক আধ্যাত্মিক সুরধারা। এটি ইরানি সঙ্গীতে সবচেয়ে জনপ্রিয় সুরগুলোর একটি, যা মূলত প্রেমঘন ও আবেগপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রসিদ্ধ। একে অনেকেই বলেন হাসরতের সুর-যেন মৃদু বিষণ্নতায় ভরা এক সঙ্গীতযাত্রা, যা আবেগের স্রোত থেকে কখনো বিচ্যুত হয় না।বায়াত-ই-ইস্ফাহান এসেছে হোমায়ুন রাগধারা থেকে, যা ইরানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অন্যতম প্রধান কাঠামো। অন্য ধারার মতো আবেগের উত্থান-পতন নয়, বরং ধারাবাহিক কোমলতা আর আবেগময় স্রোতে এটি প্রেমের গল্প শোনায়। এমনকি যারা প্রাচ্য সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁরাও এই সুর চিনতে পারেন। এতে পাশ্চাত্যের মাইনর স্কেলের সাদৃশ্য থাকলেও ক্ষুদ্র সুরভেদের (মাইক্রোটোন) মাধ্যমে এটি পুরোপুরি ইরানি রূপ ধারণ করে। এর আবেগময় চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পায় ' নামের অংশে, যা নামের মতোই গভীর প্রেমের বার্তা বহন করে।ইস্ফাহানের সঙ্গীতের আত্মাইস্ফাহানের সঙ্গীতের ভূমিকা শুধু প্রযুক্তিগত কাঠামোয় সীমাবদ্ধ নয় বরং শহরের চিরন্তন সঙ্গীতপ্রেমের সঙ্গে যুক্ত। সাফাভি আমলে, যখন ইস্ফাহান ইরানের রাজধানী ছিল, তখন সঙ্গীত ছিল রাজদরবারের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং শাহজাদাদের সঙ্গীত শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল।কিছু গবেষকের মতে, ইস্ফাহানের সঙ্গীত ঐতিহ্য সাফাভিদ আমলের আগেই, প্রাচীন ইরানের ভেতরেই গড়ে উঠেছিল। এ সঙ্গীতের স্থায়িত্বের মূল কারণ হলো শহরের আত্মার প্রতিফলনঃ প্রেমঘন, চিন্তাশীল ও স্মৃতিমাখা।এখানে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো 'মুনাসাব-খানি'-যেখানে গায়ক আর বাদক একসঙ্গে মিলিত হয়ে সূক্ষ্ম কথোপকথনের মতো পরিবেশনা তৈরি করেন। কণ্ঠসঙ্গীতে নান্দনিক অলঙ্করণ (তাহরির) কবিতার আবেগকে বাড়িয়ে তোলে এবং এ ধারার অন্যতম চিহ্ন হয়ে উঠেছে।এই ধারা পার্শ্ববর্তী জাতিগোষ্ঠী যেমন কাশকাই, বুয়ের আহমাদি ও দেজফুলি জনগোষ্ঠীর সুরকেও আত্মস্থ করেছে, যা ইস্ফাহানকে বহুসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক করে তুলেছে।সুরের রক্ষকইস্ফাহানের সঙ্গীত টিকে আছে সেই গুরুদের কল্যাণে, যাঁরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম এ মৌখিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করেছেন। কাজার আমলে ইস্ফাহানি তাজিয়া-গায়করা এ ধারার বৈশিষ্ট্য তেহরানে নিয়ে যান এবং নতুন প্রজন্মের সঙ্গীতজ্ঞদের প্রভাবিত করেন।সৈয়দ রাহিম ইস্ফাহানি, তাজ ইস্ফাহানি প্রমুখ তাঁদের কণ্ঠ ও শিক্ষার মাধ্যমে এ ধারাকে অমর করে রাখেন। সাইয়্যেদ আব্দুর রহিম ইস্ফাহানি তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও কোমল কণ্ঠে তাজ ইস্ফাহানি, আদিব খোয়ানসারি ও হাবিব শাতেরহাজির মতো প্রতিভাবান শিষ্য গড়ে তোলেন।ভায়োলিন ও সানতুর বাদক আব্দুল হোসেইন বরাজান্দে সমসাময়িক কবি ও সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে কাজ করে ইরানি গীতিনাট্য ও লঘু গীতিনাট্যের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করেন। তিনি ৩০০টিরও বেশি সুর রচনা করেন, যার মধ্যে প্রায় ৩০টি পরিবেশিত হয়।জালাল তাজ ইস্ফাহানি, বিংশ শতকের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, এ ধারা পুনর্জীবিত করেন এবং মোহাম্মদ রেজা শাজারিয়ান ও হোসেইন খোয়াজা-আমিরির মতো শিল্পীদের শিক্ষাদান করেন। তাঁর বিখ্যাত গান আতেশ-এ-দেল (হৃদয়ের আগুন) ফারসি কবিতার আবেগ ও কোমলতার প্রতিফলন।বর্তমানে ডক্টর মোহাম্মদ মেহদি ভাযেজি ইস্ফাহানি, যিনি 'মোহাম্মদ ইস্ফাহানি' নামে বেশি পরিচিত, তিনি ঐতিহ্যবাহী ও জনপ্রিয় সঙ্গীতের সমন্বয় রে নতুন প্রজন্মের কাছে ইরানীর শাস্ত্রীয় ধ্বনিকে পরিচিত করছেন এবং ইসফাহান সঙ্গীতের আত্মাকে জীবন্ত রাখছেন।

অনুপ্রবেশকারীদের চাকরি দিচ্ছে রাহুল ও তাঁর কোম্পানি, তোপ অমিত শাহের

রোহতাস, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ ভোটব্যাঙ্কের জন্য দেশের তরুণদের পরিবর্তে, অনুপ্রবেশকারীদের চাকরি দিচ্ছে রাহুল গান্ধী ও তাঁর কোম্পানি। এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার বিহারের রোহতাসে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, তাঁরা (কংগ্রেস) প্রতিবারই মিথ্যা গল্প ছড়িয়েছে। রাহুল গান্ধী যাত্রা করেছিলেন, তাঁর যাত্রার বিষয় ভোট চুরি ছিল না। ভালো শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট ছিল না। যাত্রার বিষয় ছিল বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানো।অমিত শাহ আরও বলেছেন, এটা ছিল রাহুল গান্ধীর 'অনুপ্রবেশকারী বাঁচাও যাত্রা'। অনুপ্রবেশকারীদের কি ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত, তাদের কি বিনামূল্যে রেশন দেওয়া উচিত? অনুপ্রবেশকারীদের কি ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চাকরি, ঘর, চিকিৎসা পাওয়া উচিত? আমাদের যুবকদের পরিবর্তে, এই রাহুল বাবা এবং তাদের কোম্পানি ভোট ব্যাঙ্কের জন্য অনুপ্রবেশকারীদের চাকরি দিচ্ছে। আমাদের দায়িত্ব প্রতিটি ঘরে গিয়ে তাদের বলা, যদি ভুল করেও তাদের সরকার গঠিত হয়, তাহলে বিহারের প্রতিটি জেলায় কেবল অনুপ্রবেশকারীই থাকবে।

ভারত অবৈধ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধঃমেঘওয়াল

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, ভারত দেশের নাগরিকদের অবৈধ ও ভুয়ো ব্যবসার বিরুদ্ধে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি নতুন দিল্লিতে চোরাচালান ও ভুয়ো ব্যবসার বিরুদ্ধে আন্দোলন-এর ১১ তম সংস্করণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, সাম্প্রতিক জিএসটি সংস্কার সকল অংশীদারদের জন্য উল্লেখযোগ্য স্বস্তি এনেছে।ফিকি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আইন ও বিচার মন্ত্রকের প্রাক্তন সচিব পি কে মালহোত্রা বলেন, অবৈধ বাণিজ্য অগ্রগতি আমাদের ব্যয় বৃদ্ধি করে এবং আমাদের ভাগ করা উন্নয়ন লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যায়। তিনি বলেন, দেশ ২০৪৭ সালের মধ্যে ত্রিশ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, অবৈধ বাণিজ্য এই রূপান্তরমূলক প্রবৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

বিহারে ভোটের আবহে অমিত শাহ ও নীতীশের মধ্যে বৈঠক

পাটনা, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিহারে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তুঙ্গে উঠেছে। জেডি (ইউ) সভাপতি এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার গত বৃহস্পতিবার পাটনায় বিজেপি নেতা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেছেন। অমিত শাহ ও নীতীশের মধ্যে এদিন নানা বিষয়ে কথা হয়। বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ দিলীপ জয়সওয়াল, জেডি(ইউ)-এর কার্যকরী জাতীয় সভাপতি সঞ্জয় ঝা, উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী, বিজেপির বিহার বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত বিনোদ তাওয়াড়ে, জেডি (ইউ)-এর সিনিয়র নেতা এবং মন্ত্রী বিজয় কুমার চৌধুরী এবং কয়েকজন বর্ষীয়ান নেতা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।সূত্রের খবর, জেডি (ইউ) এবং বিজেপির শীর্ষ নেতারা বৈঠকে বিহার বিধানসভা নির্বাচন সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই বৈঠকটি এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড গতি পাচ্ছে এবং এনডিএ-র অন্তর্ভুক্ত দলগুলির নেতারা আসন বণ্টন নিয়ে বিবৃতি দিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যে এক দিনের সফরে আছেন, তিনি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যেও বার্তা দেন।

রাহুল গান্ধী অভিযোগের রাজনীতিকে নিজের অলঙ্কার বানিয়েছেনঃঅনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর ঃনির্বাচন কমিশন ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার উপর্যুপরি অভিযোগ এনেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। পাল্টা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। গত বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুলকে আক্রমণ করে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, একজন নেতা যিনি একের পর এক নির্বাচনে হেরে যান এবং বারবার জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হন, যার নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রায় ৯০টি নির্বাচনে হেরেছে। তাঁর হতাশা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রাহুল গান্ধী অভিযোগের রাজনীতিকে নিজের অলঙ্কার করে তুলেছেন।অনুরাগ আরও বলেছেন, যখন তাঁকে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে বলা হয়, তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে যান যখন তাঁকে হলফনামা দিতে বলা হয়, তখন তিনি পিছু হটেন। ভিত্তিহীন অভিযোগ করা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ভুল এবং ভিত

নতুন বিজ্ঞাপন ব্যবস্থায় পুরসভার আয় বাড়বে তিন গুণ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ কলকাতার রাস্তাঘাটে এবার নতুন রূপ নিতে চলেছে বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা। শহরের প্রধান প্রধান রাস্তায় বড় বড় ডিজিটাল হোল্ডিং এবং আধুনিক বিলবোর্ড স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। এই পদক্ষেপের ফলে শুধু শহরের দৃশ্যমানতা ও আধুনিকীকরণই হবে না, বরং পুরসভার আয়ও তিন গুণ পর্যন্ত বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, এই নতুন ব্যবস্থায় ডিজিটাল স্ক্রিনের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেখানো হবে, যা প্রচলিত পোস্টার বা ব্যানারের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় হবে। পুরসভা কর্মকর্তারা বলছেন, 'নতুন প্রযুক্তির এই বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা শহরের সৌন্দর্য বজায় রেখে শহরকে আধুনিক আঙ্গিকে উপস্থাপন করবে। পাশাপাশি, এটি ব্যবসায়ীদের জন্যও নতুন সুযোগ তৈরি করবে।' বর্তমানে কলকাতার রাস্তায় প্রচলিত ব্যানার্ড ও বিলবোর্ডের মাধ্যমে যা আয় হয়, নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তা তিনগুণ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা পুরসভার পরিকল্পনা অনুযায়ী, শহরের বাণিজ্যিক ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় প্রথম ধাপে নতুন ব্যবস্থা চালু হবে। নতুন বিজ্ঞাপন ব্যবস্থার সুবিধার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, বিজ্ঞাপনগুলিকে সহজেই আপডেট বা পরিবর্তন করা সম্ভব হবে। তাই কোনো নতুন প্রমোশন বা বিজ্ঞাপন প্রচার দ্রুত শহরের দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারা যাবে। এটি পরিবেশবান্ধবও হবে, কারণ প্রচলিত পোস্টার ও ব্যানার্ডের তুলনায় প্লাস্টিক বা কাগজের ব্যবহার কম হবে। পুরসভা সূত্রে আরও জানা গেছে, শহরের ব্যস্ততম এলাকায় যেমন পার্ক স্ট্রিট, এম.জি. রোড, ইডেন গার্ডেন রোড ও অন্যান্য বাণিজ্যিক সড়কে এই আধুনিক বিজ্ঞাপন স্থাপন করা হবে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হচ্ছে, যেখানে মানুষের চলাচল বেশি, সেখানে ডিজিটাল স্ক্রিনের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের ফলে ব্যবসায়ীরা আরও বেশি গ্রাহক আকর্ষণ করতে পারবেন। এই উদ্যোগের ফলে শুধু রাজস্বই বাড়বে না, বরং শহরের পর্যটন ও অর্থনীতিকেও সুবিধা মিলবে। পর্যটকরা শহরের রাস্তায় আধুনিক ডিজিটাল স্ক্রিন দেখে আনন্দিত হবেন এবং শহরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাবে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ডিজিটাল বিজ্ঞাপন ব্যবস্থায় স্থানীয় আইন ও নিরাপত্তা বিধি মেনে চলা হবে। তাই শহরের সৌন্দর্য ও নিরাপত্তা বজায় থাকবে। ইতিমধ্যেই কিছু বড় ব্র্যান্ড ও কর্পোরেশন এই নতুন বিজ্ঞাপন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কলকাতার রাস্তায় নতুন ডিজিটাল বিজ্ঞাপন ব্যবস্থার মাধ্যমে শহর শুধু আরও আধুনিক ও আকর্ষণীয় হবে না, বরং পুরসভার রাজস্ব বৃদ্ধি এবং ব্যবসায়িক সম্ভাবনাকে নতুন মাত্রা দেবে।

এসএসসি-তে শূন্যপদ বাড়ানোর দাবিতে পথে নতুন প্রার্থীরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর রাজ্যের নিয়োগ ইস্যুতে আবারও পথে নামলেন নতুন প্রার্থীরা। শুক্রবার দুপুরে শিয়ালদহ থেকে মেট্রো ধরে কারুণাময়ী পৌঁছে তাঁরা সরাসরি অভিযান চালালেন এসএসসি ভবনে। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন দীর্ঘদিন চাকরিহীন থেকে বারবার পরীক্ষা দিতে বাধ্য হওয়া বহু প্রার্থীও। দাবি একটাই;শূন্যপদ বৃদ্ধি হোক, এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনা হোক। আন্দোলনকারীরা জানান, ২০২৫ সালে পুনরায় পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হয়েছে তাঁদের। অথচ ২০১৬ ও ২০১৮ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি। বহুজন যোগ্যতা অর্জন করেও চাকরির বাইরে থেকে গিয়েছেন। নতুন প্রার্থীরা অভিযোগ তুলেছেন, সরকারি দপ্তরে বিপুল শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও সেগুলি পূরণের ক্ষেত্রে গড়িমসি চলছে। ফলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সংকট তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে চাকরির স্বপ্ন দেখা প্রার্থীদের হতাশা দিন দিন বাড়ছে। শুক্রবারের এই অভিযান ঘিরে শুরু থেকেই উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে। শিয়ালদহ থেকে মেট্রোয় ওঠার সময়েই প্রার্থীরা নানা স্লোগান দিতে শুরু করেন। কারুণাময়ী স্টেশনে নামার পর বিক্ষোভকারীরা ব্যানার-প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল করে এগিয়ে যান এসএসসি ভবনের দিকে। ভবনের সামনে পৌঁছেই শুরু হয় অবস্থান বিক্ষোভ। এক প্রার্থী জানান, তআমরা বারবার পরীক্ষা দিচ্ছি, কিন্তু শূন্যপদ যতটা আছে, ততটাই যদি নিয়োগ করা না হয়, তবে আমাদের কষ্টের কোনও মূল্যই থাকছে না। তাই আজ আমরা এসেছি সরাসরি আমাদের দাবি জানাতে।দ অভিযানে উপস্থিত থাকা একাধিক চাকরিহীন পরীক্ষার্থী বলেন, তাঁদের আশা ছিল এইবার অন্তত নিয়োগ হবে। কিন্তু বারবার সময় নষ্ট করে আবারও পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে আগের পরীক্ষাগুলির নিয়োগ তালিকাও ঝুলে রয়েছে। অনেকেরই বয়সসীমা পেরিয়ে যাচ্ছে। ফলে তাঁদের আর কোনও সুযোগও থাকছে না। তাই নতুনদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পুরনো পরীক্ষার্থীরাও আজ রাস্তায় নেমেছেন। বিক্ষোভকারীরা দাবি তুলেছেন, সরকারি স্তরে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে শূন্যপদ প্রকাশ করতে হবে। শুধু তাই নয়, পুরনো নিয়োগ প্রক্রিয়াও অবিলম্বে শেষ করতে হবে। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। আন্দোলনকারীদের কথায়, একদিকে রাজ্যে বেকারত্ব বেড়েই চলেছে, অন্যদিকে শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ না হওয়ায় হাজার হাজার পরিবার অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। শুক্রবার বিকেলে এসএসসি ভবনের সামনে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো। সম্ভাব্য অশান্তি এড়াতে আগে থেকেই মোতায়েন ছিল প্রচুর পুলিশকর্মী। বিক্ষোভকারীরা অবস্থান কর্মসূচি শুরু করলে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আন্দোলনকারীরা জানিয়ে দিয়েছেন, দাবি মানা না হলে তাঁরা আরও বড় কর্মসূচি নেবেন। এই অভিযানের প্রেক্ষিতে শিক্ষাজগতের একাংশের মত, রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে অস্বচ্ছতা রয়েছে। যার ফলে একদিকে যেমন নতুন প্রজন্মের চাকরি প্রার্থীরা হতাশ, অন্যদিকে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাতেও সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। শূন্য পদ না পূরণ হওয়ায় বহু স্কুলে শিক্ষক সংকট দেখা দিচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা তার ফল ভোগ করছে। অভিযান শেষে এক আন্দোলনকারী বলেন, 'আমরা কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে আসিনি। এটা আমাদের ভবিষ্যতের লড়াই। সরকার যদি আমাদের দাবি না শোনে, তবে আমরা রাজপথেই উত্তর দেব।' শূন্যপদ বৃদ্ধির এই দাবিকে কেন্দ্র করে প্রার্থীদের আন্দোলন যে আরও জোরদার হবে, তা স্পষ্ট। সরকারের তরফ থেকে এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন হাজার হাজার পরীক্ষার্থী।

বিজেপি প্রার্থীদের কঠিন পরীক্ষা, যোগ্যতা অর্জনেই মিলবে টিকিট

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু হতেই বিজেপির ভেতরে চলছে তীব্র টানাপোড়েন। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবার প্রার্থী বাছাইয়ে নতুন নিয়ম চালু করেছে। জানা গিয়েছে, কেবলমাত্র জনপ্রিয়তা বা সংগঠনের ভরসায় আর টিকিট পাওয়া যাবে না। প্রতিটি সম্ভাব্য প্রার্থীকে এখন মুখোমুখি হতে হবে কঠিন ইন্টারভিউয়ের। সেই ইন্টারভিউয়ে নির্দিষ্ট নম্বর কাটা হবে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে। যথেষ্ট নম্বর না তুলতে পারলে দলীয় টিকিট থেকে বঞ্চিত হবেন তিনি। এককথায় বলা যায়, বিজেপি প্রার্থীদের এখন আসল ভোটের আগে দিতে হচ্ছে প্রথম পরীক্ষা। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়েছে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রার্থীদের দক্ষতা, জনসংযোগ, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সাংগঠনিক কাজের অভিজ্ঞতা এবং ইমেজ; সবকিছুই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারণ একাধিক রাজ্যে সংগঠন শক্তিশালী হলেও প্রার্থীর ভাবমূর্তি দুর্বল থাকায় ভোটে ক্ষতির মুখে পড়েছে বিজেপি। তাই এবার কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না নেতৃত্ব। ইন্টারভিউয়ের মূল আয়োজন করা হচ্ছে দিল্লিতে। সম্ভাব্য প্রার্থীদের সেখানে ডেকে পাঠানো হচ্ছে। একাধিক কমিটির সদস্য তাঁদের প্রশ্ন করছেন। জানা গিয়েছে, প্রশ্নের মধ্যে থাকছে দলীয় মতাদর্শ নিয়ে বোঝাপড়া, নিজের এলাকায় সংগঠন চালানোর দক্ষতা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ কতটা, এমনকি সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয়তা কতটা;সবই। প্রার্থীরা তাঁদের উত্তর দিচ্ছেন, এবং প্রতিটি দিককে ঘিরে নম্বর দেওয়া হচ্ছে। শেষে গড় নম্বরের ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হবে তিনি প্রার্থী হবেন কি না। দলের এক পদস্থ নেতা জানিয়েছেন, 'এখন আর শুধু জনপ্রিয় মুখ হলেই চলবে না। আমাদের লক্ষ্য ২০২৯ পর্যন্ত সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা। তাই যারা সত্যিই মানুষের সঙ্গে যুক্ত, যাদের প্রশাসনিক দক্ষতা আছে, যাদের ভাবমূর্তি ইতিবাচক, তারাই টিকিট পাবেন। এই পরীক্ষার মাধ্যমে সেই যাচাই-বাছাই চলছে।' প্রার্থীদের একাংশ অবশ্য এই নতুন নিয়মে কিছুটা অস্বস্তি প্রকাশ করেছেন। অনেকের মতে, এতদিন ধরে তাঁরা মাঠে ময়দানে কাজ করে যাচ্ছেন, কিন্তু ইন্টারভিউতে কয়েকটি প্রশ্নের ভিত্তিতে তাঁদের যোগ্যতা বিচার করা অন্যায্য। তবে অপর একাংশ মনে করছেন, এতে দল আরও স্বচ্ছ হবে এবং যাদের প্রকৃত যোগ্যতা আছে তারাই সামনে আসতে পারবেন। রাজনৈতিক মহলের বিশ্লেষণ, বিজেপি আসলে প্রার্থী বাছাইয়ে কড়া মানদণ্ড চালু করে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির কাছে বার্তা দিতে চাইছে। কারণ বারবার অভিযোগ উঠেছে, বিজেপি টিকিট বণ্টনে স্বজনপোষণ বা লবি শক্তির প্রভাব বেশি। এবার সেই অভিযোগকে ভেঙে দিতে চায় দল। একই সঙ্গে নির্বাচনের আগে নিজেদের শৃঙ্খলা ও সংগঠিত শক্তি প্রদর্শন করাই মূল উদ্দেশ্য। তবে এই কঠিন পরীক্ষার ফল কী দাঁড়াবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। দলের একাধিক পুরনো কর্মী আশঙ্কা করছেন, যারা মাঠে নামতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ বাদ পড়লে ক্ষোভ তৈরি হতে পারে। আবার নতুন প্রজন্মের মধ্যে থেকে অনেকেই যদি টিকিট পান, তবে দলে নতুন উদ্যম আসবে বলেও মত বিশ্লেষকদের।

চন্দ্রনাথের হেফাজতের fate কি ইডির হাতে যাবে?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চন্দ্রনাথ সরকারের হেফাজত নিয়ে মঙ্গলবার আদালতে আসন্ন রায়ের জন্য দেশের রাজনৈতিক ও আইনি মহল উত্তপ্ত। রাজ্যের প্রভাবশালী এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) গত কয়েক মাস ধরেই তদন্ত চালাচ্ছে। আদালতের এই রায় চন্দ্রনাথকে হেফাজতে নেওয়া হবে কি হবে না, তা নির্ধারণ করবে। মঙ্গলবার সকাল থেকে হাইকোর্টে চন্দ্রনাথের উপস্থিতি ছিল, এবং কোর্টে দু'পক্ষের আইনজীবীরা নিজেদের যুক্তি তুলে ধরেন। ইডি পক্ষ আদালতে জানান, চন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মুদ্রা পাচার ও আর্থিক অনিয়মের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। তারা যুক্তি দেন, তচন্দ্রনাথ যদি হেফাজতে না নেওয়া হয়, তবে তদন্তে বাঁধা আসতে পারে এবং প্রমাণ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া, তাঁর হেফাজত আইন মেনে নেওয়া হলে তদন্ত দ্রুততর ও কার্যকর হবে।দ অন্যদিকে চন্দ্রনাথের আইনজীবীরা আদালতে বলেন, 'চন্দ্রনাথ একজন স্থিতিশীল ব্যক্তি, তিনি কোনো প্রমাণ ধ্বংস করবেন না। হেফাজতের বদলে শর্তসাপেক্ষ জামিন দিলে তদন্ত কার্যক্রমে কোনও প্রভাব পড়বে না। পাশাপাশি, অপ্রয়োজনীয় হেফাজত তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবে।' তারা আরও যুক্তি দেন, যে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার দাবি যথেষ্ট প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে চাপ তৈরি করা হচ্ছে। আদালত সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবারের রায় শুধু চন্দ্রনাথের হেফাজত সংক্রান্তই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বৈধতা এবং তদন্তের সময়সীমা সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করবে। দেশের আইনি ও রাজনৈতিক মহলে এই রায়কে নজরকাড়া ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসার পর মুখ খুলেছেন রাজ্যের এক প্রভাবশালী মন্ত্রী। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, তআইনের হাতে সবকিছু নির্ভর করছে। আমরা আশা করি, আদালত ন্যায়সঙ্গত এবং স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত নেবে। চন্দ্রনাথের জন্যও এটি গুরুত্বপূর্ণ দিন।দ মন্ত্রীর এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে নানা প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। একদিকে যেমন সরকারের পক্ষ থেকে স্বস্তির সুর লক্ষ্য করা গেছে, অন্যদিকে বিরোধী পক্ষ এই রায়কে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব দেখানোর সুযোগ হিসেবেও দেখছে। রাজ্যের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এই রায় শুধুমাত্র চন্দ্রনাথকে নিয়ে নয়, বরং ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য, আইনি প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং রাজনৈতিক প্রভাবের পরীক্ষা হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। বুধবার থেকে দেশের গণমাধ্যম এবং রাজনৈতিক মহল এই রায়কে ঘিরে বিস্তারিত রিপোর্ট এবং বিশ্লেষণ শুরু করবে। মঙ্গলবারের রায় চন্দ্রনাথের ভবিষ্যত, ইডির তদন্তের কার্যক্রম এবং রাজ্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সবকিছুর ওপর প্রভাব ফেলবে। দেশের আইনি, রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে এর প্রভাব দীর্ঘদিন ধরে আলোচ্য বিষয় হয়ে থাকবে। চন্দ্রনাথকে হেফাজতে নেওয়া হবে কি না, তা আজকের রায়ে স্পষ্ট হয়ে যাবে, যা আগামী দিনগুলিতে রাজ্য এবং কেন্দ্রের রাজনৈতিক পরিবেশকে নতুন মাত্রা দেবে।

দর্শনার্থীদের কথা ভেবেই মধ্যরাত পর্যন্ত মিলবে লঞ্চ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ পুজোয় মফস্বল, গ্রাম থেকেও বহু দর্শনার্থী শহরে আসেন ঠাকুর দেখতে, সকলের কথা ভেবেই পঞ্চমী থেকে দশমী মধ্যরাত পর্যন্ত এবার মিলবে লঞ্চ পরিষেবা। এমনই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে হুগলি নদী জলপথ পরিবহন সমবায় সমিতির তরফ থেকে। পুজোয় লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী বিভিন্ন জেলা থেকে শহরে প্রতিমা দর্শন করতে আসেন। তাঁদের কথা ভেবেই মধ্যরাত পর্যন্ত ফেরি পরিষেবা চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, শারদোৎসব উপলক্ষে হাওড়া এবং কলকাতার মধ্যে মাঝরাত পর্যন্ত মিলবে এই ফেরি পরিষেবা। হুগলি নদী জলপথ পরিবহন সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান বাপি মান্না বলেন, রাতে যতক্ষণ পর্যন্ত যাত্রীরা ফেরি ঘাটে থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্তই পুজোর দিনে চালানো হবে লঞ্চ। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী গ্রাম থেকে রাতের কলকাতায় ঠাকুর দেখতে আসেন। হাওড়ার পাশাপাশি হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব ও পশ্চিম মেদনীপুর, ঝাড়গ্রাম, নদীয়া সহ বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার দর্শনার্থী ট্রেনে চেপে হাওড়া স্টেশনে আসেন। তাঁদের সুবিধার জন্য এবার হুগলি নদী জলপথ পরিবহন সমবায় সমিতি রাত ৮টার পরিবর্তে রাত ১২টা পর্যন্ত লঞ্চ চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদি দর্শনার্থীদের ভিড় থাকে তাহলে বারোটার পরেও লঞ্চ চালানো হবে। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে মোট আটটি লঞ্চ পুজোয় চালানো হবে। হাওড়া থেকে বাগবাজার, শোভাবাজার, আহিরীটোলা, গোলাবাড়ি রুটের পাশাপাশি বাবুঘাট রুটেও লঞ্চ চালানো হবে। পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত টানা ৬ দিন এই পরিষেবা পাওয়া যাবে। এই কারণে সমিতির কর্মচারীদের পুজোর ছুটিও বাতিল করা হয়েছে। এমনকি, দর্শনার্থীদের ভিড়ের কথা চিন্তা করে লঞ্চঘাটে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হচ্ছে।

পুজোর আগে বাড়তি স্বস্তি, পিক আওয়ারে ৬ মিনিট অন্তর ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো পরিষেবা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দুর্গাপুজোর আগে শহরের যাত্রীদের জন্য সুখবর। কলকাতার ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো পরিষেবায় ব্যস্ত সময়ে এবার থেকে মাত্র ৬ মিনিট অন্তর মিলবে ট্রেন। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, পুজোর আগেই এই নতুন সময়সূচি কার্যকর করা হবে। ফলে অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ;সবাই উপকৃত হবেন। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর উদ্বোধনের পর থেকেই যাত্রী সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে। বিশেষত অফিস টাইমে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা মেট্রোর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছিল। যাত্রীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার কারণে প্রায়শই অভিযোগ উঠছিল। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতেই কর্তৃপক্ষ ব্যস্ত সময়ে ট্রেনের ফ্রিকোয়েন্সি আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল ও সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে ৬ মিনিট অন্তর ট্রেন চলবে। এর বাইরে সাধারণ সময়ে থাকবে ১০ মিনিট অন্তর পরিষেবা। মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, এই নতুন সময়সূচি কার্যকর হলে দৈনিক হাজার হাজার যাত্রীকে স্বস্তি দেবে। শুধু তাই নয়, দুর্গোৎসবের দিনগুলিতে মণ্ডপে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও মানুষের ভিড় সামলাতে সুবিধা হবে। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ লাইন এবং ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর;দুই দিকেই যাত্রী চাপ দিনে দিনে বাড়ছে। বিশেষ করে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোতে যাত্রীদের সাড়া দেখে আশাবাদী কর্তৃপক্ষ। তাঁদের আশা, নতুন পরিষেবার ফলে আরও বেশি মানুষ মেট্রোর ওপর নির্ভর করবেন। এতে একদিকে যেমন ট্রাফিক চাপ কমবে, অন্যদিকে পরিবেশ দূষণও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। কলকাতার ট্রাফিক পরিস্থিতি যে ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে, তা নিয়ে বহুবার প্রশ্ন উঠেছে। প্রতিদিন রাস্তায় যানজটে নাকাল সাধারণ মানুষ। এর মধ্যে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো শহরের প্রাণকেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য এক বড় বিকল্প হয়ে উঠেছে। সেই কারণেই পরিষেবা আরও গতি এনে যাত্রীদের আস্থা অর্জন করতে চাইছে মেট্রো রেল। মেট্রো কর্তৃপক্ষের আধিকারিক বলেন, 'দুর্গাপুজোয় শহরে মানুষের ভিড় কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ব্যস্ত সময়ে ৬ মিনিট অন্তর ট্রেন চালানো হলে যাত্রীরা নিশ্চয়ই অনেকটা স্বস্তি পাবেন। যাত্রীদের নিরাপদ ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করা।' অন্যদিকে, যাত্রীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই আনন্দের সাড়া পড়েছে। এক অফিসযাত্রী বলেন, 'মেট্রো না থাকলে আমরা রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকি। ট্রেন যদি ৬ মিনিট অন্তর পাওয়া যায়, তবে যাতায়াত অনেক সহজ হয়ে যাবে।' পুজোর আগে এই সিদ্ধান্ত শহরবাসীর জন্য সত্যিই এক সুখবর। মেট্রো পরিষেবাকে আরও আধুনিক ও জনবান্ধব করার পথে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর এই নতুন সময়সূচি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে উঠবে।

পুজোর ভিড় সামলাতে রাজ্যজুড়ে বিশেষ প্রস্তুতির বার্তা জাভেদ শামিমের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দুর্গোৎসবের আগমনী সুর ইতিমধ্যেই বাজতে শুরু করেছে। মহালয়ার দিন থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভিড় জমতে শুরু করবে বলে আশঙ্কা করছে পুলিশ প্রশাসন। সেই কারণেই কলকাতা থেকে শুরু করে জেলা শহরগুলিতে বাড়তি নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে স্পষ্ট ভাষায় জানালেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (আইন-শৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম। তাঁর কথায়, এবারের দুর্গাপুজোয় মানুষের ভিড় নিয়ন্ত্রণে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ প্রশাসন সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিচ্ছে। শামিম জানিয়েছেন, মহালয়ার দিন থেকেই কলকাতায় নামানো হবে অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী। মূলত ঘাটে ঘাটে তর্পণকে ঘিরে মানুষের ভিড় সামলাতে পুলিশ থাকবে বিশেষ সতর্কতায়। নদীর ঘাটগুলিতে নৌকাবাহিনী ও বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যরাও মোতায়েন থাকবেন। পাশাপাশি নজরদারির জন্য থাকবে ড্রোন ক্যামেরা। কলকাতা ছাড়াও হাওড়া, নদিয়া, হুগলি, বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হবে। এছাড়াও পুজোর দিনগুলিতে যানজট নিয়ন্ত্রণই পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠবে। জাভেদ শামিম এদিন জানান, কলকাতার প্রতিটি বড় পুজো মণ্ডপের আশেপাশে আলাদা ট্রাফিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। কোথাও ওয়ানওয়ে চালু হবে, কোথাও আবার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যান চলাচল বন্ধ রাখা হবে। যাতে ভিড় সামলাতে কোনও সমস্যা না হয়। পাশাপাশি মেট্রো ও লোকাল ট্রেন পরিষেবা নিয়েও রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। সুরক্ষার দিকেও থাকছে বাড়তি নজর। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পুজো মণ্ডপে থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকবে সেই ফিড। ভিড় সামলাতে লাঠিচার্জের মতো ব্যবস্থা না নিয়ে পুলিশ চেষ্টা করবে সর্বোচ্চ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাজ করার। একই সঙ্গে শামিম জানিয়েছেন, মহিলা নিরাপত্তার বিষয়েও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি মণ্ডপের আশ্বশেপাশে মোতায়েন থাকবে পর্যাপ্ত সংখ্যক মহিলা পুলিশকর্মী। রাতভর টহলদারিরও ব্যবস্থা থাকবে। জাভেদ শামিম বলেন, তদুর্গাপুজো বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব। এখানে কয়েক লক্ষ মানুষ রাস্তায় নামবেন। তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রথম কাজ। তাই কোনও ধরনের গাফিলতি হবে না।দ কলকাতার পাশাপাশি জেলাগুলির পুলিশ সুপারদেরও বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের বলা হয়েছে, স্থানীয় ক্লাব ও পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে এবং সম্ভাব্য বিপদের বিষয় আগে থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করতে। বিশেষ করে যেখানে অতিরিক্ত ভিড় জমার আশঙ্কা, সেখানে আগে থেকেই বিকল্প পথের ব্যবস্থা রাখা হবে। প্রশাসনের এই কড়া প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই মানুষের মনে আশ্বাস জাগিয়েছে। পুজোর ভিড় সামলাতে পুলিশের ভূমিকাই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা কার্যত মেনে নিয়েছেন উদ্যোক্তারা। তবে এত কড়া নিরাপত্তা ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণের মাঝেও যাতে মানুষের আনন্দে কোনও খামতি না থাকে, সেদিকেও নজর দিচ্ছে পুলিশ প্রশাসন।

নাগরিকদের সরাসরি অভিযোগের পর মেয়রের নির্দেশ, মেরামত শুরু হবে তাৎক্ষণিক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ শহরের রাস্তা ও অবকাঠামো সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য শহরের মেয়র ফিরহাদ হাকিম সরাসরি নাগরিকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। শুক্রবার দক্ষিণ কলকাতার চেতলা এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিস্থিতি পরিদর্শন করতে গিয়ে মেয়র সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে অবিলম্বে সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দিয়েছেন। নাগরিকদের অভিযোগ, কয়েক মাস ধরেই বিভিন্ন রাস্তার নকশা ও মেরামতের অভাবে যান চলাচলে বড় ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষত বৃষ্টি বা জলাবদ্ধতার সময় সমস্যাগুলো আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায়। মেয়রের সঙ্গে দেখা করতে আসা একাধিক স্থানীয় বাসিন্দা জানিয়েছেন, 'আমরা বহুবার প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছি, কিন্তু কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আজ মেয়রের সঙ্গে সরাসরি দেখা হওয়ায় আমরা আশ্বস্ত বোধ করছি।' ফিরহাদ হাকিম স্থানীয় এলাকা ঘুরে দেখার পর সরাসরি কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন, জরুরি মেরামত কাজ শুরু করতে হবে। তিনি বলেন, 'নাগরিকরা যেভাবে দৈনন্দিন জীবনে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন, তা বরদাস্তযোগ্য নয়। এই এলাকা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সড়ক দ্রুত ঠিক করা হবে। কাজের তদারকি করা হবে যাতে সঠিক সময়ে মেরামত শেষ হয়।' মেয়র জানিয়েছেন, শুধু রাস্তা মেরামত নয়, বরং জলাবদ্ধতার সমস্যা সমাধান, ফুটপাত ও আলো-বাতি ঠিক রাখা;সবই একই সঙ্গে নজরদারির আওতায় থাকবে। প্রশাসনিক পর্যায়ে একটি বিশেষ টিম এই কাজের তদারকি করবে, যাতে দ্রুত

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৯১ সংখ্যা, রবিবার ৪ আশ্বিন, ১৪৩২

পিতা-পুত্র সুসম্পর্ক

শিলাইদহের বছরগুলোতে বাবা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি লিখেছেন। কবিতা, গান, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, বক্তৃতা নানাদিকে সমান তালে তাঁর কলম চলেছে। সারাদিন ধরে তো লিখছেনই, কখনও কখনও লেখা চলেছে গভীর রাত পর্যন্ত। তিনি যখন পরিশ্রম করতেন তখন খুব কম খেতেন। মা বিরক্ত হতেন, তবে এটাও জানতেন যে বাবা কোনো বিষয়ে মনস্থির করলে অন্যদের কারও কিছু করার ছিল না। পিসতুতো বোন সরলা দেবী তখন ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। পত্রিকাটি বড় জ্যাঠামশাই দ্বিজেন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন। পরেও সম্পাদনার ভার আমাদের পরিবারেই থেকে যায়। এক সময় বাবাও এ দায়িত্ব পালন করেছেন। ভারতীর জন্য ছোট নাটক লিখে দিতে সরলা দেবী বাবাকে অনুরোধ করেছিলেন। নাটক লেখার তাড়না পাচ্ছিলেন না বলে তিনি এতে গা করেননি। বিষয়টি বুঝতে পেরে সরলা দেবী পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে পরবর্তী সংখ্যায় রবি ঠাকুরের নাটক ছাপা হবে। কয়েকদিন পর তিনি বাবাকে চিঠি দিয়ে জানালেন যে পত্রিকার কাটতি বাড়াতে তিনি এ ঘোষণা দিয়েছেন, এখন বাবা যেন পাঠকদের হতাশ না করেন। বাবা প্রথমে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন। পরদিন মাকে ডেকে বলেন যে তিনি একটা লেখা ধরবেন, তাঁকে যেন কেউ বিরক্ত না করে। এমনকি খাবারের জন্যও নয়। মাঝে মাঝে দুধ জাতীয় কিছু দিলেই খাওয়ার কাজ চলে যাবে। এ কথা বলে তিনি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করলেন। লেখা চলল টানা তিনদিন, কোনো রকম বিরতি ছাড়া। এ তিনদিন বাবা কিছু খানওনি। তৃতীয় দিনের শেষ নাগাদ লেখা শেষ হল হাসির নাটক চিরকুমার সভা। পাণ্ডুলিপি ডাকে পাঠাতে তিনি ভরসা পেলেন না, নিজেই কোলকাতা নিয়ে গেলেন। মা জানতেন যে ভারতীতে সময়মত পাঠানোই বাবার তাড়াহুড়োর একমাত্র কারণ ছিল না। তিনি যখনই কোনো লেখা শেষ করতেন, বন্ধু-বান্ধবকে তা পড়ে শোনানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠতেন। সে সময় বন্ধুদের কেউই শিলাইদহে ছিলেন না। তাই তিনি কোলকাতায়ই চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ কয়দিনের অনাহারে ও লেখার চাপে এতই দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন যে, জোড়াসাঁকোর বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অজ্ঞান হয়ে যান। মা তখন বাবাকে স্বাভাবিক খাবার খেতে রাজি করাতে পেরেছিলেন।

শিলাইদহের একটি ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমরা তখন গড়াই নদীতে একপক্ষকাল ধরে হাউজবোটে আছি। উনবিংশ শতকের নব্বই দশকের মাঝামাঝি কোনো এক অক্টোবরের ঘটনা এটা। আমি সবে নয় বছরে পা দিয়েছি। বাবা আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। শুকনো মৌসুম তখনও শুরু হয়নি। যুৎসই বালুচরের খোঁজে আমাদের নৌকা এখানে-সেখানে ঘুরছিল। বাবা তখন সাধনা নামের মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন। পত্রিকাটির অধিকাংশ স্থান তাঁর নিজের লেখা দিয়েই ভরাট করতে হতো। প্রত্যেক সংখ্যায়ই তাঁর একটি গল্প থাকত। পরবর্তীতে এগুলো গল্পগুচ্ছে স্থান পায়।

বাংলার কবি ভারতচন্দ্র

গবেষকরা বলে থাকেন যে, কবি-কর্ম আসলে নাকি কবি-মানসের অভিব্যক্তি। এই কবি-মানস আবার সমকালীন পরিবেশ এবং প্রকৃতি-নির্ভর। এখানে পরিবেশ অর্থ হল;সমাজ এবং দেশকাল। ধর্ম, রুচি, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির সাথে কবি-মানসের প্রত্যক্ষ যোগ থাকে। কেননা কবিও একজন সামাজিক প্রাণী। তাই একের পরিবর্তনে অপরের পরিবর্তনও যথারীতিভাবে অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর এই পরিবর্তিত মানসভঙ্গি তখন কবির কাব্যে প্রত্যক্ষ এবং প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। এরকমভাবেই বাংলার মহাকবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে সমকালীন সমাজ-রাষ্ট্রের পটভূমিতে এক পরিবর্তিত মানসভঙ্গির সুনিবিড় পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সময়কার রুচি, ধর্ম, সমাজ-চরিত্র অন্নদামঙ্গলের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে বলে দেখা যায়। তাই অন্নদামঙ্গল কাব্যের আগের দেশকালের সাথে সেই সময়কার রীতি-নীতি, ধর্ম-রুচি, সমাজ-রাষ্ট্র কেমনভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে কোন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল; আলোচ্য প্রসঙ্গে সবার আগে সেটার ইতিহাসটুকু জেনে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা যে বলিষ্ঠ স্বরূপ-স্বাতন্ত্র্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল;সেটার মূলে চৈতন্য-প্রভাব ছিল। মহাপ্রভুর একক ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে একটাসময়ে সমগ্র মধ্যযুগীয় সমাজ-সাহিত্য অপূর্ব বর্ণরাগে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। দেব-নির্ভর মানবতার মূল্যবোধের মধ্যে দিয়েই সমকালীন সাহিত্যের মধ্যে এই বিকাশ সূচিত হয়েছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। এর আগে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠায় মানুষের যে ছবি অঙ্কিত হয়েছিল;তাতে মনুষত্বের কোন চিহ্ন কিন্তু ছিল না। বরং তখনকার সেই মানুষ ছিল;মেরুদণ্ডভগ্ন, আত্মবিশ্বাসহীন পশুর নামান্তর অপদেবতার পূজারী ও উপদেবতার উপাসক। কিন্তু চৈতন্যদেবের প্রভাবে এই ভগ্নমেরু মানুষ ক্রমে নিজের আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান, রিজু ও বলিষ্ঠতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। উপদেবতার উপাসকরা হলেন;দেবতার লীলা সহচর, মানুষকে এই দেবায়িত করবার মূলে শ্রীচৈতন্যের একনিষ্ঠ সাধনা ছিল। আর তাই এই দেব-নির্ভর মানবতার রূপকেই সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগীয় বাঙালি সমাজের বলিষ্ঠ কাঠামো গঠনের মধ্যেও মহাপ্রভুর আজীবন আচরিত ধ্যান-শক্তি নিহিত ছিল। সব দ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা বিনির্মুক্ত উদার প্রেমের অনাবিল ধারা দিয়ে তিনি ক্লেদ-ক্লীয় ঘুনধরা সমাজের সবধরণের মালিন্যকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছিলেন। এর ফলে সেকালের শতধা-বিভক্ত গ্রামীন সমাজ আবার মহামিলনের সঙ্গম-তীর্থে একত্রিত হয়ে বলিষ্ঠরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামগুলি তখন গোষ্ঠী-প্রধান হয়েছিল

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করলেই তবেই সবার সঙ্গে লড়াই করে জেতা সম্ভব। শুধু ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। মনে মানবতাবাদ থাকতে হবে।পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। সব ধর্মের সেরা হচ্ছে কর্ম এবং সেবা। যিনি কর্ম করেন তিনি দেসের দশের সেবা করছেন। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

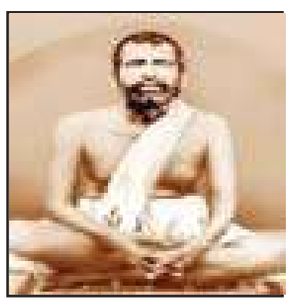

যিনি সেবা করতে পারেন তিনি মহান। তিনি ঈশ্বরের কাছাকাছি অবস্থান করেন। মাতৃভক্তি হচ্ছে একটি শক্তি। মাতৃভক্তি দিয়ে শক্তি অর্জন তরতে হবে। মাতৃশক্তি চাই শত্রুকে পরাস্ত করতে। মাতৃশক্তিধারীর কাছে শত্রুরা পরাস্ত হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দিয়েছেন। সেই শক্তির সৎ ব্যবহার করতে হবে। মনে ভক্তিকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম এই জগতে নেই।

কলকাতা ভারতের প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করলে এখানকার বাবু সম্প্রদায় দুর্গা পুজোর আয়োজন করে

রবীন্দ্রকুমার শীল

কলকাতার বনেদি একটা কথা বলার এখানে প্রয়োজন রয়েছে, বাংলার রাজা জমিদারদের আয়োজিত দুর্গা পুজোর মধ্যে দিয়েহ বাংলায় ইংরেজ শাসনের শুরু আবার বিপ্লবীদের দুর্গা পুজোর মধ্যে দিয়ে ইংরেজ শাসনের শুরু হল পতন। পলাশির যুদ্ধে সিরাজদৌল্লার পরাজয়ের পর কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং কলকাতায় রাজা নবকৃষ্ণদেব দূর্গা পুজোর আয়োজন শুরু করে দিয়ে লর্ড ক্লাইভ এবং ওয়েন হেস্টিংসকে বিশেষ অথিথি করে নিয়ে আসেন। সেই সময় থেকে শুরু হল ভারতের ব্রিটিশ শক্তি পত্তন। আবার ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ইংরেজ শাসনের অবসান চেয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যেসব বিপ্লবীরা তারা দেবী দুর্গা আরাধনা করতে শুরু করে দিল। পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার চিন্তাকে বাস্তবে পরিণত করতে দেবী দুর্গার পুজোর আয়োজন শুরু হয়ে গেল। যে বাংলা দেবী দুর্গা পুজোর মধ্যে দিয়ে ইংরেজ শাসকদের ক্ষমতার আসনে বসিয়ে ছিল আবার সেই বাংলা পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল দুর্গা পুজোর আয়োজন করছে ইংরেজ শাসনের অবসান চেয়ে। স্বাধীন ভারত গড়ে তোলার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে। এই দুটো দুর্গা পুজোর সময় এবং চিন্তার বিস্তর ফারাক ঘটে গিয়েছে। বাংলা এক সময়ে ইংরেজ শাসকদের ওপরে ভরসা রেখে তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল বাংলার মসনদ। আবার উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে দেখতে পাওয়া গেল ইংরেজ শাসনের অবসান চেয়ে দুর্গা পুজোর আয়োজন শুরু হয়েছে বাংলায়। বিশেষ করে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে বিপ্লবীরা দেবী দূর্গা পুজোর মধ্যে দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে চেষ্টা করে ভারত থেকে ইংরেজ শাসনের অবসান চেয়েছিল। কলকাতার বহু স্থানে তখন শুরু হয়ে গিয়েছিল বিপ্লবীদের দুর্গা পুজো।

প্রথমে লর্ড ক্লাইভ বাংলার মসনদ দখল করেই রাজা নবকৃষ্ণদেবের বাড়িতে দুর্গা পুজোর সময়ে এসেছিলেন নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। আপ্যায়নও পেয়েছিলেন। বাংলার দুর্গা পুজোর মধ্যে দিয়েই ইংরেজ শাসন শুরু হয়েছিল বলা যেতে পারে। আবার ১৯০৫ সাল থেকে বাংলা বিরূপ হতে শুরু করলো ইংরেজ শাসকেদের বিরুদ্ধে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ। বাংলা ভাগ করেই ইংরেজরা তাদের শাসন ক্ষমতার কালকে কমিয়ে ফেলে দিয়েছিল অজান্তে। বহু ইতিহাসবিদেরা বলে থাকেন যে বাংলা ভাগ করাটা উচিত কাজ হয়নি ইংরেজ শাসকদের। যে বাংলা ভরসা রাখতে শুরু করে দিয়েছিল ইংরেজ শাসকদের ওপরে। সেই ভরসা আর রাখতে পারছিল না বাংলা। বাংলা ভাগ করাটা ইংরেজ শাসনের ট্রাজেডি বলা যেতে পারে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে ঘিরে আবর্ত হতে থাকে ইংরেজ শাসনের অবসান। ইরেজদের দেশ ত্যাগ করতে হবে এই ধরনের আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল বাংলা থেকেই। যে বাংলা ইংরেজদের সাদরে গ্রহণ করে নিয়ে এসেছিল বাংলার দায়িত্ব দিতে সেই বাংলা আবার ইংরেজদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার জন্য দুর্গা পুজোর আয়োজন করতে থাকলো।

বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা করলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। যদিও তার আগে থেকে বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলায় সশস্ত্র সংগ্রামের মঞ্চ প্রস্তুত হয়েছিল। সেই মঞ্চে এসে উপস্থিত হলেন মাথা উচু করে বিপ্লবী অরবিন্দ, বারীন ঘোষ, যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার পি মিত্র, রাজা সুবোধ মল্লিক সহ আরও অনেকে। তার প্রতিফলন দেখত পাওয়া গেল বাঙালির দুর্গা পুজো অনুষ্ঠানে। বরোয়ারি থেকে শুরু করে বনেদি পুজোতেও স্বদেশি ভাবনার প্রসার ঘটতে দেখা গেল।

হরিনাথ মুখার্জির বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ হরিনাথ মুখার্জির বাড়ির পুজোর আয়োজন করে থাকেন বর্তমান বংশধর ইন্দ্রনীল মুখার্জি। এই পুজো প্রায় দু'শ ষাট বছরের প্রাচীন। হরিনাথ মুখার্জি আগে বসবাস করতেন চন্দননগরের গন্ডল অঞ্চলে। হরিনাথ মুখার্জি একটি ধাতুর ঘট পেয়েছিলেন। সেই ঘটটি তিনি গ্রহণ করেন তাঁর প্রপিতামহের কাছ থেকে। তিনি এই ঘটিটি পেয়েছিলেন ক্ষেত থেকে। হরিনাথ এর প্রপিতামহল স্বপ্ন দেখে ছিলেন যে প্রতিদিন তিনি মঙ্গল চণ্ডীর পুজো করছেন। হরিনাথ মুখার্জি প্রথমে মঙ্গল চণ্ডীর পুজো শুরু করলেন রাজাবাজার এলাকায় যেখানে ধোপারা বসবাস করতো। সেখানে বিশাল ঠকুর দালান সহ ঘর বানিয়ে দেবী পুজো করতে শুরু করেন। **নীলমণি সেনের বাড়ির পুজো ঃ** স্বর্ণ ব্যবসায়ী নীলমণি সেনের বাড়ির পুজো শুরু হয়েছিল ১৯১৩ সাল থেকে। নীলমনি সেন এসেছিলেন কলকাতায় উনবিংশ শতাব্দীতে। এই দেবী মূর্তি দশটি হাতের পরিবর্তে দুটি হাত দেখতে পাওয়া যায়। এই দেবীকে বলা হয় অভয়া দুর্গা। এই দেবী একটি হাত দিয়ে অভয় দান করেন আর অন্য হাত দিয়ে তিনি বরদান করে থাকেন। একটি হচ্ছে অভয়া মুদ্রা এবং আর একটি হচ্ছে বর মুদ্রা। **শম্ভুনাথ সেন বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** রাজা রামমোহন রায় সরনির বাড়িতে এই পুজোর আয়োজন করা হয়। এই পুজো শুরু হয়েছিল কয়েক শতব্দী আগে। এরা চেরি ব্লসম শু পালিস এবং হরলিক্স ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত

রয়েছেন। এই পরিবারকে এক সময়ে বলা হতো গৌরি সেন যিনি অঢেল মুদ্রার অধিকারী ছিলেন। **কোকোলা হাউস দুর্গা পুজো ঃ** কোকোলা হাউসের দুর্গা পুজোর সুনাম রয়েছে। এখানে দেবী হচ্ছেন অকালবোধন। রামচন্দ্র এবং লক্ষণকে দেখতে পাওয়া যায়। সঙ্গে রয়েছেন সুগ্রিব এবং বীর হনুমান। এদের সকলের পুজো হয়ে থাকে। সবাই পুজোর পাওয়া অধিকারী দেবী পুজোর সঙ্গে। **পটলডাঙ্গা বসু মল্লিকদের বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** ১৮৩১ সালে বসু মল্লিকেরা কলকাতায় এসে বসবাস করতে শুরু করেন। রাধানাথ মল্লিক এই বসু মল্লিকদের বাড়িতে প্রথম দুর্গা পুজো আয়োজন করেন। তারপরে ক্ষেত্রচন্দ্র মল্লিক আবার নতুন করে একটি দুর্গা পুজোর আয়োজন করেন তাঁর নিজের বাড়িতে। এই বাড়ির ভিতরে রয়েছে ছটা মার্বেলের মূর্তি যারা গ্যাস বাতি নিয়ে দেবীর সভাকে আলোকিত করতো। দেবি মণ্ডপের ওপরে দেখতে পাওয়া যায় দশাবতার বিষ্ণুর মূর্তি। কবিগুরু ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে এই বাড়িতে এসে ছাত্রদের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করার ডাক দিয়েছিলেন। **গিরিশ ঘোষ পরিবারর দুর্গা পুজো ঃ** ১৮৫৬ সালে গিরিশ ঘোষ এই দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন। গিরিশ ঘোষর পরিবারের সদস্যরা এসেছিলেন পরানচাপুর থেকে। এটি হুগলি জেলায় অবস্থিত। আদ মধুসূদন মন্দিরে দেবী পুজোর আয়োজন ছিল। তারপরে সেই পুজো বাগবাজারে এসি উপস্থিত হতো মগরা অঞ্চলে নৌকা করে। পরে আবার নৌকা করে দেবী চলে যেতেন গ্রামে। গিরিশ ঘোষের দুর্গা পুজোয় সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য পুজো হল সন্ধি পুজো। সন্ধি পুজোতে বেশ জাঁকজমক করে পুজো হয়। এখন কল্যাণী পুজোর ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে গিরিশ ঘোষ সন্ধির পুজোর সময়ে প্রয়াত হন। তার ফলে সন্ধি পুজোকে একবারে ছোট করে দিয়ে কল্যাণী পুজোর ওপরে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কল্যাণী পুজোর মধ্যে দিয়ে দেবী দুর্গার কাছে পরিবারের কল্যাণ এবং সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণের কথা জানান দেওয়া হয়ে থাকে। কুমারী পুজোও এই পুজোর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। **মহেন্দ্র শ্রীমানি পরিবারের দুর্গা পুজো ঃ** মহেন্দ্র শ্রীমানিদের দুর্গা পুজো প্রায় দেড়শো বছরের প্রাচীন। মহেন্দ্র শ্রীমানি উনবিংশ শতাব্দীর ধনী ব্যক্তি ছিলেন। এই পরিবারর সদস্য অজয় শ্রীমানি ১৯১১ সালে একটি বিশাল বাড়ির নির্মাণ করেন। তারপরে শুরু করেন দেবী পুজোর আয়োজন। ঢাকের সাজে সজ্জিত দেবী প্রতিমা এখনও এই বাড়িতে পুজো পেয়ে থাকেন। **রানি রাসমণির বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ** বহু জমিদার প্রকাশ্যে রাজা নবকৃষ্ণ দেবের বিরোধিতা না করতে পারলেও তারা কিন্তু ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। রাজা নবকৃষ্ণদেব একেবারে রক্ষণশীল পরিবার ছিল। তারা হিন্দু ধর্মের নিয়মবিধি মেনে চলতো। তার ওপরে তারা সতীদাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ থেকে শুরু করে কলকাতা মেডিকেল কলেজের শবচ্ছেদে অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্তকে বাধা দিয়েছিল। ফলে কলকাতার বহু উদারপন্থী জমিদাররা রাজা নবকৃষ্ণদেব এবং রাধাকান্ত দেবের ওপরে ক্ষিপ্ত ছিলেন। তাঁরা দূর্গা পুজো করেছিলেন একেবারে সাহেবিয়ানা থেকে নিজেদের বের করে নিয়ে এসে। সেখানে সাহবদের কোনও সময়ে আমন্ত্রণ করা হতো না। রানি রাসমণির দুর্গাপুজোতে বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে শুরু করে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এসেছেন। কিন্তু রাসমনি কোনও সাহবদেরকে দুর্গা পুজোর সময়ে ঠাকুর দেখার জন্য আলাদা করে নিমতন্ত্রণ করতেন না। সাহেবরা যদি ইচ্ছা প্রকাশ করতো তাহলে তিনি তাদেরকে ঠাকুর দর্শন করার ব্যবস্থা করে দিতেন। সাহেবদের জন্য আলাদা রকমের খাবার এবং বিনোদনের কোনও ব্যবস্থা রানি রাসমনি করতেন না। তিনি মনে করতেন সাহেবরা এসেছে বিদেশ থেকে ভারত শাসন করতে। তারা বিদেশি। ভারতের লোক নয়। সেই কারণে রানি রাসমনি যে সব ভারতীয়রা মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন তাদেরকে দালানে বসিয়ে খাওয়াতেন। সাহেবদের জন্য তিনি আলাদা ঘটা করে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোর কোনও ব্যবস্থা করতেন। রাজা নবকৃষ্ণদেব এবং রাধাকান্ত দেবের পরিবারের সদস্যরা যেভাবে সাহেবদের ডেকে অপ্যায়ন করতো এবং বিনোদনের ব্যবস্থা করে দিতেন সেটা কিন্তু রানি রাসমনি সেটা একেবারেই করতেন না। সাহেব তোষামোদ তাঁর ডায়েরিতে লেখা ছিল না। জানবাজারের আজও দুর্গা পুজোর আয়োজন হয়ে থাকে। তবে আজকে তাঁর বাড়িটা তিন শরিকিতে বিভক্ত। তিন শরিকের বাড়িতেই দুর্গা পুজোর আয়োজন হয়ে থাকে। জামাই মথুরা বিশ্বাসের অংশে, হাজরাদের অংশে ও চৌধুরীদের অংশে দুর্গা পুজো হয়। রাসমনির মূল পুজোটা হচ্ছে হাজরাদের বাড়ির অংশে। সেখানেই বাংলার পণ্ডিতমহল উপস্থিত থাকতো। কলকাতার বনেদি বাড়ির দুর্গা পুজো

বনেদি বাড়ির দুর্গা পুজো নিয়ে পরপর বেশ কয়েকটি পর্বে প্রকাশ করা হয়েছে। এর পরে আমরা জেলা ভিত্তিক বনেদি পুজোর দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে শুরু করবো। বাংলার গ্রামে এখনও বহু বনেদি পুজো হয়ে থাকে। এই পুজো করতে সেখানকার বাসিন্দারা অংশ গ্রহণ করে থাকে। আবার কোথাও কোথাও জমিদার পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত নেই। তবুও গ্রামাঞ্চলের প্রতিবেশিরা সেই পুজো বন্ধ না করে একেবারে প্রাচীন রীতি ধরে পুজো করে আসছে সে কথাও আমরা বলবো। বসিরহাটের টাকিতে বহু পরিবারের সদস্যরা পুজোর সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়। তাদের কথাও লিপিবদ্ধ থাকবে। আন্দুল রাজবাড়ি, কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির পুজো, জগৎ শেঠের দুর্গা পুজো, বারুইপুরের রাজবালির দুর্গা পুজো সব বনেদি পরিবারের পুজোর লেখার চেষ্টা করবো)

কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজোর একটি ঐতিহ্য রয়েছে। যতই বারোয়ারি পুজোর চোখ ঝলসানো রং বাহার থাকুক না কেন, বনেদি বাড়ির পুজোর মর্যাদা একেবারে আলাদা রকমের সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ বলা যেতে পারে। এই পুজোর সঙ্গে কারোর পুজোর তুলনা করা যায় না। সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ কলকাতার প্রাচীনতম দুর্গা পুজো বলা যেতে পারে। ১৬১০ সালে এই পুজো শুরু হয়েছিল বলে জানতে পারা গিয়েছে। লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। তারপরে মজুমদার পরিবার রায়চৌধুরী পদবি লাভ করেন। সেই থেকে তাঁরা রায়চৌধুরী নামে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছেন। জব চার্নক এদের কাছ থেকে তিন গ্রাম কিনে কলকাতা সৃষ্টি করেছিলেন। শোভাবাজার রাজ বাড়ির দুর্গাপুজো ঃ পলাশি যুদ্ধের পর ইংরেজরা বাংলা দখল করতে তখন রাজা নবকৃষ্ণদেব এই পুজোর প্রচলন করেছিলেন। তাঁর ঠাকুর দেখতে লর্ড ক্লাইভ থেকে শুরু করে ওয়ারেন হেস্টিংস পর্যন্ত এসে উপস্থিত হতেন। রাজা নবকৃষ্ণদেবের দুটি পুত্র ছিল। আগে একটি তিনি দত্তক নিয়েছিলেন। তারপরে তাঁর সন্তান হয়।। পাশাপাশি দুটো বাড়িতেই আজও দুর্গা পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মদনমোহন দত্ত বাড়ির দুর্গা পুজো ঃ বিডন স্ট্রিটের পাশে দত্ত বাড়ির পুজো এখন অনুষ্ঠিত হয়। গোবিন্দশরণ দত্ত চৌধুরী এবং রাম শরণ দত্ত চৌধুরী দুই ভাই ছিলেন। তাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে গোবিন্দ শরণ দত্ত চৌধুরী কলকাতায় চলে এসে দুর্গা পুজো

বাঙালির দুর্গা পুজোর সাতকাহন রচিত

রীণা পোদ্দার

পুজোর সাতকাহন। সিধু বিধুর মতো পুজোর সবার একটা পুজোর বেলা থাকে, আমার ও ছিল। সেই সময় বলতে গেলে প্রথম বছর পুজো,২৫-৩০টা জামার গোছা এবেলা ওবেলা নয় ঘন্টায় ঘন্টায় ম্যাচিং জামা জুতো পড়ে প্যারামবুলেটার চেপে আমার সারথীর ওরফে তিন দাদু ও বাড়ি এবাড়ির সাথে প্রথম বছর পুজো যাপন, যেহেতু বৈশ্য ব্যবসায়ী সেহেতু বাবাই বড়কাকা ব্যস্ত শহর বর্ধমান এ নিউ শাড়ি সেন্টার রিটেল ও বড়বাজার এ সারা বর্ধমান জেলার হোলসেল গদি র কালেকশন করতে দম ফেলার ফুরসৎ নেই অষ্টমী পর্যন্ত তাদের, তবে নবমী র দুপুরে বাবাই বাড়ি ফিরলে সোজা কলকাতা টালিগঞ্জ ফাঁড়ি পিসি দিদার বাড়ি , সেখানে বড়কাকু বা মনা দাদুর কোলে চেপে এদিক ওদিক, সারারাত পি এস ওরফে বাবাই এর পিসতুতো ছোটভাই পথ প্রদর্শক, রাতে অবশ্য আমেনিয়া -নিজাম সিরাজ এ ভুরিভোজ তবে তখন আমার দোসর দুধের বোতল অবশ্য, পরের দিন দুপুরে মুন্নার খাসির মাংস তাও পিসি দিদার হাতের রান্না,কি অমৃত যে না খেয়েছে সে জানে না। বিকালে বড়পিসির বাড়ি শ্রীরামপুর মাহেশ এ দশমী সারতে লুচি ঘুগনি উওরপাড়া অমর কিংবা ফেলু বা সূর্য মোদকের জলভরা সহযোগে আর বিশেষ সিদ্ধি রাতে জমিয়ে ভুড়িভোজ। পরের দিন বড়পিসির শ্বাশুড়ি ওরফে আমার শ্রদ্ধেয় দিদা ভাই এর হাতে দেওয়া সাদা ধপধপে মুচমুচে বড়ি আর নাড়ু বগলদাবা করে, এবারের বিজয়ার গন্তব্য শেওড়াফুলি ছোট পিসির বাড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা রত ছোটপিসির শ্বাশুড়ি ওরফে আমার শ্রদ্ধেয় ভালু , তিনি নিরামিষ রান্নায় দ্রৌপদী সম, যেহেতু অল্প বয়সে বিধবা জমিদার বাড়ি আধুনিক মনস্ক শিক্ষিকা হয়েও সারা জীবন মাছ মুখে তোলেন নি, হাতের কাজ চমকপ্রদ। সেখানে থেকে বিকালে নৈহাটি মামের বড়পিসি ওরফে আমার পান্তা বুড়ির বাড়ি সেখানে ঢাকেশ্বরী মিষ্টান্ন ভান্ডারের মিষ্টি আর গঙ্গার জ্যান্ত ইলিশ। নবদ্বীপ শহরের মূল আকর্ষণ রাস উৎসব তাই বনেদী বাড়ি আর কয়েকটি বারোয়ারী ছাড়া সে ভাবে পুজো হয় না। তার মধ্যে মূল অষ্টমী দিন অভয়া মা, বছরের একদিন পূজিতা। সাথে ছেলে রূপে মহাদেব পাশে,

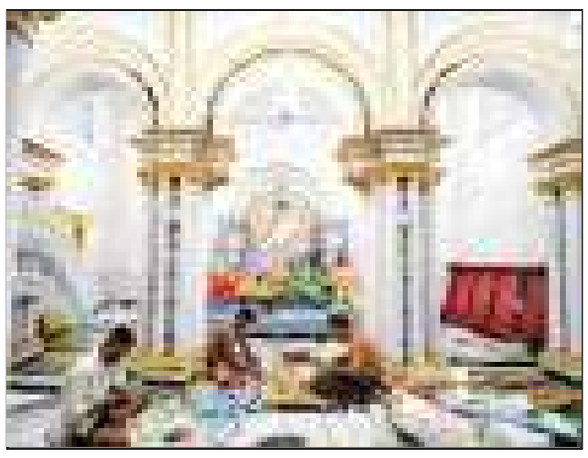

অভয় প্রদান কারীনী। মামের বাপের বাড়িতে ফরিদপুর রাজবাড়ীতে দূর্গা পুজোর চলন বৈষ্ণব মতে তাই এসময় সে বাড়িতে নিরামিষ দশমী তে জোড়া ইলিশ , আমাদের বাড়ি শাক্ত মতে বাংলাদেশে দূর্গা পূজার চলন তাই দূর্গা সরা কলা বৌ নৌকা লক্ষী পুজো থেকে পুজো আমিষ। ষষ্ঠীর দিন ঘট দেবী ভাত ইলিশ মাছ সহযোগে পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে, অষ্টমী তে ভুনি খিচুড়ি আলু ফুলকপি রসা পনির চাটনী পায়েস, দশমী তে যাত্রার ঘট বসিয়ে টুনিফুল মালিফুল খই দই মিষ্টি বাতাসা কদমা নারকেল কোরা পুঁটি মাছের সিঁদুর দিয়ে সাথে ইলিশ, ঝাঁপি। দাদু পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র পোদ্দার বেঁচে থাকাকালীন নবদ্বীপ গদি ঘরে যাত্রার ঘট স্থাপন , ওনার চলে যাওয়ার পর বর্ধমান এ বাড়িতে বাবাই বড়কাকা সাধ করতেন। তাই পুজোতে বাইরে ঘুরতে যাওয়া নৈব নৈব চ তবে সে দুঃখ পুষিয়ে দিতো বাড়ির মানুষজন শীতের ছুটিতে ঘুরতে নিয়ে গিয়ে। নবদ্বীপ শহরের আনাচে কানাচে নানা কথা এখানে বিখ্যাত লাল দূর্গা বাড়ি মায়ের মুখের রং লাল। আমাদের পাড়াটা সাবেকি প্রতি বাড়িতে কোনো উৎসব হয় কাঁসারি বাড়িতে ওরফে বুম্বাকাকু সু

মেট্রো প্রাঙ্গণ পরিস্কার ও সবুজ করার জন্য মেট্রো রেলে 'স্বচ্ছতা হি সেবা অভিযান' পরিচালনা করছে। এই অভিযানের সময়, স্টেশন, ট্রেন এবং অন্যান্য রেল প্রতিষ্ঠানে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটাইজেশন অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এই অভিযানের অংশ হিসেবে মেট্রো কর্মীরা বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নিয়েছেন। যাত্রীদের স্টেশন পরিস্কার রাখার জন্যও অনুরোধ করা হচ্ছে। সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মেট্রো রেলের ক্রীড়াবিদরা আজ, অর্থাৎ ২০.০৯.২০২৫ তারিখে বিভিন্ন ক্রীড়া কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলেন।

খড়গপুর আইআইটি-তে হস্টেল থেকে ভিনরাজ্যের পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়গপুর, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ আবারও খড়গপুর ক্যাম্পাসে পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু। শনিবার দুপুরে হস্টেলের ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় ভিনরাজ্যের এক ছাত্রের দেহ। তাঁর নাম হর্ষ কুমার পাণ্ডে (২৭)। বছর। জানা গেছে, তিনি ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। মৃত ছাত্র গবেষণা করতেন। শনিবার দুপুরে আইআইটি-র বি.আর আম্বেদকর হস্টেলের বি ব্লকের ঘর থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়গপুর থানার অধীনস্থ হিজলি ফাঁড়ির পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। শুরু হয়েছে তদন্ত। খবর দেওয়া হয়েছে মৃতের পরিবারে। এই নিয়ে চলতি বছর খড়গপুর আইআইটি-তে মোট ৬ জন পড়ুয়ার এমন রহস্যমৃত্যু ঘটল। এর মধ্যে পাঁচজনেরই ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। শনিবার আইআইটি, খড়গপুরে ছুটিই থাকে। ফলে হস্টেলের আবাসিকরা সাধারণত ঘরেই থাকেন। এদিন দুপুর দেড়টার সময় বি ব্লকের আবাসিকদের নজরে পড়ে, ৫৫৭ নং ঘরটির দরজা বন্ধ। এই ঘরে একাই থাকেন গবেষক-পড়ুয়া হর্ষ কুমার পাণ্ডে। তখন অন্যান্য আবাসিকরা দরজা ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি করেন। সাড়া না পেয়ে হস্টেলের নিরাপত্তারক্ষীকে ডাকা হয়। তিনিও কোনও সাড়া পাননি। সন্দেহ বাড়তে থাকে। এরপর ওই নিরাপত্তারক্ষীই খবর দেন হিজলি ফাঁড়িতে। সেখান থেকে পুলিশ আইআইটি ক্যাম্পাসে গিয়ে হস্টেলের ঘর থেকে উদ্ধার করে হর্ষের দেহ। পুলিশ সূত্রে খবর, তোয়ালে দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো ছিল তাঁর, তবে পা মাটিতে স্পর্শ করা ছিল। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কী কারণে তাঁর এহেন সিদ্ধান্ত, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। গবেষকের মৃত্যু নিয়ে এখনও মুখে কুলুপ আইআইটি কর্তৃপক্ষের। জেলা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশ মেনে এফআইআর দায়ের করা হবে।

বীরভূমের জয়দেব-কেন্দুলীতে 'রাজ্য বাউল উৎসব'

দেবর্ষি মজুমদার, জয়দেব, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে বীরভূমের জয়দেব-কেন্দুলীতে শুরু হল 'রাজ্য বাউল উৎসব'। উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্য অনগ্রসর শ্রেনি কল্যাণ দপ্তরের চেয়ারম্যান অসিত কুমার মাজি, বীরভূম জেলা শাসক বিধান রায়, বোলপুর মহকুমা শাসক অয়ন নাথ সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। রাজ্যে রাজনেতিক পট পরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাউল শিল্পীদের অনগ্রসর শ্রেনি কল্যাণ দপ্তরে অন্তর্ভুক্ত করেন। তারপর থেকেই বাউল শিল্পীদের সরকার উদ্যোগে সহায়তা ভাতা দেওয়া শুরু হয়। লোক শিল্পের প্রসারে নথিভুক্ত বাউল শিল্পীদের সরকারি প্রকল্পের প্রচারে অঙ্গীভূত করে সম্বসর বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এদিন বাউল শিল্পী ও শিল্প সম্পর্কিত 'উদাসী' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। পাশাপাশি, বাউলের বাদ্যযন্ত্র সামগ্রী, ইলামবাজারের গালা শিল্প, পটচিত্র, কাঁথাস্টিচ প্রভৃতি স্টলও বসে। বীরভূম জেলা সহ রাজ্যের নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, পূর্ব-বর্ধমান, বাঁকুড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলা থেকে প্রায় ১৫০ জন বাউল শিল্পী অংশ নিয়েছেন এই উৎসবে। ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে রাজ্য বাউল উৎসব। প্রসঙ্গত, ১৬৮৩ সালে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র বীরভূমের অজয় নদের তীরে কবি জয়দেবের নাম জড়িয়ে রয়েছে। প্রতি বছর মকর সংক্রান্তির দিন এখানে একটি মেলা বসে, জয়দেব-কেন্দুলী মেলা। যা মূলতঃ বাউল-ফকিরদের মেলা হিসাবেই খ্যাত। জয়দেব মানেই বাউলের আখড়া আর লোকগানের পীঠস্থান। বাউল শিল্পীদের মধ্যে তন্ময় বাউল, সাধু দাস বাউল, গোপীনাথ বাসকি বলেন, খুব ভালো লাগছে জয়দেবের পূণ্যভূমিতে এই বাউল উৎসব হচ্ছে দেখে। এখানে গান গাইতে পারছি, অনেক বাউল শিল্পীদের সঙ্গে মিলিত হতে পারছি এটাই আনন্দের।

দেশব্যাপী চলমান স্বচ্ছতা হি সেবা (এসএইছএস) অভিযান ২০২৫-এর অংশ হিসেবে, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের বিভিন্ন ডিভিশন জুড়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। লামডিং ডিভিশনে, চিকিৎসা বিভাগ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা বিস্তার করার জন্য ওয়াকাথনের আয়োজন করে।

আঁটসাঁট নিরাপত্তা সীমান্তে, বসিরহাটে পুলিশ-বিএসএফ বৈঠক

সৌরভ দে, বসিরহাট, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে পুজো মণ্ডপগুলিতে। উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্ত শহর বসিরহাটেও একাধিক দুর্গাপুজো হচ্ছে। উৎসবের দিনগুলিতে আঁটসাঁট নিরাপত্তার জন্য সতর্ক পুলিশ-প্রশাসন। যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য কড়া নজরদারিও রাখা হবে বলে খবর। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুজো চলাকালীন বসিরহাট মহকুমার প্রতিটি এলাকায় নজরদারি থাকবে। ইতিমধ্যেই গোটা মহকুমাজুড়ে বসেছে সিসি ক্যামেরা। নিরাপত্তায় কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ পুলিশ-প্রশাসন। পাশাপাশি বিএসএফ কর্তাদের সঙ্গেও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় বিশেষ গাইডলাইন জারি হয়েছে। ভিড় সামলানো, যানজট নিয়ন্ত্রণ ও নির্বিঘ্নে প্রতিমা বিসর্জনের জন্য আগাম পদক্ষেপ করা হবে। উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্ত শহরে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে সদাসতর্ক পুলিশ প্রশাসন। বসিরহাট পুলিশ জেলার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার ডক্টর হোসেন মেহেদী রহমানের নেতৃত্বে মহকুমা শাসক আশিস কুমার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষ, বসিরহাট থানার আইসি রক্তিম বন্দ্যোপাধ্যায়, বসিরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান অদিতি রায়চৌধুরী, টাকি পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, মিনাখাঁর বিধায়িকা ঊষারানি মণ্ডল এবং বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়- সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি ও পুজো কমিটির কর্তার সঙ্গে বিশেষ বৈঠক করেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ ধুমপান করলে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে 'কুল ইমেজ' তৈরি করা যায়। তার পাশাপাশি 'স্ট্রেস' কমে এবং পড়াশোনায় মনোসংযোগ করতে সুবিধা হয়। এমনই কিছু ভুল ধারণা থেকে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অল্প বয়সে ধূমপান করার প্রবণতা ক্রমেই বেড়ে উঠছে। শুধু কম বয়সী ছাত্রছাত্রী নয় বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে সারা বিশ্বেই এখন নারী এবং পুরুষ ধূমপান করে থাকেন। তবে উদ্বেগজনক তথ্য হলো ভারতবর্ষের মেয়েদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে। আর এই সমস্ত দিকগুলো নজরে আসার পর এবার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য যেমন - বিড়ি, সিগারেট, গুটকা, খৈনি -সহ বিভিন্ন ধরনের জর্দা খৈনি, পানমশলা প্রভৃতি জিনিসের ব্যবহার বন্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে এই সমস্ত তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি বন্ধের জন্য সমস্ত বিদ্যালয়কে কড়া নির্দেশিকা পাঠানো হলো জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদ জেলায় ন'শোর বেশি সরকারি হাই স্কুল এবং মাদ্রাসা সহ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই সমস্ত সরকারি বিদ্যালয়ের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাক জাতীয় দ্রব্য বিক্রি কঠোর হাতে বন্ধ করতে চলেছে জেলা প্রশাসন। এর জন্য বিশেষ নেশা মুক্তি অভিযানও শুরু হতে চলেছে প্রশাসনের তরফ থেকে। মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলা শাসক

(উন্নয়ন) চিরন্তন প্রামাণিক জানিয়েছেন, 'বিদ্যালয়ের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনও ধরনের সিগারেট বা নেশা জাতীয় জিনিস বিক্রি করা যাবে না। এরকম কোনও ঘটনা ঘটলে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে পুলিশকে অভিযোগ জানাতে হবে এবং পুলিশ-প্রশাসনের তরফ থেকে তৎক্ষণাত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক বলেন,' ভারতবর্ষে লাং ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছোটবেলা থেকেই অনেকে ধূমপানের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছেন। নিয়মিত ধূমপানের ফলে হার্ট অ্যাটাক, বন্ধ্যাত্বের মত সমস্যা দেখা দিচ্ছে। নিয়মিত ধূমপান করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ও দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হতে শুরু করে।' মুর্শিদাবাদের নিউ ফরাক্কা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ মনিরুল ইসলাম বলেন, 'সরকারি নির্দেশে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের কু-প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ইতিমধ্যেই আমার স্কুলে বিভিন্ন রকমের দেওয়াল লিখন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এলাকার সমস্ত দোকানদারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে স্কুলের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনও তামাক জাতীয় বা নেশার জিনিস বিক্রি করা যাবে না।' প্রশাসন সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে সমস্ত স্কুলকে নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১০০ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত এলাকা হলুদ রং দিয়ে চিহ্নিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি সমস্ত স্কুলগুলোতে তামাকের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য একজন শিক্ষককে 'নোডাল অফিসার' হিসেবে নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহম্মদ মনিরুল ইসলাম বলেন, 'আমার স্কুলের খুব কাছেই ফরাক্কা বিডিও অফিস এবং আমার স্কুলের আশেপাশে কোনও দোকানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে না।' তবে জেলার স্কুলগুলোতে নিচু শ্রেণি থেকেই ছাত্রদের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার এবং ধূমপান করার প্রবণতা যে সাম্প্রতিক সময়ে বেড়েছে তা মেনে নিয়েছেন একাধিক স্কুলের শিক্ষকরা। নাম না প্রকাশের শর্তে বহরমপুর মহকুমার অন্তর্গত একটি স্কুলের এক শিক্ষক জানান, 'বর্তমান স্কুলে বদলি হয়ে আসার আগে আমি ডোমকল মহকুমার একটি স্কুলে চাকরি করতাম। সেখানে আমার স্কুলের আশেপাশে প্রচুর দোকানে তামার জাতীয় দ্রব্য, বিড়ি, সিগারেট এমনকি মদও পাওয়া যেত।' একাধিক শিক্ষক নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে জানিয়েছেন, একাদশ- দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা ধূমপান করার জন্য শিক্ষকদের কাছ থেকে দেশলাই বা লাইটার চেয়েছেন এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন আমাদের মত বেশ কয়েকজন শিক্ষক হয়েছেন। তবে ছাত্র ছাত্রীরা যেমন একদিকে ধূমপান এবং তামাক জাত দ্রব্যের প্রতি আসক্ত হচ্ছেন, অন্যদিকে নিয়ম ভেঙে স্কুল চত্বরের মধ্যেই ধূমপান বা তামাকজাত দ্রব্য সেবন করার অভিযোগ উঠেছে বহু স্কুলের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। স্কুলের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য সেবন বা গুটকা -পান মশলা খাওয়া বা ধূমপান করা নিষিদ্ধ হলেও বহু স্কুলে শিক্ষকরা 'টিচার্স রুম' বা বাথরুমে ঢুকে নিয়মিত এই সমস্ত দ্রব্য সেবন করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

ঐতিহাসিক মাইলফলকঃ মুম্বাই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন প্রকল্পে সুড়ঙ্গ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য

২০ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির দূরদর্শী নেতৃত্বে, ভারত মুম্বাই-আহমেদাবাদ হাই-স্পিড রেল (HSR) প্রকল্পে একটি ঐতিহাসিক প্রকৌশল মাইলফলক অর্জন করেছে। আজ ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি বড় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ঘনসোলি এবং শিলফাটা দিক থেকে একই সাথে খনন করা হয়েছিল। দলগুলি চ্যালেঞ্জিং জলতলের ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে একে অপরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। দুটি

দল আজ সফলভাবে সংযোগ স্থাপনের সময় এই সাফল্যের মুহূর্তটি এসেছিল, এটি একটি অসাধারণ প্রকৌশলগত কৃতিত্ব। রেলমন্ত্রী প্রকল্প দলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেনঃ ''এই চ্যালেঞ্জিং খালের মধ্য দিয়ে মুম্বাই এবং থানেকে সংযুক্ত করে ভারতের প্রথম সমুদ্রতলের সুড়ঙ্গ নির্মাণের এটি একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত। **অর্থনীতিতে বহুগুণ প্রভাব**- বুলেট ট্রেন প্রকল্পটি মুম্বাই এবং আহমেদাবাদের মধ্যে ভ্রমণের সময় মাত্র ২ ঘন্টা ৭ মিনিটে কমিয়ে আনবে। এটি প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলির অর্থনীতিকে সংযুক্ত এবং একীভূত করবে। বিশ্বের প্রথম বুলেট ট্রেন, যা টোকিও, নাগোয়া এবং ওসাকার মতো প্রধান কেন্দ্রগুলিকে সংযুক্ত করে, জাপানের সমগ্র অর্থনীতিতে বহুমুখী প্রভাব ফেলেছে। একইভাবে, এই প্রকল্পটি আনন্দ, আহমেদাবাদ, ভদোদরা, সুরাট, ভাপি এবং মুম্বাইকে একটি একক অর্থনৈতিক করিডোরে একত্রিত করবে। এটি এই করিডোর বরাবর একীভূত বাজার তৈরি করবে এবং শিল্প প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে। এটি জ্ঞান স্থানান্তর এবং অর্থনৈতিক একীকরণকেও সহজতর করবে। উচ্চ উৎপাদনশীলতা এবং ব্যবসায়িক সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক লাভ প্রাথমিক বিনিয়োগকে অনেক বেশি ছাড়িয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে এই প্রকল্পটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে। এই প্রকল্পটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কাঠামোগত ভাড়া সহ একটি আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করবে। **প্রকল্পের অগ্রগতি এবং উদ্ভাবন- মুম্বাই-আহমেদাবাদ এইচএসআর প্রকল্পের একাধিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে** - ৩২০ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট (সেতু) অংশ সম্পন্ন । সকল স্থানে স্টেশন নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। নদী সেতুগুলি পদ্ধতিগতভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে। সবরমতী টানেল সমাপ্তির কাছাকাছি। শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও উল্লেখ করেছেন যে মহারাষ্ট্রে পূর্ববর্তী রাজ্য সরকারের কারণে সৃষ্ট বিলম্ব কাটিয়ে ওঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন**- প্রকল্পটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনকারী অত্যাধুনিক প্রকৌশল উদ্ভাবন প্রদর্শন করে। দুটি বুলেট ট্রেন স্থাপনের জন্য একক টানেল প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ভায়াডাক্ট নির্মাণে ৪০-মিটার গার্ডার স্থাপন উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত সাফল্যের প্রতিনিধিত্ব করে। জাপানি অংশীদাররা দক্ষতা এবং নকশার উৎকর্ষতার জন্য এই প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের প্রশংসা করেছেন। ভারত এই প্রকল্পের মাধ্যমে যথেষ্ট প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করেছে। এটি জাপানি বিশেষজ্ঞদের সাথে ক্রমাগত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে। **সর্বশেষ ট্রেন প্রযুক্তি এবং পরিচালনা পরিকল্পনা** গতকাল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হাই-স্পিড রেল প্রকল্প পর্যালোচনা করার জন্য উপমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাপানি প্রতিনিধিদলের সাথে দেখা করেছেন। উভয় পক্ষই প্রকল্পের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। প্রথম অংশটি ২০২৭ সালের মধ্যে কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারতে সর্বশেষ ই১০ শিনকানসেন (জাপানের পরবর্তী প্রজন্মের বুলেট ট্রেন) চালু করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। জাপান ভারতকে এই উন্নত ট্রেন ব্যবস্থা সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছে। **পরিচালনা কাঠামোঃ প্রাথমিক ফ্রিকোয়েন্সি**- পিক আওয়ারে প্রতি ৩০ মিনিটে **দ্বিতীয় ধাপ**- কার্যক্রম স্থিতিশীল হওয়ার সাথে সাথে প্রতি ২০ মিনিটে **ভবিষ্যতের সম্প্রসারণ**- ক্রমবর্ধমান ট্র্যাফিক চাহিদা মেটাতে প্রতি ১০ মিনিটে **লক্ষ্যমাত্রা**- ২০২৭ সালে সুরাট থেকে বিলিমোরার মধ্যে প্রথম অংশের কার্যক্রম শুরু হবে। বিশ্বমানের কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য একটি বিস্তৃত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও চলছে। লোকো পাইলট এবং রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ বর্তমানে জাপানে চলছে। নিরাপত্তা এবং দক্ষতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার জন্য লোকো পাইলটদের উন্নত সিমুলেটরগুলিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। **চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সিলেন্স**- প্রকল্পটি ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ উন্নত নিউ অস্ট্রিয়ান টানেলিং পদ্ধতি (NATM) ব্যবহার করে। নিরাপদ নির্মাণ নিশ্চিত করার জন্য এতে গ্রাউন্ড সেটেলমেন্ট মার্কার, পাইজোমিটার, ইনক্লিনোমিটার এবং স্ট্রেন গেজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাছাকাছি কাঠামো এবং সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র যাতে বিঘ্নিত না হয় তা নিশ্চিত করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। **কৌশলগত গুরুত্ব**- এই যুগান্তকারী প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিশ্বমানের অবকাঠামো তৈরির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই করিডোরটি ভারত জুড়ে ভবিষ্যতের উচ্চ-গতির রেল নেটওয়ার্কের জন্য একটি মডেল হিসেবে কাজ করবে।

শিশুকে খুন করে ছিনতাই সোনার দুল, যাবজ্জীবন ২ মহিলার

এজাদ আহমেদ, কান্দি, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ চার বছরের শিশুর কানে সোনার দুল। সেই দুলই কাল হল তাঁর। লোভ সামলাতে পারলেন না দুই মহিলা। শুধু চুরি নয়, দুলের লোভে খুন হয়ে গেল চার বছরের নিষ্পাপ শিশু। খুনের ঘটনায় দুই অপরাধীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে আদালত। মুর্শিদাবাদের কান্দির অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক এই সাজা শুনিয়েছেন। আদালতে শুনানির সময় সরকারি আইনজীবী সুনীল চক্রবর্তী জানিয়েছেন, সাজাপ্রাপ্ত ওই দু'জন অপরাধী হলেন, নাসিমা বিবি ও ফাইনুর বিবি। দু'জনেরই বাড়ি খড়গ্রাম থানার দেবগ্রামে। বিচারক তারকনাথ ভকত এই দুই অপরাধীকে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। এই মামলায় ২৩ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন বলে জানা গেছে। শুনানির শেষে আদালত শনিবার দু'জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেয়। আইনজীবী আরও জানিয়েছেন, ২০১৯ সালের ২৬ নভেম্বর ঘটনাটি ঘটে দেবগ্রামে। ওই গ্রামের বাসিন্দা আজিজুল শেখের মেয়ে চার বছরের আরজিলা খাতুনকে পাঠানো হয় বাড়ির পাশের দোকানে। বাড়ির লোকেরা তাঁকে দোকান থেকে কিছু জিনিস কিনতে পাঠায়। সেই সময় ওই শিশুর কানে দুটো সোনার দুল ছিল। এই দু'জন অপরাধী ওই শিশুকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে কানের দুল ছিঁড়ে নেয়। এই ঘটনার কথা বাড়িতে জানিয়ে দেওয়া কথা বলে ওই শিশু। এতেই ভয় পেয়ে যায় দুই অপরাধী। ঘটনার কথা ধামাচাপা দিতেই দু'জন মিলে শ্বাস রোধ করে খুন করে ওই শিশুকে। এরপরে শিশুটির দেহ মাঠের ধারে একটি জঙ্গলে ফেলে দেয় তাঁরা।

পথশ্রী প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায় শুরু হতে চলেছে

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ নতুন রাস্তা তৈরি ও মেরামতির জন্য রাজ্যে পথশ্রী প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায় শুরু হতে চলেছে । মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জেলা প্রশাসনকে এই বিষয়ে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন । বর্ষা বিদায় ও উৎসবের মরশুম শেষ হলেই ফের পথশ্রী প্রকল্পের কাজ শুরু করা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। এই পর্যন্ত তিন দফায় পথশ্রী প্রকল্পে ২২ জেলায় মোট ৩৭ হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মান ও মেরামত করা হয়েছে। এই উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নিতে যেতে চলতি আর্থিক বছরের বাজেটে পথশ্রী প্রকল্পে আরও ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

স্বচ্ছতা অভিযানে বিজেপি, ঝাড়ু হাতে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষে, বিজেপি দেশজুড়ে স্বচ্ছতা অভিযান এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে। শনিবার ফুলবাড়িতে স্বচ্ছতা অভিযান শুরু করেছে বিজেপি। এই দিনে, ডাবগ্রাম -ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি ঝাড়ু হাতে রাস্তায় নেমেছিলেন। বিজেপি কর্মীদের সাথে পূর্ব ধনতলার জয়নগর কলোনি এলাকার একটি মন্দির কমপ্লেক্স স্বচ্ছতা অভিযান চালান বিধায়ক। আশেপাশের রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আবর্জনাও পরিস্কার করেন, জনসাধারণের কাছে স্বচ্ছতার বার্তাও ছড়িয়ে দেন।

ছাত্রী খুনের ঘটনায় ফরেনসিক টিম গ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষকের ভাড়া বাড়িতে ফরেনসিক তদন্ত করল চার সদস্যের প্রতিনিধি দল। সেই সঙ্গে আট দফা দাবি জানিয়ে রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের হাতে দাবি পত্র তুলে দেন আদিবাসীরা। আদিবাসীরা লিখিতভাবে জানতে চেয়েছেন, অভিযুক্ত শিক্ষক মনোজ কুমার পালকে আটক করার তিনদিন পর কেন ছেড়ে দেওয়া হল এবং কারা তাকে ছাড়াতে থানায় পৌঁছেছিল তার ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ্যে আনতে হবে। মৃতদেহের নিখোঁজ অংশ উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিতে হবে। তদন্তে গাফিলতির জন্য পুলিশ অফিসার জুলি সাহাকে সাসপেন্ড কোর্টে হবে। মনোজ কুমার পালের ফাঁসির ব্যবস্থা দ্রুত করতে হবে। সমস্ত ঘটনা জানানো সত্ত্বেও অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় প্রধান শিক্ষককে সাসপেন্ড করতে হবে। মৃত ছাত্রীর পরিবারকে সরকারি চাকরি দিতে হবে। খুনের ঘটনায় বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে হবে। আদিবাসীদের দাবি মেনে নেওয়ায় অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। শনিবার সকাল ১১ টা নাগাদ দুর্গাপুর থেকে চার সদস্যের প্রতিনিধি দল গ্রামে গিয়ে শিক্ষকের ভাড়া বাড়িতে তদন্ত শুরু করে। দুই ঘণ্টা ধরে তদন্ত করার পর তারা চলে যায়। তারা সমস্ত তদন্ত প্রক্রিয়া ভিডিওগ্রাফি করে রাখে। সঙ্গে ছিলেন তদন্তকারী আধিকারিক মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গোবিন্দ সিকদার। তবে এনিয়ে সংবাদ মাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে চায়নি কেউ। ফরেনসিক তদন্তের পর শিক্ষকের ভাড়া বাড়িতে সিসিটিভি লাগানো হয়েছে। ফরেনসিক দলের প্রতিনিধিরা মৃত ছাত্রীর বাড়িতে গিয়েও তদন্ত শুরু করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ১ সেপ্টেম্বর অভিযুক্ত শিক্ষককে কারা থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়? এদিন বাংলা জনজাগরন মঞ্চ নামে একটি প্রতিনিধি দল বারোমেশিয়া গ্রামে গিয়ে ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার না হলে সিবিআই তদন্তের জন্য হুঁশিয়ারি বিজেপি সভানেত্রী অপর্ণা নন্দীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে

অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার না হলে সিবিআই তদন্তের জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবার হুঁশিয়ারি বিজেপি জেলা সভানেত্রীর । ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার না হলে সিবিআই তদন্তের জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবে মৃত যুবকের পরিবারের পাশাপাশি বিজেপি দল শনিবার মৃত সঞ্জয়ের মৃতদেহ বাড়িতে পৌঁছতেই হুঁশিয়ারি রানাঘাট দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভানেত্রী অপর্না নন্দীর। বিজেপির কা

খাবার-দাবার

পাহাড়ি নদী রঙ্গিতের কোলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্ভার একেবারে সাজানো!

পুজো এসে গেল। হুল্লোড়, খাওয়া দাওয়া, আনন্দ, দল বেঁধে প্যান্ডেলে বসে আড্ডা, লাইন ঠেলে সারা রাত ঘোরা! অথচ কেউ কেউ চান নিরিবিলিতে নিছক ছুটি কাটাতে।

হারিয়ে গিয়েই যেন আনন্দ খুঁজে নিতে চান তাঁরা। আপনিও কি সেই দলে? তাহলে এবার পুজোয় আপনার ঠিকানা হয়ে উঠুক জামুনি। নাম শোনেননি? সেই পাহাড় অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।

পাহাড়ি নদী রঙ্গিতের কোলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্ভার একেবারে সাজানো। সেই গ্রামে ভিড় জমাতে চলেছেন বাঙালি পর্যটকদের একটা বড় অংশ, অন্তত সেখানকার হোমস্টের বুকিংয়ের রেকর্ড সে কথাই বলছে। দার্জিলিং শহর থেকে জামুনির দূরত্ব প্রায় ১২ কিলোমিটার। এক ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব! চা বাগান, জঙ্গল, খামার, নার্সারি এবং কমলালেবুর বাগানে ঘেরা নিরিবিলি গ্রাম জামুনি। গ্রামটি দার্জিলিং শহর থেকে বেশ কিছুটা নীচে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঘুরে আসা যায় দক্ষিণ ও পশ্চিম সিকিমের পেলিং, নামচির মতো অনেক পর্যটন কেন্দ্র। জামুনি যেন সিকিমে ঢোকার 'মেন পয়েন্ট'।

জামুনি থেকে সকালে বেরলে দুপুর দুটোর মধ্যে সিকিম থেকে ফিরে আসা যায়। জামুনির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চোখ জুড়িয়ে দেয়। একই সঙ্গে বিলাসিতার আয়োজনও নেহাত কম নেই। আছে একাধিক হোম স্টে। চাইলে পেয়ে যাবেন পাহাড়ের কোলে সুইমিং পুল যুক্ত হোটেলও। হোম স্টের ব্যালকনিতে যদি বসে থাকেন, তাহলে নজর টানবে রঙ্গিত নদীর উপরে সারি দিয়ে পতাকায় সাজানো সেই ঝুলন্ত লোহার সেতু!

জামুনির একদিকে দার্জিলিং অন্যদিকে সিকিম। দুটোকে জুড়েছে ওই লোহার সেতু। পাখিদের কলতান ও পাহাড়ি রঙ্গিত নদীর জলোচ্ছ্বাসের শব্দে হারিয়ে যেতে চাইবে মন। এখানেই শেষ নয়, পাহাড়ের কোলে রয়েছে জামুনি উদ্যান। সেখানে শিবের শ্বেতপাথরের মূর্তি পর্যটকদের মুগ্ধ করে। পাবেন ঝুমচাষের মাঠ। রকমারি পাহাড়ি ফুল। ইচ্ছে হলে সহজে ঘুরে দেখা যায় বিজনবাড়ি, ঝেপি, সিংতাম বালুয়াবাসে অজয় এডওয়ার্ডের তৈরি স্কাইওয়াক। ট্রেনে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন অথবা উড়ানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে ভাড়াগাড়িতে সড়কপথে চারটি রুটে জামুনিতে পৌঁছনো সম্ভব। রুটগুলো হল তিনধারিয়া-কার্শিয়াং রুট, দুধিয়া-মিরিক রুট, রোহিনী রুট ও পাঙ্খাবাড়ি রুট। এছাড়াও শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত সরকারি বাস পরিষেবা রয়েছে।

দার্জিলিং শহরে নেমে ভাড়ার ছোটগাড়িতে জামুনিতে যাতায়াত করা যায়। ওই রুটে পশ্চিম সিকিমগামী প্রচুর গাড়ি দিনভর যাতায়াত করে। জামুনিতে থাকার জায়গা বলতে হোম স্টে। কানট্রি সাইড হোমস্টের কর্ণধার ভূপাল ছেত্রী জানান, পর্যটকরা ওয়েবসাইটে সার্চ করে রুম বুক করছেন। মাথা পিছু এক রাতের ভাড়া ১ হাজার ৮০০ টাকা। এলাকায় চারটি হোম স্টে রয়েছে। অনেক পর্যটক গ্রামে পৌঁছে রুম বুক করে থাকেন।

বর্ষা-বিষাদ কাটিয়ে পুজোর আগেই স্বমহিমায় ফিরছে দার্জিলিং

পুজো মানেই লম্বা ছুটি। কেজো পরিবেশ থেকে রেহাই। আর এই সময় অনেকেরই পায়ের নিচে থাকে সরষে। ভ্রমণ পিপাসু বাঙালির প্রিয় জায়গা অবশ্য দী-পু-দা! এবার পাহাড়প্রেমীদের জন্য সুখবর। দার্জিলিংয়ে এবার থাকছে বিশেষ আকর্ষণ।

বর্ষা-বিষাদ কাটিয়ে পুজোর আগেই স্বমহিমায় ফিরছে দার্জিলিং। ইতিমধ্যেই খুলে দেওয়া হয়েছে পাহাড়ের সমস্ত পর্যটন কেন্দ্র। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস। পর্যটকদের জন্য বিশেষ উসবের আয়োজন করা হয়েছে ওই দিন। জিটিএ-র পর্যটন বিভাগ এবং লামা হাট্টা হোম স্টে অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে একেবারে জাঁকজমক উদযাপন হতে চলেছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে হ্রদ উসব। মূলত লামহাট্টায় হ্রদকে কেন্দ্র করেই হবে এ উসব। থাকবে বোটিংয়ের ব্যবস্থা। এছাড়াও বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্বাদ সেখানে নিতে পারবেন পর্যটকরা। যদি ওই সময় আপনার যাওয়ার পরিকল্পনা থাকে, তাহলে নিশ্চিত ভাবেই বেড়ানোর মজায় যুক্ত হবে নতুন অভিজ্ঞতা।

জিটিএ-র পর্যটন বিভাগের যুগ্ম সচিব দাওয়া শেরপা জানিয়েছেন, এই বছর আমরা পর্যটকদের জন্য বিশ্ব পর্যটন দিবসের দিনে লামা হাট্টায় হ্রদ উসবের আযোজন করেছি। এছাড়াও দার্জিলিং পাহাড়কে আবর্জনামুক্ত পাহাড় হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

সেই কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। সরকারি আধিকারিকের কথায়, বর্তমানে পাহাড়ে আবর্জনা সংগ্রহের কর্মসূচি চলছে। দিনে ১০ কিলোমিটার ট্রায়াল রানও চলবে। লামাহাটাকে এই বছর ' ভিলেজ'-এর মর্যাদা দেওয়া হবে।

প্রতি বছর বর্ষার সময় বন্ধ থাকে পাহাড়ের বিভিন্ন পর্যটনস্থলগুলি। প্রায় তিন মাস বন্ধ থাকে প্যারাগ্লাইডিং, টেস্ট স্ট্যান্ড এবং রাফটিং। কিন্তু বুধবার ফের অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস খুলে দেওয়া হয়েছে পর্যটনদের জন্য। ফলে পুজোয় পর্যটকরা পাহাড়ে আসলে অবশ্যই এই সমস্ত স্পোর্টসের মজাও নিতে পারবেন।

অন্যদিকে জিটিএ কর্তারা জানান, লামাহাটা দার্জিলিং পাহাড়ের সেরা পর্যটন কেন্দ্র। ২০১৪ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটিকে পর্যটকদের জন্য একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে তৈরি এই পর্যটন কেন্দ্রটি লেপচা জগ এবং লামাহাটার অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

পুজোয় বেড়াতে যেতে পারেন দেশের বিভিন্ন শক্তিপীঠে, মন ভালো লাগবে

এবার পুজোয় একান্তে কথাও বেড়াতে যেতে চাইছেন কি? ইচ্ছা হচ্ছে কিন্তু পুজোর সময় আবার

পুজোর আমেজ থেকে বঞ্চিত হবেন এই ভেবে মনকেমনও করছে হয়তো! তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি একটা কাজ করতেই পারেন। যাতে দু'দিকই বজায় থাকবে। বেড়াতে যাওয়াও হবে আর সঙ্গে তীর্থ করাও। তাই পুজোয় বেড়াতে যেতে পারেন দেশের বিভিন্ন এই শক্তিপীঠে।

এই তালিকায় রয়েছে প্রথমেই বৈষ্ণোদেবী মন্দির। ভারতের অন্যতম পবিত্র স্থান হিসাবে বৈষ্ণোদেবী মন্দির পরিচিত। সারা বছর লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী আসেন এখানে। ত্রিকূট পর্বতের মাঝে অবস্থিত এই মন্দিরে গেলে কখনও আপনার মনে হবে না যে আপনি মাতৃশক্তি আরাধনা থেকে দূরে আছেন।দেশের বিভিন্ন শক্তিপীঠগুলির মধ্যে অন্যতম গুয়াহাটির কামাখ্যা মন্দির। সারাবছর এখানে মাতৃশক্তির আরাধনায়, মা কামাখ্যার পুজো দিতে আসেন অগণিত ভক্ত। তাই পুজোয় কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা ভাবার সঙ্গে ভক্তিভরে পুজো দেওয়ার কথা ভাবলে যেতেই পারেন কামাখ্যা

মন্দির।হিমাচল প্রদেশের কাংড়া উপত্যাকায় জোয়ালা দেবী মন্দিরও এক্ষেত্রে হতে পারে আপনার গন্তব্য। এই মন্দিরে কোনও মূর্তি নেই। দেবীকে এখানে পুজো করা হয় জ্বলন্ত শিখার আকারে। তাই এই মন্দিরও হতে পারে এই পুজোয় বেড়াতে যাওয়ার সেরা গন্তব্য। বাংলায় যেমন ধুমধাম করে দুর্গাপুজো হয়, তেমন মুম্বইয়ের গণপতি উৎসব দেখার মতো। জানেন, এই দেশে এমন পাঁচটি জাগ্রত গণেশ মন্দির রয়েছে, যেখানে পুজো দিলে ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন 'রণথম্বোর গণেশ মন্দির দেশের সবথেকে প্রাচীন মন্দিরগুলোর মধ্যে অন্যতম। মনে

করা হয়, রাজস্থানে অবস্থিত এই মন্দিরই সম্ভবত পৃথিবীর সর্বপ্রথম গণেশ মন্দির। যা কিনা ত্রিনেত্র গণেশ মন্দির বলেও পরিচিত। ২৫০ সিঁড়ি পেরিয়ে উঠতে হয় এই মন্দিরে। মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরও অন্যতম জনপ্রিয় মন্দির। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে দর্শনার্থীরা এই মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। বলিউড তারকারাও সিনেমা রিলিজের আগে কিংবা জীবনের কোনও বিশেষ দিন উপলক্ষে সিদ্ধিবিনায়কে পুজো দেন। কথিত আছে, এই মন্দিরে পুজো দিলে মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন গণেশ।তামিলনাড়ুর তিরুবারুর জেলার সিথালাপথি মুক্তিশ্বর মন্দিরও ভীষণ জাগ্রত। এই মন্দির আদি বিনায়ক নামেও পরিচিত। মহারাষ্ট্রের পুণেতে অবস্থিত শ্রীমন্ত দাগদুশেঠ হালওয়াই গণপতি মন্দির। এই মন্দিরে গণপতির মূর্তি মার্বেলের তৈরি। আর সেই মূর্তির দিকে তাকালেই নাকি মনে প্রশান্তি আসে। সিকিমের গণেশ মন্দির ৬,৫০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এই মন্দির স্থানীয় ভাষায় গণেশ টক বলেও পরিচিত। এই মন্দির থেকে দারুণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করা যায়।

পুজোয় পর্যটক টানতে অভিনব আয়োজন গরুমারায়

পুজোয় দূষণমুক্ত গান্তিতে চেপে বন ভ্রমণ। একশৃঙ্গ গন্ডার দর্শন। ইচ্ছে হলে হাতিদের স্নানও করাতে পারবেন আপনি। সঙ্গে বনের পুজোয় আপনিও থাকছেন আমন্ত্রিত অতিথি। থাকছে পুজো, ভোগ, অঞ্জলি আর আদিবাসী মাদলের তালে মন্ডপে পা মেলানোর সুযোগ। সবই থাকছে এবারের গরুমারা জাতীয় উদ্যানের পুজো প্যাকেজে।

খুলে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণী অধ্যুষিত বনাঞ্চল। তার আগেই পর্যটকদের জন্য পসরা সাজিয়ে তৈরি হচ্ছে গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগ। কালীপুর, মেদলা, ধূপঝোড়াকে নিয়ে পর্যটনের পসরা সাজিয়েছে বনদপ্তর। গরুমারা জাতীয় উদ্যানের একদিকে রয়েছে রামশাইয়ের জঙ্গল। এখানে বেড়াতে এলে দেখা মিলবে মোষের গাড়ির। গাড়োয়ানরা এখন ব্যস্ত গাড়ি তৈরিতে। এই গাড়িতে করে আপনি পৌঁছে যেতে পারবেন কালীপুর হয়ে মেদলা ওয়াচ-টাওয়ার। বনপথে দেখা হয়ে যেতে পারে হাতি, গন্ডার, বাইসনদের সঙ্গে। আঠাশটি নিজস্ব পোষা কুনকি

হাতি রয়েছে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের। বন পাহাড়ের পাশাপাশি সাফারিতেও এদের ব্যবহার করা হয়। হাতিদের পিঠে বনভ্রমণ বরাবরই পর্যটকদের কাছে আকর্ষনের। সঙ্গে এই বছর যুক্ত হচ্ছে হাতির স্নান। হাতিদের স্নানঘর পর্যন্ত যেতে পারবেন পর্যটকেরা।

তবে পুজোয় বেড়াতে এসে পুজোর আনন্দ মিস করবেন তা কি হয়! গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের বনাধিকারিক দ্বিজপ্রতীম সেন জানান, গরুমারার বিচাভাঙায় দুর্গা পুজোর আয়োজন করেন বনবাসীরা। সহযোগিতায় থাকে বনদপ্তর। এবারও পুজো হচ্ছে। সেই পুজোয় অংশ নিতে পারবেন পর্যটকেরা। গরুমারার জঙ্গল ঘুরে বেড়ানোর পাশাপাশি ঠাকুর দেখা, পুজো, অঞ্জলি, ভোগের প্রসাদ, এমনকি আদিবাসীদের মাদলের তালে মন্ডপে পা মেলানোর সুযোগ থাকছে পর্যটকদের। সব মিলিয়ে পুজোর এই প্যাকেজ পর্যটকদের কাছে যথেষ্টই আকর্ষণের হয়ে উঠবে বলে মনে করছে বনদপ্তর।

ট্রাম্পের 'ভিসা বোমা'য় ধাক্কা খাবে কোন কোন ভারতীয় সংস্থা?

ওয়াশিংটন, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ আবার ট্রাম্পের নিশানায় অভিবাসীরা। এবার নজরে H1B ভিসা। শুক্রবার একধাক্কায় এই ভিসার দাম ১ লক্ষ ডলার (প্রায় ৮৮ লক্ষ টাকা) করে দেন ট্রাম্প। এই ভিসার ধাক্কায় যেমন মার খাবে বহু ভারতিয়র 'মার্কিন স্বপ্ন', তেমনই চাপে পড়বে বড় বহুজাতিক সংস্থাগুলি। কম টাকায় ভারত থেকে কর্মীদের আমেরিকায় পাঠিয়ে মুনাফা বাড়ানোর চেষ্টা মার খাবে টিসিএস, ইনফোসিস, উইপ্রোর মত ভারতীয় সংস্থা। পাশপাহশি চাপ বাড়বে অ্যামাজন এবং মাইক্রোসফটের মত সংস্থার উপরেও।

২০২৫ সালে যত ভিসা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভিসা পেয়েছে টিসিএস-এর কর্মীরা। টিসিএস-এর প্রায় পাঁচ হাজার কর্মী এই ভিসা পেয়েছেন। তালিকায় প্রথমে রয়েছে অ্যামাজন। আমেরিকার অভিবাসন দপ্তর জানিয়েছে, ২০২৫ সালের জুন মাসের তথ্য অনুযায়ী অ্যামাজনের ১০ হাজার ৪৪ জন কর্মী এই ভিসা ব্যবহার করছেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা টিসিএস-এর ৫ হাজার ৫০৫ জন কর্মী এই ভিসা পেয়েছেন।

অন্যান্য যে সংস্থা এই ভিসার সবথেকে বেশি ব্যবহার করছে তার মধ্যে রয়েছে মাইক্রোসফট (৫১৮৯ জন), মেটা (৫১২৩ জন), অ্যাপল (৪২০২ জন), গুগল (৪১৮১ জন), ডেলয়েট (২৩৫৩ জন), ইনফোসিস (২০০৪ জন), উইপ্রো (১৫২৩ জন) এবং টেক মাহিন্দ্রা আমেরিকাস (৯৫১ জন)। যদিও এখনও পর্যন্ত আমাজন, অ্যাপল, গুগল, মেটার মতো শীর্ষস্থানীয় মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থাগুলির কেউই প্রকাশ্যে এই নিয়ে কোনও মন্তব্যই করেননি।

জুলাই মাসে মার্কিন অভিবাসন দপ্তর জানায়, ২০২৬ অর্থবর্ষের জন্য যে পরিমাণ আবেদন জমা পড়েছে তাতে খুব সহজেই H1B ভিসার ৬৫ হাজারের কোটা এবং মাস্টার্স ক্যাপের ২০ হাজার ভিসার কোটা সহজেই পূরণ হবে। ট্রাম্প জানিয়েছেন, ২০০০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে আমেরিকায় আসা বিদেশী STEM (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং গণিত) কর্মীর সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। আগে এই সংখ্যা ছিল ১.২ মিলিয়ন, যা এখন হয়েছে ২.৫ মিলিয়ন। যদিও, এই শাখায় সামগ্রিক কর্মসংস্থান মাত্র ৪৪.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, কম্পিউটার এবং গণিত সংক্রান্ত পেশায় বিদেশী কর্মী ২০০০ সালে ছিল ১৭.৭ শতাংশ, যা বেড়ে ২০১৯ সালে হয়েছে ২৬.১ শতাংশ। ট্রাম্পের দাবি H-1B ভিসার অপব্যবহারই এত পরিমাণ বিদেশি কর্মীর আমেরিকায় আসতে পারার কারণ। প্রেসিডেন্টের দাবি, তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাগুলি H-1B সিস্টেমের ' করায় কম্পিউটার-সংক্রান্ত চাকরির ক্ষেত্রে আমেরিকান কর্মীদের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করছে। ট্রাম্পের এই নতুন নিয়মে পেশাদারি ভিসার খরচ এভাবে অনেকখানি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় আমেরিকায় কাজ করতে ইচ্ছুক ভারতীয়দের পাশাপাশি মার্কিন সংস্থাগুলির কপালেও চিন্তার ভাঁজ পড়বে।

রাঁচির ইরবায় এক রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ড

রাঁচি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে একটি রাসায়নিক কারখানায় অগ্নিকান্ডের ঘটনায় এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে , রাঁচির ওরমাঞ্জি থানার অন্তর্গত ইরবায় অবস্থিত এই রাসায়নিক কারখানা থেকে শুক্রবার সকালে ধোঁয়া উঠতে দেখে বেশ কিছু পথচারী। কিছুক্ষণ পরেই ঘটে বিস্ফোরণ। হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দে এবং দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয়দের মধ্যে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকলবাহিনীর বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন । আগুন লাগার ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর না থাকলেও কারখানার সামগ্রী যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। দমদম বাহিনীর প্রাথমিকভাবে মনে করছেন , শর্ট সার্কিটের কারণেই এই অগ্নিকান্ড। তবে এর পিছনে অন্য কারণ রয়েছে কিনা , তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মির্জাপুরে ৫ লক্ষ টাকার ঋণের প্রতিশ্রুতি, দিয়ে প্রতারণার অভিযোগ

মির্জাপুর , ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ এবার প্রতারণার ঘটনা দেখা গেল উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরে। ঘটনাটি ঘটে চিল থানার অন্তর্গত মাওয়াহয়া গ্রামের বাসিন্দা সন্দীপ কুমার যাদবের সঙ্গে। শুক্রবার তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ , বুধবার রাতে তাঁর কাছে একটি অজানা নম্বর থেকে ফোন আসে। ফোনের ওপারে থাকা ব্যক্তিটি নিজেকে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কর্মচারী বলে পরিচয় দেয়। এরপর ৫ লক্ষ টাকার ঋণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর আধার কার্ড , প্যান কার্ড ও ব্যাঙ্কের পাসবুকের ছবি চায়। অভিযোগকারী ওই ব্যক্তিটির হোয়াটস্যাপ নম্বরে যাবতীয় নথি পাঠায়। নানান অজুহাতে প্রতারকেরা তাঁর থেকে ধাপে ধাপে মোট ৮২,৬৮১ হাজার টাকা আদায় করে। টাকা হস্তান্তরের পরেও কাঙ্খিত ঋণ না পাওয়ায় সন্দীপ কুমার যাদব পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মসনদে বসে দুর্নীতিমুক্ত নেপাল গড়ার বার্তা সুশীলার

২০ সেপ্টেম্র ঃ এই আন্দোলন বিভিন্ন ক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্মের অসন্তোষের প্রতিফলন ঘটায়। তাঁদের আশা, আকাঙ্খা কোনও কিছুই পূরণ হচ্ছিল না। মসনদে বসে দুর্নীতিমুক্ত নেপাল গড়ার বার্তা দিলেন অন্তবর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কারকি। নেপালের জাতীয় দিবস উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন সুশীলা। তিনি বলেন, আমাদের সংবিধানে সুশাসন এবং সমৃদ্ধি প্রদানের চেতনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এতদিন সেগুলি পূরণ হয়নি। তাই জন্যই এত বিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছে। এই সত্যিটা আমাদের মেনে নিতে হবে। নেপালের বুকে সাম্প্রতিক এই আন্দোলন তরুণ প্রজন্মের অসন্তোষের প্রতিফলন ঘটায়। এতদিন তাঁদের আশা-আকাঙ্খা কোনও কিছুকেই মান্যতা দেওয়া হয়নি।

প্রসঙ্গত, ৫ হাজার যুব আঃেদালনকারী একটি ভারচুয়াল বৈঠক করে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসাবে কারকির নাম প্রস্তাব করে। জানা যায়, তরুণ প্রজন্ম কারকির কাছে প্রস্তাব নিয়ে গেল তিনি সমর্থনের জন্য কমপক্ষে ১,০০০ লিখিত স্বাক্ষর চেয়েছিলেন। যদিও তাঁকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসাবে সমর্থন করে ২,৫০০-রও বেশি স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়। এরপর নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী পদে বসার জন্য সেনাপ্রধান জেনারেল অশোক রাজ সিগদেল ও প্রেসিডেন্ট রাম চন্দ্র পৌডেলেরও অনুমোদন পেয়ে যান কারকি। এখন নেপালের জেন জির প্রত্যাশা তিনি কতখানি পূরণ করতে পারবেন সেটাই এখন দেখার।

লন্ডন-সহ ইউরোপের একাধিক বিমানবনন্দরে একযোগে সাইবার হামলা!

২০ সেপ্টেম্বর ঃ একযোগে সাইবার হামলা ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরগুলিতে। শনিবার এই ঘটনার জেরে উড়ান পরিষেবা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লন্ডনের হিথ্রো, ব্রাসেলস ও বার্লিন বিমানবনন্দর। সাইবার হামলায় বিমানবন্দরের চেক-ইন ও বোর্ডিং সিস্টেম পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে চলছে এই প্রক্রিয়া। যার ফলে সমস্যা গুরুতর আকার নিয়েছে।

হিথরো বিমানবন্দরের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, সাইবার হামলার জেরে ভীষণরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পরিষেবা। যার জেরে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে চলছে বিমানগুলি। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চেক-ইন ও বোর্ডিং বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি গুরুতর আকার নিয়েছে। কোনও কোনও বিমান নির্ধারিত সময়ের থেকে দেরিতে চলার আশঙ্কাও করা হচ্ছে। এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির দায়িত্বে থাকা সংস্থা কলিন্স অ্যারোস্পেস জানিয়েছে, সাইবার হামলার পর সমস্যা সমাধানের কাজ জোরকদমে শুরু হয়েছে। যদিও তা পুরোপুরি ঠিক হতে অনেকটা সময় লাগবে। কোন বিমান কখন চলছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে বিমান সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে।

তবে গুরুতর এই অবস্থার মাঝেও জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বা জুরিখ বিমানবন্দরের পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ইউরোপের সম্মিলিত বিমান চলাচল নিরাপত্তা সংস্থা ইউরো কন্ট্রোল জানিয়েছে, এই ঘটনার জেরে বিমান সংস্থাগুলোকে স্থানীয় সময় শনিবার ভোর ৪টা থেকে রবিবার রাত ২টোর মধ্যে বিমানবন্দরে তাদের অর্ধেক ফ্লাইট সময়সূচী বাতিল করতে বলা হয়েছে। ইউরোপের মাটিতে এহেন সাইবার হামলায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বেড়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে এত বড় সাইবার হামলা কবে ঘটেছে তা মনে করতে পারছেন না কর্তৃপক্ষ। উদ্বিগ্ন প্রশাসন। কারা এই হামলার সঙ্গে জড়িত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুরু হয়েছে তদন্ত।

বিদেশী বিতাড়ন ইস্যুতে ১৩ অক্টোবর বনধ ডাকল ত্রিপুরা নাগরিক সমাজ

আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী ১৩ অক্টোবর ১২ ঘণ্টার বনধের ডাক দিল ত্রিপুরার নাগরিক সমাজ। শনিবার আগরতলায় এমএলএ হোস্টেলের কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা জানান তিপ্রা মথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবক অসিত দাস, সুরেন দেববর্মা, হরিধন রিয়াং, হীরালাল দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা আরও জানান ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ উপেক্ষা করে রাজ্যে অবৈধ বিদেশী অভিবাসীদের সনাক্ত করার জন্য কোনও উদ্যোগ নেয়নি। সবচেয়ে আশ্চর্যজনকভাবে, ত্রিপুরায় অবৈধ অভিবাসীদের সনাক্ত এবং বহিস্কারের জন্য কোনও প্রশাসনিক অভিযান শুরু হয়নি। তিনি আরও বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ত্রিপুরা সরকারের প্রধান সচিবকে (স্বরাষ্ট্র) অবৈধ অভিবাসীদের সনাক্ত এবং বহিস্কারের জন্য অভিযান শুরু করতে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য অসম সরকার ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশাবলী কঠোরভাবে অনুসরণ করেছে এবং অসম থেকে বিপুল সংখ্যক অবৈধ অভিবাসী সনাক্ত করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রঞ্জিত দেববর্মা আরও বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধন আইন তথা সিএএ ত্রিপুরা ট্রাইব্যাল এরিয়া অটনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর এক্তিয়ারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই অবস্থান থাকা সত্ত্বেও, আশ্চর্যজনকভাবে উত্তর-পূর্বের রাজ্য অসম সহ ভারতের প্রায় সকল রাজ্য সরকার তাদের নিজ নিজ রাজ্যে ডিটেনশন ক্যাম্প নির্মাণ করেছে। ত্রিপুরায় অবৈধ অভিবাসীরা কোনও বাধা ছাড়াই অবাধে চলাচল করছে।তিনি জানান, ভারত সরকার বিএসএফ এবং আসাম রাইফেলসের অফিসার এবং কর্মীদের নিয়ে বিশেষ টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) গঠনের জন্য বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য সরকার কেবলমাত্র একজন অফিসার-ইন-চার্জ এবং একজন ডেপুটি এসপি-র নাম নিয়ে বিশেষ টাস্ক ফোর্স-এর একটি দল গঠন করেছে। কোনও হেড কোয়ার্টার নেই, কোনও মোবাইল সিম কার্ড নেই, কোনও গাইড রুল নেই, কোনও কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা এবং কর্মী স্পেশাল টাস্ক ফোর্স-এর দলে অন্তর্ভুক্ত নেই। সংক্ষেপে, এটি ছিল ত্রিপুরার জনগণের চোখ ধোলাই করার একটি প্রচেষ্টা। রঞ্জিত দেববর্মা বলেন, বাংলাদেশ এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে ত্রিপুরায় বিদেশীদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ চলছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এই ধরনের অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য ইনার লাইন পারমিট একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। দীর্ঘদিনের বৈধ দাবি উপেক্ষা করে ত্রিপুরা রাজ্যে এই ইনার লাইন পারমিট এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

জলি এলএলবি ৩ প্রথম দিন বক্স অফিসে ১২.৫০ কোটি টাকা আয়

মুম্বই ,২০ সেপ্টেম্বর ঃ প্রায় আট বছর পর ফের বড়পর্দায় ফিরল জনপ্রিয় কোর্টরুম ড্রামা ফ্র্যাঞ্চাইজি 'জলি এলএলবি'। পরিচালক সুভাষ কাপুরের হাত ধরে মুক্তি পেল তৃতীয় পর্ব ' এলএলবি ৩', যেখানে একসঙ্গে মুখোমুখি হয়েছেন অক্ষয় কুমার ও আরশাদ ওয়ারসি। সিনেমা হলে মুক্তির প্রথম দিনেই ছবিটি ভালো ব্যবসা করেছে। শনিবার স্যাকনিল্ক-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ছবির আয় দাঁড়িয়েছে ১২.৫০ কোটি টাকায়। ফলে ২০২৫ সালের বেশ কিছু বড় মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিকে ছাপিয়ে গেছে 'জলি এলএলবি ৩'। এই তালিকায় রয়েছে 'মহাবতার নরসিংহ', ' 'মিরাই চ্যাপ্টার ২', 'জাট ' জামিন পার ' ও 'ভুল চুক মাফ'-এর মতো ছবি।

প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে প্রথম ' এলএলবি'-তে মুখ্য চরিত্রে ছিলেন আরশাদ ওয়ারসি। এরপর অক্ষয় কুমারকে নিয়ে 'জলি এলএলবি ২' হয়েছিল বক্স অফিস হিট। এবার ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় ছবিতে দুই জলি একসঙ্গে আদালতে লড়াই করতে দেখা যাচ্ছে। ছবিটি মুক্তির পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে প্রবল সা

মহাসপ্তমীর কলাবউ-ই আসল 'দুর্গা'! কৃষিসভ্যতার উদ্‌যাপনেই লুকিয়ে দুর্গারহস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ এসে গেল পুজো । আর ক'দিন পরেই ষষ্ঠী-সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী-- চারদিনের আনন্দ উদ্‌যাপন। তারপর দশমীর বিষাদ। পুজোর প্রতিটি

দিনেই থাকে কিছু বিশেষ উদ্‌যাপন। যেমন, ষষ্ঠীতে বোধন, সপ্তমী মানেই নবপত্রিকা স্নান। অষ্টমীতে সন্ধিপুজো। এর মধ্যে নবপত্রিকা খুবই স্পেশাল। একটু ভেবে দেখলেই দুর্গাপুজোর এই একটি বিষয়ই পুজোর আচারে সম্ভবত সবচেয়ে খাপছাড়া দেখায়। দুর্গা স্বয়ং এক দেবীর আরাধনা, সেখানে আর এক দেবীর পুজো-- নবপত্রিকাকে দেবী হিসেবে কল্পনা করা হয়। শুধু তাই নয়, নবপত্রিকাকে চলতিতে বলা হয় 'কলাবউ' । তাঁকে গণেশের বউ মনে করা হয়। গণেশমূর্তির পাশেই রাখা হয় তাঁকে। **দুর্গাসপ্তমীর ভোর এবং কলাবউ** ঃ দুর্গাসপ্তমীর ভোরে গঙ্গাতীরে বা অন্য কোনও নদীঘাটে বা জলাশয়ে নবপত্রিকা স্নান বা কলাবউ স্নান করানো হয়। এটি দুর্গাপুজোর অপরিহার্য অঙ্গ। আপাতদৃষ্টিতে যেন একটি কলাগাছ কাঁধে করে স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হয়। কলাবউকে সাধারণত গণেশের বউ বলা হয়। তা নয়। কলাবউ দুর্গারই এক রূপ, সেই হিসেবে কলাবউ গণেশের মাতৃস্থানীয়া। **ন'টি উদ্ভিদের গুচ্ছ** ঃ কলাবউ আসলে ন'টি উদ্ভিদের এক গুচ্ছ। এতে থাকে-- কলাগাছ, কচু বা কালকচু গাছ, হলুদ গাছ, জয়ন্তী গাছ, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচুগাছ, ধানগাছ। এই ন'টি উদ্ভিদ শ্বেত অপরাজিতা লতা ও লাল সুতো দিয়ে বাঁধা থাকে। **নয় দেবী** প্রতিটি উদ্ভিদই বিভিন্ন দেবীর প্রতীকঃ **কলা গাছ**- কদলী বা রম্ভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন ব্রহ্মাণী। **কচু গাছ**- কচু গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন কালিকা। **হলুদ গাছ**- হরিদ্রা বা হলুদ গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন উমা। **জয়ন্তী গাছ**- জয়ন্তী গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন কার্তিকী। **বেল গাছ**- বিল্ব বা বেল গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন শিবা। **ডালিম গাছ**- দাড়িম্ব বা ডালিম গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন রক্তদন্তিকা। **অশোক গাছ**- অশোক গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন শোকরহিতা। **মান গাছ**- মান গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন চামুণ্ডা। **ধান গাছ**- ধান গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন লক্ষ্মী। কৃষিসভ্যতার উদ্‌যাপন বলা হয়, দুর্গাপুজোর সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া এই আচারে আসলে বাংলার কৃষিসভ্যতার নীরব উদ্‌যাপন। এই সময়ে যে নতুন ফসল ওঠে, সেই ফসলেই সারা বছর ধরে সাধারণ মানুষ তাদের ক্ষুণ্নিবৃত্তি করে। শস্যই সম্পদ। তাই বাংলার সাধারণ কৃষিজীবী মানুষ উদ্ভিদকেই পুজো করেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিংশ অধ্যায়ের ৪৮ নম্বর শ্লোকে আছে-- ''পুরগ্রামেষ্বগ্রয়ণৈরেন্দ্রিয়ৈশ্চ মহোসবৈঃ। বভৌ ভূঃ পক্কশস্যাঢ্যা কলাভ্যাং নিতরাং হরে ঃ।।'' এর অর্থ-- শরৎ এলে নগরে গ্রামে উৎসব শুরু হয়ে যায়। দু'রকমের উৎসব-- নবান্ন ভোজনের জন্য বৈদিক যাগযজ্ঞ এবং সঙ্গে কিছু লৌকিক উৎসব। এই শ্লোকের উল্লেখ এখানে একটাই কারণে। তা হল, ওই 'পক্কশস্যাঢ্যা ভূঃ' যেখানে শরতে পক্কশস্যপূর্ণ ধরিত্রীর কথা বলা আছে। অর্থাৎ, বোঝা যাচ্ছে, শরতে শস্যপূর্ণ বসুন্ধরার ঐতিহ্য আজকের নয়। আর উদ্ভিদের মাধ্যমে শস্যস্নাত শরৎ ঋতুকে পুজো করার ঐতিহ্যও অতি প্রাচীন। স্বয়ং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর দুর্গাপুজোর সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া নবপত্রিকার ব্যাখ্যায় এই তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। **শ্রী ও লাবণ্য** ঃ ফলত, ঢাক বাজিয়ে নবপত্রিকা বা কলাবউ স্নান কিংবা দুর্গাপুজোর চারদিন ধরে গণেশমূর্তির পাশে তাঁকে রেখে পুজো করার মধ্যে দিয়ে আসলে ধরিত্রীমাতার আদিতম প্রাণের স্ফুরণের প্রতিই শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শুধু শ্রদ্ধা নয়, এর মধ্যে প্রার্থনাও থাকে। শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে প্রার্থনা-- যেন প্রতি বছরই বিপুল শস্য উৎপাদিত হয়, তাঁদের দু ঃখ-দুর্দশা কমে, সংসারে শ্রী ও লাবণ্য বিরাজ করে। পুরাকালে বসন্তে দুর্গাপুজো হত। সেই বাসন্তী দুর্গার আরাধনার সঙ্গে এই উদ্ভিদপুজোর কোনও যোগ ছিল না। কিন্তু রামচন্দ্রের অকালবোধনে যেদিন থেকে শরতের সময়ে দুর্গাপুজো শুরু হল, তখন থেকেই আবহমান কাল থেকে চলে আসা উদ্ভিদপুজোও এই দুর্গাপুজোর সঙ্গে জুড়ে গেল। আর দুর্গাসপ্তমীর অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল আজকের 'কলাবউ'। **পুজো নির্ঘণ্ট, ২০২৫** ঃ এবার কবে থেকে পুজো শুরু, কোন তিথি কতক্ষণ থাকছে, কখন অষ্টমীর অঞ্জলি, কখন সন্ধিপুজো ইত্যাদিঃ ১০ আশ্বিন (১৪৩২ বঙ্গাব্দ) ২৭ সেপ্টেম্বর (২০২৫ সাল) শনিবার পঞ্চমী। সকাল ৮টা ৪৯ পর্যন্ত। সন্ধ্যায় শারদীয়া দুর্গাদেবীর বোধন। ২৮ সেপ্টেম্বর রবিবার ষষ্ঠী। সকাল ১০টা ৪৩ মিনিট পর্যন্ত ষষ্ঠী। ফলে, এরই মধ্যে ষষ্ঠীবিহিত পূজা সমাপন করে ফেলতে হবে। সায়ংকালে দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস। ২৯ সেপ্টেম্বর সোমবার বেলা ১২টা ২৮ পর্যন্ত সপ্তমী। এদিনই দেবীর নবপত্রিকা। ৩০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার মহাষ্টমী। এদিনই মহাষ্টমীর ব্রতোপবাস। বেলা ১টা ৪৫ পর্যন্ত অষ্টমী। মহাষ্টমীর দিনই সন্ধিপূজা। বেলা ১টা ২১ গতে সন্ধিপূজা আরম্ভ, ২টো ০৯ মধ্যে সমাপন। ১টা ৪৫ গতে বলিদান। ১ অক্টোবর বুধবার মহানবমী। বেলা ২টো ৩৬ মিনিট পর্যন্ত নবমী। তবে, কালবেলানুরোধে সকাল ৮টা ২৯ মিনিট মধ্যে মহানবমীবিহিত পুজো। ২ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার (যেদিনটি আবার গান্ধীজয়ন্তীও) বিজয়া দশমী। এদিন বেলা ২টো ৫৬ পর্যন্ত দশমী তিথি। দুর্গাদেবীর দশমীবিহিত পুজো সমাপনান্তে বিসর্জন প্রশস্ত। দেবীর গজে আগমন। ফল শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। দেবীর দোলায় গমন। ফল-- মড়ক।

প্রথা মেনে দুর্গাপুজোর সপ্তমীর দিন চালান হয় শূন্যে পাঁচ রাউন্ডগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ প্রথা মেনে দুর্গাপুজোর সপ্তমীর দিন চালান হয় শূন্যে পাঁচ রাউন্ডগুলি। এমনই পূর্ব পুরুষদের প্রথা মেনে প্রায় একচল্লিশ বছর ধরে দুর্গাপুজোর সূচনা করে আসছেন মালদার রায় জমিদার বাড়ির এই উত্তরসূরী। মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী তিলাসন সিঙ্গাবাদ এলাকায় রয়েছে রায় জমিদার বাড়ি। প্রথা অটুট থাকলেও বর্তমানে নেই সেই জমিদারি রাজ। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে এই জমিদারি স্টেটের সিংহভাগ অংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশে পড়লেও আজও ভারতীয় ভূখণ্ডে সীমান্তের কাঁটাতার থেকে ৫০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত এই বিশাল রায় জমিদার বাড়িতে হয়ে আসে ধুমধাম সহকারে দুর্গাপুজো। ভোগের আয়োজনের আগে রীতিমত নেমন্তন্ন কার্ড ছাপিয়ে আমন্ত্রিত করা হয় সকলকে। জমিদার বাড়ির উত্তরসূরী রাকেশ কুমার রায় জানান, এই জমিদার বাড়ির পুজো বর্তমানে ২২৫ বছরে পদার্পণ করেছে। তাদের পূর্বপুরুষ অবোধ নারায়ণ রায় সর্বপ্রথমে ব্যবসার ক্ষেত্রে এখানে এসেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে তৎকালীন প্রায় তিন হাজার টাকায় জমিদারীত্ব ক্রয় করেন। পরবর্তীতে তার জমিদারী এলাকার

ব্যবসা মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তিনজন সাধুর পরামর্শে দেবী দুর্গার আরাধনা শুরু করেন। সেই থেকে ২২৫ বছর ধরে এই পুজো হয়ে আসছে। শুধু তাই নয় পূর্বপুরুষদের নিয়মনিষ্ঠা মেনে দূর্গা পুজার আয়োজন হয় এই রায় জমিদার বাড়িতে। সপ্তমীর দিন পুনর্ভবা নদী থেকে জল ভরে পুজোর সূচনা হয়। সেই সময় শূন্যে ফায়ার করা হয় পাঁচ রাউন্ড গুলি। মূলতঃ এখনও এই পুজো উপলক্ষ্যে চারদিন থাকে পাত পেড়ে খাওয়ার ব্যবস্থা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সীমান্তবর্তী গ্রামে এই পুজোতে অংশগ্রহণ করতে আসেন বহু মানুষজন। এই বছরও পুজো উপলক্ষ্যে চলছে প্রস্তুতি। সেজে উঠছে জমিদার বাড়ি। চলছে প্রতিমা তৈরীর কাজ। প্রতীক্ষার আর কিছু দিন। অপেক্ষায় তিলাসন এলাকার বাসিন্দারা।

তফসিলি জনজাতি তকমা চেয়ে ঝাড়খণ্ডে ট্রেন রুখল কুড়মিরা, ধানবাদের চন্দ্রপুরা স্টেশনে রেল অবরোধ

মলয় দত্ত, পুরুলিয়া, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ তফসিলি জনজাতি তকমা চেয়ে ঝাড়খণ্ডে ট্রেন রুখল কুড়মিরা। শনিবার সকাল থেকে ধানবাদের চন্দ্রপুরা স্টেশনে রেল অবরোধ করছেন তাঁরা। বাতিল করা হয়েছে ট্রেন। ঘুরপথে চলছে হাওড়া- রাঁচি শতাব্দী এক্সপ্রেস। সময় পরিবর্তন করা হয়েছে একটি ট্রেনের। কুড়মিদের অসাংবিধানিক ও বেআইনি অনির্দিষ্টকালীন রেল ও সড়ক অবরোধ রুখতে তৎপর বাংলা ও রেল পুলিশ। বাংলার কোনও স্টেশনে রেল আটকাতে পারেননি তাঁরা। বিক্ষোভ- অবরোধের কারণে বেশ কিছু ট্রেনের যাত্রা পথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করার কথা ঘোষণা করেছে রেল। রেল তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে পূর্ব মধ্য রেলওয়েতে ধানবাদ ডিভিশনের বিভিন্ন স্থানে ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী কুর্মি সমাজের বিক্ষোভের কারণে কয়েকটি ট্রেন যাত্রাপথ পরিবর্তন করা হয়েছে। ১২০১৯ হাওড়া- রাঁচি শতাব্দী এক্সপ্রেসের পথ পরিবর্তন করা হয়েছে। আসানসোল- জয়চণ্ডী পাহাড়- রাঁচি হয়ে চলবে। ২২৩০৩ হাওড়া-গয়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস আসানসোল-ঝাঝা-কিউল-গয়া হয়ে ডাইভার্ট করা হয়েছে। ০৯৪৩৮ শিয়ালদহ-গান্ধীধাম এক্সপ্রেস বিশেষ আসানসোল- ঝাঝা- কিউল- গয়া হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবকটি ট্রেনই এদিন, শনিবার যাত্রা শুরু করেছে বা করবে। অন্যদিকে এখন পর্যন্ত তিনটি ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। ১৩৫৫৩ আসানসোল-বারানসী এক্সপ্রেসের যাত্রা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। ১৩৩১৯ দুমকা - রাঁচি এক্সপ্রেস বরাকরে যাত্রা শেষ করবে। ১৩৫০৩ বর্ধমান - হাতিয়া মেমু এক্সপ্রেসেরও যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ডে অবরোধ করা হলেও সকাল সাড়ে ৬ টা পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে জঙ্গলমহলের চারজেলা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরে রেল চলাচল স্বাভাবিক ছিল। জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক এমনকী গ্রামীণ পথেও কোন অবরোধের খবর আসেনি। রাত থেকেই বিভিন্ন স্টেশন ও সড়কে রেল ও রাজ্য পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। পুরুলিয়া এক্সপ্রেস নির্দিষ্ট সময়ে পুরুলিয়া স্টেশন থেকে রওনা দিয়েছে। ঝালদা স্টেশন থেকে নির্দিষ্ট সময়ে পাড় হয় রাঁচি- হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। আদালতের রায় অনুযায়ী কুড়মিদের এই আন্দোলন অসাংবিধানিক। তা রুখতে তৎপর বাংলা প্রশাসন।

রেডিও কোচবিহারের পক্ষ থেকে মহালয়ার দিন বিশেষ প্রভাতী অনুষ্ঠান সকাল সাতটা থেকে পরিবেশিত হবে

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ রেডিও কোচবিহারের পক্ষ থেকে মহালয়ার দিন বিশেষ প্রভাতী অনুষ্ঠান সকাল সাতটা থেকে পরিবেশিত হবে। চলবে সকাল দশটা পর্যন্ত। দশটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত রেডিও কোচবিহারের সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠান চলবে। মহালয়ার দিন সকালে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গলায় মহিষাসুরমর্দিনী রেডিও কোচবিহারের শ্রোতারা শুনতে পারবেন। সকাল সাড়ে আটটা থেকে সকাল ১০ঃ০০ টা পর্যন্ত স্থানীয় শিল্পী ও শিশু শিল্পী দ্বারা আগমনীর অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। রেডিও কোচবিহারের ৮৯.৬ প্রচার তরঙ্গে ওইদিন বিশেষ অনুষ্ঠান সকাল সাতটা থেকে শ্রোতারা শুনতে পারবেন। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা

বিশ্ববিদ্যালয়েররেজিস্টার (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত) অধ্যাপক মাধব চন্দ্র অধিকারী বলেন, প্রতিবছরের মতোই বছরও রেডিও কোচবিহারে মহালয়ার দিন সকাল ৭ টা থেকে বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। চলবে সকাল ১০ টা পর্যন্ত। দশটা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত রেডিও কোচবিহারের নির্ধারিত অনুষ্ঠান গুলো পর্যায়ক্রমে সম্প্রচারিত হবে। ২০২২ সালের ৩০ মে পথচলা শুরু করে রেডিও কোচবিহার। রাজ শহরের নিজস্ব বেতার হিসেবে রেডিও কোচবিহার কোচবিহারবাসীর কাছে প্রিয় বেতার হয়ে উঠেছে। সাড়ে পাঁচ লক্ষেরও বেশি শ্রোতা রয়েছে রেডিও কোচবিহারের। বিনোদনের পাশাপাশি সচেতনতামূলক নানা ধরনের অনুষ্ঠান এই রেডিও স্টেশন থেকে সম্প্রচারিত হচ্ছে। আগামী দিনে এই রেডিও কোচবিহারের সম্প্রচারের সময় কিছুটা বর্ধিত করা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার মাধব চন্দ্র অধিকারী জানান। এদিকে রেডিও স্টেশনে মহালয়ার অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে জোড় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

অপমানে আত্মঘাতী নাবালিকা, অভিযুক্ত প্রেমিক ও কাকা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে গোপনছবি ক্যামেরা বন্দি! পরে তা ভাইরাল করে দেওয়ার অভিযোগ প্রেমিক ও তার কাকার বিরুদ্ধে। বিষয়টি জানাজানি হতেই অপমানে, লজ্জায় 'আত্মঘাতী দশম শ্রেণির ছাত্রীর। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির গড়ালবাড়ি এলাকায়। অভিযুক্ত প্রেমিক ও তার কাককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পাশের গ্রামের একাদশ শ্রেণির ছাত্রের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয় নাবালিকার। সেই সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে নাবালিকার গোপনাঙ্গের ছবি তোলে ছাত্র। অভিযোগ, সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করে দেয় সে। আরও অভিযোগ এই কুর্কমে সাহায্য করেছে ছাত্রের কাকা। জানাজানি হতেই শুক্রবার বিকেলে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে নাবালিকার। পরিবারের দাবি, অপমানে আত্মঘাতী হয়েছে ছাত্রী। নাবালিকার দেহ উদ্ধার পর ওই প্রেমিক ও তার কাকার বিরুদ্ধে কোতেয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে মৃত নাবালিকার পরিবার। অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্ত ছাত্র ও তার কাকাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাদের আজ শনিবার আদালতে পেশ করা হবে। অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছে মৃতার পরিবার ও স্থানীয়রা। এদিকে মৃতার দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্তে পুলিশ।

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু দাদা ও ভাইয়ের, শোকস্তব্ধ পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ নারকেল বিক্রি করে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল দাদা ও ভাইয়ের। শুক্রবার রাত্রে দক্ষিন দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার গোচিহার ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ঘটনা। ঘটনার পরেই এলাকায় স্থানীয়দের ভিড় জমে যায়। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। নিহতদের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মৃত দুই ভাইয়ের নাম মৃণাল মিঞা (২৫) ও মহাসিন মিঞা (২৮)। তাদের বাড়ি গঙ্গারামপুর থানার গোচিহার এলাকায়। জানা গেছে, ওই দুই ভাই সারাদিন ডাব বিক্রি করে রাতে বাড়ি ফিরছিলেন। অনুমান ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ট্রাক তাঁদের পিছন থেকে ধাক্কা মেরে চলে যায়। ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় দুই ভাইকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর পথচলতিদের নজরে আসতে গঙ্গারামপুর থানায় খবর দেওয়া হয়। পাশাপাশি ওই দুই ভাইকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসকরা ওই দুই ভাইকে মৃত ঘোষণা করেন। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। অন্যদিকে এই ঘটনার জেরে নিহতদের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। দুই ভাইয়ের একসঙ্গে মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবেশীরাও রীতিমতো শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন। পাশাপাশি ঘাতক গাড়ির চালকের উপযুক্ত শাস্তির দাবিও তুলছেন তাঁরা।

দেশের প্রথম আন্টার্টিকা গ্যালারি ও গবেষণা কেন্দ্রটি চালু বোটানিক্যাল গার্ডেনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ বোটানিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার উদ্যোগে এবার দেশের প্রথম আন্টার্টিকা গ্যালারি ও গবেষণা কেন্দ্রটি চালু হলো। হাওড়ার শিবপুর সেন্ট্রাল বোটানিকাল ল্যাবরেটরিতে এই গ্যালারি চালু হয়। ১৯৯৬ সাল থেকে আন্টার্টিকায় গবেষণা করে আসছে

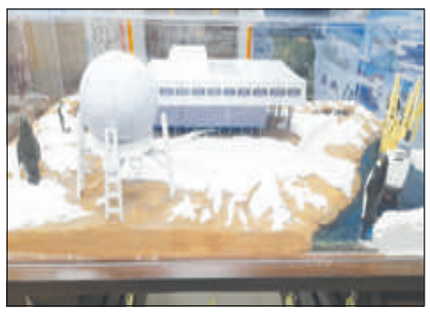

বোটানিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া। ভারতী, মৈত্রেয়ী ও দক্ষিণ গঙ্গোত্রী নামের তিনটি গবেষণা কেন্দ্র তৈরি করে ভারত। এখানে কোনও বড় গাছপালা জন্মায় না। জন্মায় শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ। যেগুলোর মধ্যে অনেক প্রজাতি খালি চোখে দেখা যায় না। পরিবেশে অক্সিজেনের ৫০ শতাংশ দেয় এই সমস্ত শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ। বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণায়ন দুশ্চিন্তায় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তাপমাত্রার হেরফের হলে শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদেও এর প্রভাব পড়বে। ফলে পরিবেশ ও জীবজগতে তার প্রভাব পড়বে। যেকারণে আন্টার্টিকায় গবেষণা চলছে। ২০১৪ সালে দেশের প্রথম মহিলা গবেষক হয়ে সেখানকার ভারতী গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করেছেন ডঃ প্রতিভা গুপ্তা। বর্তমানে যিনি ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা বোটানিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার। তিনি বলেন, প্রতিকূলতার মধ্যে সেখানে গবেষণা করে আসছে গবেষকরা। সেই কাজ অনেক কঠিন। কিভাবে সেখানে কাজ হয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সেখানকার বরফ ও জলের মধ্যে থাকা শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ কি অবস্থায় রয়েছে সেসব সবার কাছে তুলে ধরার জন্য আন্টার্টিকা গ্যালারি তৈরি করা হলো। সেই সমস্ত প্রজাতির উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা হবে এখানকার ল্যাবরেটরিতে। শিক্ষার্থীদের যা খুবই কাজে লাগবে। এই গ্যালারির উদ্বোধন করেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক দীপক কুমার কর। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বটানি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অমল কুমার মন্ডল, বোটানিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ডঃ প্রতিভা গুপ্তা।

ব্রাউন সুগার সহ ২ গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ ব্রাউন সুগার সহ ২ জনকে গ্রেফতার করলো ভোরের আলো থানার পুলিশ। শনিবার গোপন খবরের ভিত্তিতে সাহুডাঙ্গি সংলগ্ন ক্যানেলে মোড় এলাকা থেকে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতরা হলো অমন শেক ও হামিদুর রহমান। তারা মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সাহুডাঙ্গি এলাকায় দুজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের দাঁড় করা হয়। তাদের ব্যাগ থেকে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৫০০ গ্রামের অধিক ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। ধৃতদের আজ জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠানো হবে।

ধূপগুড়িতে পরপর রেল দুর্ঘটনা, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ মহালয়ার আগের দিনই ফের রেল কাটা মৃত্যুর ছায়া নেমে এল ধূপগুড়িতে। শনিবার সকালে ধূপগুড়ি স্টেশন সংলগ্ন বটতলা রেলগেটের কাছে এন এন-৩৬ নম্বর লাইন থেকে উদ্ধার হয় ৪৫ বছর বয়সী কিশোর ঘোষের ক্ষতবিক্ষত দেহ। ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৩০ মিটার দূরে তার এক পা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে খবর, কিশোর ঘোষ ধূপগুড়ির ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। পেশায় ফেরিওয়ালা হলেও দীর্ঘদিন ধরেই প্লাস্টিক ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করে সংসার চালাতেন। প্রায় ১৫ বছর আগে স্ত্রী ও কন্যা তাকে ছেড়ে চলে যান। জানা গেছে, বর্তমানে তারা ফালাকাটায় থাকেন। সেই থেকেই কিশোর বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে একপ্রকার ভবঘুরের মতো জীবনযাপন করছিলেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কিশোর প্রায়ই মদ্যপ অবস্থায় রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় সময় কাটাতেন। অনুমান করা হচ্ছে, শুক্রবার গভীর রাতে মদ্যপ অবস্থাতেই তিনি ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ হারান। শনিবার সকালে রেললাইনের মাঝখানে তার দেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী জিআরপি ও স্থানীয় থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। প্রসঙ্গত, মাত্র দুই দিন আগে আলতা গ্রাম স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় আরেকটি রেলকাটা মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। পরপর দুই রেল দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ধূপগুড়ি জুড়ে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা জানতে রেল কর্তৃপক্ষের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বন্ধ ডুয়ার্সের কোহিনূর চা বাগান, সমস্যায় ৯০০ শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুজারে ঠিক আগে ডুয়ার্সের কোহিনূর চা বাগান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বোনাস নিয়ে শ্রমিক ও বাগান কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিবাদের জেরে শুক্রবার গভীর রাতে মালিকরা বাগান খালি করার নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছে। শনিবার সকালে বাগানের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের ফলে প্রায় ৯০০ চা শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন। মালিকরা জেলা প্রশাসন এবং বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নকে একটি চিঠি লিখে বাগান থেকে তাদের প্রত্যাহারের কথা জানিয়েছেন। বাগান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা দুর্গাপূজায় ৮.৩৩ শতাংশ বোনাস দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু শ্রমিকরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং ২০ শতাংশ বোনাস দাবি করে। বৃহস্পতিবার শ্রমিকরা প্রায় চার ঘন্টা ধরে বিক্ষোভ ও অবরোধ করে। বাগান কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে বাগান বন্ধের ঘোষণা দিয়ে একটি নোটিশ জারি করে। বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যদি দুই দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে উত্তরবঙ্গে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হবে। এদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা জয়প্রকাশ টপ্পো বলেছেন, আমরা শ্রম দফতরকে বোনাস সমস্যা সমাধানের জন্য হস্তক্ষেপ করতে বলেছি। অনেক নিয়োগকর্তা ২০ শতাংশ বোনাস দিতে চাইছেন না, তবে আমরা আশা করি পরিস্থিতির শীঘ্রই স্বাভাবিক হবে।

স্টেশন সাজানোর জন্য কেটে ফেলা হয়েছে বহু গাছ

চন্দননগর স্টেশনের দেওয়ালে রঙিন ছবি, দেওয়া হয়েছে পরিবেশ রক্ষার বার্তা

বনস্পতি দে, চন্দননগর, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ নাগরিকদের ক্ষোভের মধ্যে তড়িঘড়ি মুছে দেওয়া হল পরিবেশ রক্ষার বার্তা। যা নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। যদিও পূর্ব রেলের দাবি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় তারা সদা সচেষ্ট। চন্দননগর স্টেশনের দেওয়ালে রঙিন ছবি। দেওয়া হয়েছে পরিবেশ রক্ষার

বার্তা। অথচ স্টেশন সাজানোর জন্য কেটে ফেলা হয়েছে বহু গাছ। গাছ কেটে পরিবেশ রক্ষা কি করে সম্ভব? প্রশ্ন তুলছেন নাগরিকরা। উল্লেখ্য, পূর্ব রেলের হাওড়া- ব্যান্ডেল শাখায় চন্দননগর স্টেশন। অমৃত ভারত প্রকল্পে স্টেশনকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। স্টেশনের পূর্ব দিকে যেসব দোকান ছিল, তা উচ্ছেদ করে সেখানে সীমানা পাঁচিল দেওয়া হয়েছে। সেই দেওয়ালে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নানা ধরনের ছবি। বিভিন্ন জায়গায় লেখা হয়েছে পরিবেশ রক্ষার বার্তা। যেখানে দেখা যাচ্ছে গাছ কাটার জন্য পিছনে করাত নিয়ে গাছের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির ছবিতে লে

৮ মাস পর সুযোগ পেতেই টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বরেকর্ড অর্শদীপের

২০ প্টেমবর ঃ টি-টোয়েটিতে বিশ্বরেকর্ড অর্শদীপ সিংয়ের। দ্রুততম পেসার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০ উইকেটের মালিক হলেন ভারতীয় বোলার। পিছনে ফেললেন পাকিস্তানের হ্যারিস রাউফকে। ওমানের বিরুদ্ধে একটি উইকেট তুলে রেকর্ড বইয়ে নাম তুললেন অর্শদীপ। তবে এই বিশেষ মুহূর্তটির জন্য তারকা পেসারকে অপেক্ষা করতে হল আট মাস। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসেই তিনি ৯৯টি উইকেট তুলে ফেলেছিলেন। তারপর আর টি-টোয়েন্টি হয়নি। এশিয়া কাপের প্রথম দুটি ম্যাচে সুযোগ পাননি। অবশেষে ওমানের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে জায়গা পেতেই ১০০তম উইকেটটি নিজের ঝুলিতে পুরে ফেলেন অর্শদীপ।

মাত্র ৬৪ ইনিংসে মাইলফলক স্পর্শ করেন অর্শদীপ। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই টি-টোয়েনিন্টিতে ১০০ উইকেট রয়েছে। ভারতের হয়ে টেস্টে প্রথম ১০০ উইকেট তোলেন বিনু মানকা, ওয়ানডেতে কপিল দেবের। এবার তাঁদের সঙ্গে নাম উঠল অর্শদীপেরও। এর আগে পাক পেসার হ্যারিস রাউফ ৭১ ইনিংসে ১০০ উইকেট তোলেন। সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন অর্শদীপ। তবে সব মিলিয়ে আইসিসি পূর্ণ সদস্য দলগুলির বোলারদের মধ্যে তিনি আছেন তৃতীয় স্থানে। আফগানিস্তানের স্পিনার রশিদ খান (৫৩ ইনিংস) ও শ্রীলঙ্কার ওয়ান্দু হাসরাঙ্গা (৬৩ ইনিংস) দ্রুততম হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে ১০০ উইকেট তোলেন।

যদিও প্রত্যাশা অনুযায়ী বল করতে পারেননি অর্শদীপ। ৪ ওভারে ৩৭ রান দেন। বোলিংয়ে পরীক্ষার পথে হেঁটেছে ভারত। কুলদীপ (১-২৩), হার্দিক (১-২৬) খারাপ বল করেননি। অক্ষর আবার বল করেন মাত্র এক ওভার। কিন্তু বুমরাহর অনুপস্থিতিতে পেস অ্যাটাকের মুখ হওয়ার মতো পারফর্ম করতে পারেননি হর্ষিত-অর্শদীপ। পাকিস্তান ম্যাচের আগে ব্যাটিং নিয়ে কিছুটা চিন্তা থাকল। তবে বোলিং নিয়ে ভাবনা থাকল তার থেকেও বেশি।

অ্যাথলিটদের আর্থিক সাহায্য, সাফল্য এলে আরও পুরস্কার, ক্রীড়া সংস্থার

২০ সেপ্টেম্বর ঃ ইস্ট জোন জাতীয় অ্যাথলেটিক্সে সুযোগ পাওয়া উত্তর চব্বিশ পরগনার দশ জন অ্যাথলিটকে আর্থিকভাবে সহায়তা করল জেলা ক্রীড়া সংস্থা। সোদপুরে জেলা ক্রীড়া সংস্থার অফিসে প্রত্যেক অ্যাথলিটের হাতে পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হল। এই স্পনসরের কারণ হিসাবে জানানো হয়ছে, তিন দিনের ইস্ট জোন জাতীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক প্রতিযোগীকে অংশ নিতে যেতে হয় নিজের খরচে। এমন পরিস্থিতিতে ক্রী।।বিদদের কাছে এই স্পনসর খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একই সঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে এদিন ঘোষণা করা হয়েছে, ইস্ট জোন থেকে কোয়ালিফাই করে সর্বভারতীয় স্তর থেকে মেডেল আনলে আর্থিক পুরস্কৃত করা হবে সফল প্রতিযোগীকে।

শুক্রবার সংস্থার কার্যকরী সভাপতি সনৎ দে জানিয়েছেন, সোনা পেলে ১৫ হাজার, রুপো পেলে ১২ হাজার আর ব্রোঞ্জ পেলে ১০ হাজার টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে সফল প্রতিযোগীকে। এবারের ইস্ট জোন জাতীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার আসর বসতে চলেছে রাঁচিতে। তিনদিন ধরে এই প্রতিযোগিতা চলবে।

১৯ বছরের পুরনো প্রসঙ্গ টেনে পাঠানকে খোঁচা আফ্রিদির

২০ সেপ্টেম্বর ঃ তাঁদের সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়। বলা হচ্ছে, ইরফান পাঠান এবং শাহিদ আফ্রিদির কথা। সম্প্রতি ২০০৬ সালে ভারতের পাকিস্তান সিরিজ নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন ইরফান পাঠান। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন পেসারের কথায় আমলই দিলেন না আফ্রিদি। সটান জানিয়ে দিলেন, পাঠান নাকি মনগড়া কথা বলেছেন। এক টেলিভিশন শোয়ে আফ্রিদি বললেন, আবদুল রাজ্জাক আমাকে বলেছে, এসব পুরোপুরি মনগড়া। ডাহা মিথ্যে কথা। ডগ মিট নিয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি। আমি তাকেই পুরুষ মনে করি, যে মুখোমুখি হয়ে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে। কিন্তু পাঠান? ও তো কেবল পিছনেই কথা বলে। দম থাকলে সামনাসামনি আমাকে বলে দেখাক। তাহলেই তো ওকে কিছু বলতে পারব। ওর এই মিথ্যার বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। সম্প্রতি পাঠান একটি আলাপচারিতায় জানিয়েছিলেন, ২০০৬ সালে ভারতীয় দল পাকিস্তান সফরে গিয়েছিল। করাচি থেকে লাহোর যাওয়ার জন্য একই বিমানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দুই দলের ক্রিকেটাররা একই বিমানে ছিলেন। সেই সময়েই আফ্রিদি মজা করে ইরফান পাঠানের চুল এলোমেলো করে সবার সামনে ‘ বলে মশকরা করেছিলেন। ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখেননি ভারতীয় পেসার। বিমানে তাঁর পাশে বসা আবদুল রজ্জাককে মজার ছলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, পাকিস্তানে কী ধরনের মাংস পাওয়া যায়? রজ্জাক জানতে চান, কেন এই ধরনের প্রশ্ন করছেন পাঠান? সেই সময় আফ্রিদিকে নিয়ে মজা করে পাঠান বলেন, এখানে কি ডগ মিট পাওয়া যায়? পাঠানের মুখে এমন কথা শুনে রজ্জাক তো বটেই, চুপ করে যান আফ্রিদিও। এই প্রসঙ্গে পাঠান বলেছিলেন, আফ্রিদি বুঝতে পেরেছিল কথার লড়াইয়ে পেরে উঠবে না। তাই আর কথা বাড়ায়নি। যদিও পাঠানের কথা এবার অস্বীকার করলেন আফ্রিদি।

পাক ম্যাচের আগে ধাক্কা, চোট পেয়ে অনিশ্চয়তায় তারকা ক্রিকেটার

২০ সেপ্টেম্বর ঃ এশিয়া কাপের সুপার ফোরের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হতে চলেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের। রবিবার দুবাইয়ের মাটিতে হতে চলা এই হাইভোল্টেজ ম্যাচকে ঘিরে ইতিমধ্যেই উত্তেজনার পারদ চ।ছে। কিন্তু তার মধ্যেই ব। ধাক্কা খেল সূর্য কুমার যাদবের দল। মাথায় চোট পেয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন কি না? সেই প্রশ্নে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। চোট পেয়েছেন দলের নির্ভরযোগ্য অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল । গতকাল ওমানের বিরুদ্ধে নিয়মরক্ষার ম্যাচে ফিল্ডিং করতে গিয়ে চোট পান অক্ষর। আবু ধাবির মাঠে ওমানের ইনিংসের ১৫ ওভারে হাম্মাদ মির্জার একটি শট নেওয়ার সময় ক্যাচ ধরতে এগিয়ে যান তিনি। কিন্তু ক্যাচ ধরার চেষ্টায় পিঠের উপর ভর করে মাটিতে পড়ে যান অক্ষর। সেই সময় তাঁর মাথার পেছন দিকটি মাটিতে ধাক্কা খায়। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় হাত দিয়ে শুয়ে প।নে তিনি। মাঠে ছুটে আসেন ভারতীয় দলের চিকিৎসকরা। পরিস্থিতি দেখে অক্ষরকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আর খেলার মাঠে ফেরেননি তিনি। ম্যাচ শেষে ভারতের ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ জানিয়েছেন, চোট গুরুতর নয়। ওকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তবে তাঁর এই মন্তব্যের পরেও পুরোপুরি

আশ্বস্ত হতে পারছেন না ভক্তরা। কারণ মাথার চোটকে সবসময়ই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় এবং সম্পূর্ণ ফিট না হলে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চায় না টিম ম্যানেজমেন্ট ।পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ব্যাট করার সুযোগ না পেলেও বল হাতে অক্ষর দারুণ পারফর্ম করেছিলেন। ৪ ওভারে মাত্র ১৮ রান দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন দুই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটার ফখর জামান এবং সলমন আলি আঘাকে। সেই ম্যাচে তাঁর সুনিয়ন্ত্রিত স্পিনই ছিল ভারতের মূল অস্ত্রগুলির এক। অন্যদিকে ওমানের বিরুদ্ধে মাত্র ১৩ বলে ঝোড়ো ২৬ রান করে ব্যাট হাতেও নিজের কার্যকারিতা প্রমাণ করেছিলেন। ফলে অক্ষর না খেললে ব্যাটিং-বোলিং দু’দিকেই ভারসাম্য হারাতে পারে ভারত।অক্ষর প্যাটেল যদি খেলতে না পারেন, তাহলে বড় প্রশ্ন উঠে যায় তাঁর জায়গায় কে? বর্তমান স্কোয়াডে তাঁর মতো স্পিন অলরাউন্ডার খুব বেশি নেই। কুলদীপ যাদব ও বরুণ চক্রবর্তীর মতো স্পেশালিস্ট স্পিনার আছেন, তবে তাঁরা ব্যাটিংয়ে অবদান রাখতে পারেন না। অভিষেক শর্মা রয়েছেন, যিনি হাত ঘোরাতে পারেন, তবে অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে তাঁর। বা।তি পেসার হিসেবে খেলানো যেতে পারে অর্শদীপ সিং বা হর্ষিত রানাকে। স্ট্যান্ড বাই হিসেবে ওয়াশিংটন সুন্দর ও রিয়ান পরাগ আছেন, তবে তাঁদের দুবাইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এত কম সময়ের মধ্যে তাঁদের ফ্লাই-ইন করে ম্যাচ ফিট করে তোলা সহজ নয়। তাই অক্ষরের অনুপস্থিতি মানে এক বড় ফাঁক।

নীলের বদলে গোলাপি, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কেন জার্সি বদলে নামলেন হরমনপ্রীতরা?

২০ সেপ্টেম্বর ঃ নীলের বদলে গোলাপি! অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জার্সি বদলে নামলেন হরমনপ্রীতরা। স্তন ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অভিনব উদ্যোগ ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের। শনিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ওয়ানডেতে গোলাপি জার্সি পরে মাঠে নামলেন স্মৃতি মন্ধানা, হরমনপ্রীত কৌররা। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে শনিবার। বিসিসিআইয়ের সেই ভিডিওর পোস্টে লেখা হয়েছে, ‘অনেক ধন্যবাদ টিম ইন্ডিয়া। তৃতীয় ওয়ানডেতে স্তন ক্যানসার নিয়ে সচেতনতনা প্রচারের জন্য ভারতীয় মহিলা দল বিশেষ গোলাপি রঙের জার্সি পরবে।’

ভিডিওতে দেখা গিয়েছে প্রতীকা রাওয়াল, স্নেহ রানা এবং হরমনপ্রীত কৌরকে। সেখানে তাঁরা বলেন, গোলাপি জার্সি বড় লড়াইয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। আরও বৃহত্তম লড়াইয়ের জন্য সচেতন করছি আপনাদের। প্রতি মাসে অন্ততপক্ষে একবার স্তনের পরীক্ষা করা উচিত। কারণ স্তন ক্যানসার বিপজ্জনক। এই মারণ রোগের বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে রুখে দাঁড়াতে হবে। স্নেহ রানা বলেন, গোলাপি জার্সি নিছকই একটি প্রতীকের থেকেও অনেক বেশি। জীবন কীভাবে রক্ষা করে, এর বার্তা দেওয়া হয় এই জার্সির মাধ্যমে। ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর বলেন, আমাদের জীবন অনিশ্চয়তায় ভরা। প্রতিদিন আমরা এই অনিশ্চয়তার সঙ্গে অনুশীলন করি। এই গোলাপি জার্সি আপনাকে প্রস্তুত হতে শেখায়। আসুন আমরা স্তন পরীক্ষাকে একটি মাসিক রুটিন করে তুলি। উল্লেখ্য, প্রথম ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়া জিতলেও দ্বিতীয় ওয়ানডেতে জিতে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে ভারতীয় মহিলা দল। শনিবার দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে জিততে মরিয়া ভারত।

পাকিস্তানের নাম মুখে না আনলেও পাক বংশোদ্ভূতকে আলিঙ্গন, কি বার্তা সূর্যর?

২০ সেপ্টেম্বর ঃ হ্যান্ডশেক বিতর্কে উত্তাল ক্রিকেট দুনিয়া। রবিবার আরও একটি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। গ্রুপ পর্বের ম্যাচে করমর্দন বিতর্কের পর সুপার ফোরের ম্যাচেও উত্তাপ ছড়াতে পারে। একটা কথা তো স্পষ্ট সূর্যরা রবিবারও হাত মেলাবে না। কিন্তু তিনি যে পাকিস্তানের নাম মুখে আনাই বন্ধ করে দেবেন, তা কে জানত? বরং ওমানের পাক বংশোদ্ভূত প্লেয়ারকে আলিঙ্গন করে যেন অন্য বার্তা দিয়ে রাখলেন তিনি। ওমান ম্যাচে ভারতকে জিততে একটু সমস্যায় ঠিকই পড়তে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ২১ রানে জিতে গ্রুপ অপরাজিতই থাকলেন সূর্যরা। ম্যাচের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সূর্যকে সঞ্জয় মঞ্জরেকর জিজ্ঞেস করেন, তাহলে রবিবার পাকিস্তান ম্যাচের জন্য তৈরি। উত্তরে সূর্য বলেন, হ্যাঁ, সুপার ফোরের জন্য তৈরি। পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে যে ভারতীয় দল কী ভাবছে, তা সূর্যর

চার অক্ষরের উত্তরেই স্পষ্ট। ম্যাচটা যেন শুধু আর মাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।ঠিক এর উলটো ছবি ওমানের ক্রিকেটারদের জন্য। এমনকী তাঁরা যদি জন্মসূত্রে পাকিস্তানিও হন, তাতেও কিন্তু সৌহার্দ্য কমছে না টিম ইন্ডিয়ার। ম্যাচের পর সূর্য ওমান প্লেয়ারদের পেপ টক দেন। আবার জ।য়ে ধরেন আমির কালিমকে। ৪৩ বছর বয়সি ক্রিকেটার ভারতীয় বোলিংয়ের বিরুদ্ধে হাফসেঞ্চুরি করে লড়াই করেন। জন্মসূত্রে তিনি পাকিস্তানি। এমনকী করাচির ঘরোয়া ক্রিকেটও খেলেছেন। তারপর চলে আসেন ওমানে। আমিরকে আলিঙ্গন করে ভারত অধিনায়ক যেন বুঝিয়ে দেন, কোনও ব্যক্তিকে নিয়ে তাঁর মনে সৌহার্দ্যের অভাব নেই, তবে পাকিস্তান ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের তিনি বার্তা দিয়ে রাখতে চান।

সূর্য ওমানের লড়াইয়ের প্রশংসা করে বলেন, ওমান অসাধারণ ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। আমি ওদের কোচকে বহুদিন ধরে চিনি। সুলু স্যর (সুলক্ষণ কুলকার্নি) আছেন মানে মাটি কামড়ে ওরা লড়াই করবে। সেটা দেখে খুব ভালো লাগল। ওদের ব্যাটিং খুব উপভোগ করেছি।

বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনঃ রাশিয়া কেন নিষিদ্ধ, ইসরায়েল কেন নয়

২০ সেপ্টেম্বরঃ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খেলাধুলায় পুতিনের রাশিয়াকে নিষিদ্ধ করা হলেও নেতানিয়াহুর ইসরায়েলকে করা হয়। এআই দিয়ে বানানো রাশিয়া কেন নিষিদ্ধ, ইসরায়েল কেন নয়- সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে এ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। জাতিসংঘের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ ইসরায়েলকে সব ধরনের প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানানোর পর থেকে বিতর্ক আরও বে।ছে। স্পেনের সরকার মনে করে, গাজায় অভিযানের নামে গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল। কিন্তু আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) জানিয়েছে, ইসরায়েল অলিম্পিক সনদ মেনে চলে। এ কারণে ইসরায়েলি খেলোয়াড়েরা এখনো অলিম্পিক, বিশ্ব অ্যাথলেটিকস, ফুটবলসহ প্রায় সব প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশ নিতে পারছেন। রাশিয়া-ইউক্রেন প্রেক্ষাপটের সঙ্গে এটিকে মেলানো যাবে না। যদিও রাশিয়ার খেলোয়াড়দের নিরপেক্ষ পতাকা নিয়ে ২০২৬ শীতকালীন অলিম্পিকে খেলার অনুমতি দিয়েছে আইওসি। অলিম্পিক সনদ হলো আইওসি ও প্রতিটি দেশের জাতীয় অলিম্পিক কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার নিয়মাবলি। সনদের ২৮ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রতিটি জাতীয় অলিম্পিক কমিটি শুধু আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমান্তের ভেতরেই কর্তৃত্ব চালাতে পারবে (যুদ্ধ করতে পারবে)।

২০২২ সালে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে হামলা চালান। রাশিয়ার অলিম্পিক কমিটি ইউক্রেনের দখলকৃত অঞ্চলগুলোর (যেমন দোনেস্ক, লুহানস্ক, খারকিভ, খেরসন ইত্যাদি) ক্রীড়া ফেডারেশনকে নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করে নেয়। এর ফলে আন্তর্জাতিক ক্রী।। সীমান্ত পরিবর্তিত হয় এবং সনদ ভঙ্গ হয়। অন্যদিকে ইসরায়েল ২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজায় নতুন করে হামলা চালানোর পর

তাদের অলিম্পিক কমিটি কখনো ফিলিস্তিনের ক্রীড়া ফেডারেশনকে নিজেদের অধীন দাবি করেনি বা নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করেনি। অর্থা ইসরায়েল অলিম্পিক সনদ মেনে চলছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন আক্রমণের চার দিন পর আইওসি ঘোষণা দেয়, রাশিয়া ও তাদের মিত্র বেলারুশকে কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেওয়া হবে না। যদিও দেশ দুটির খেলোয়াড়েরা জাতীয় পতাকা, সংগীত ও প্রতীক বাদ দিয়ে নিরপেক্ষ পতাকা ব্যবহার করে খেলে যাচ্ছেন। তবে সেটা শুধু টেনিসে।

রাশিয়া ও বেলারুশের খেলোয়াড়েরা অলিম্পিক, বিশ্বকাপ, ইউরোর মতো বড় আসরে খেলতে পারছেন না। দেশ দুটির ক্লাবগুলোকেও চ্যাম্পিয়নস লিগ, ইউরোপা লিগ ও কনফারেন্স লিগে নিষিদ্ধ করেছে ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা। রাশিয়াকে নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রও কলকাঠি নেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব। একটি অংশ রাশিয়ার ওপর কঠোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। পাশাপাশি আইওসি অভিযোগ তুলেছিল, বেইজিংয়ে ২০২২ সালে শীতকালীন অলিম্পিক চলাকালে কার্যকর থাকা অলিম্পিক যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করেছে রাশিয়া। গাজায় বর্বরতা চালানোর কারণে ইসরায়েল বিশ্বজুড়ে সমালোচিত হলেও আইওসি বলছে, আন্তর্জাতিক ক্রী।।ঙ্গনে তারা কোনো নিয়ম ভঙ্গ করেনি।

আইওসি মনে করে, ইসরায়েলকে বাদ দেওয়া হলে সেটা বিপজ্জনক উদাহরণ হবে। তাদের মতে, অলিম্পিক গেমস হলো শান্তির জায়গা, যেখানে সংঘাতে জড়ানো দেশগুলোও একসঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে। আইওসির সদস্য হুয়ান আন্তোনিও সামারাঞ্চ বলেছেন, ‘ নিরপেক্ষ থাকতে হবে, নয়তো টিকে থাকতে পারব না।’ আইওসির নতুন সভাপতি কার্স্টি কভেন্ট্রি বলেছেন, ‘ নিরপেক্ষতা অলিম্পিক চালিয়ে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’ তবে আইওসি যে যুক্তিই তুলে ধরুক, রাশিয়াকে নিষিদ্ধ করা ও ইসরায়েলকে খেলতে দেওয়ার বিষয়টিকে অনেকেই দ্বিচারিতা মনে করেছেন।

লক্ষ্য ২০২৭-এ দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ানডে বিশ্বকাপ

‘আমারও সময় আসবে’, এশিয়া কাপ নয়, আরও বড় লক্ষ্যের জন্য তৈরি ‘বঞ্চিত’ যশস্বী

২০ সেপটেম্বরর ঃ ধারাবাহিক পারফর্ম করেও এশিয়া কাপের দলে সুযোগ পাননি যশস্বী জয়সওয়াল। তাঁকে রাখা হয়েছে স্ট্যান্ড বাইয়ের তালিকায়। কেন যশস্বী সুযোগ পেলেন না, তা নিয়ে দীর্ঘ চর্চা হয়েছে। অবশেষে এশিয়া কাপের মাঝেই ‘ নিয়ে মুখ খুললেন ভারতের ওপেনার।

তাঁর সাফ বক্তব্য, আমি এসব নিয়ে একেবারেই ভাবি না। এগুলো নির্বাচকদের হাতে। টিম কম্বিনেশন দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমি যতটা পারব, নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। যখন আমার সময় আসবে, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি শুধু পরিশ্রম করতে চাই আর নিজের কাজটা করে যেতে চাই।

এশিয়া কাপে সেই সময়টা আসেনি। প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর যশস্বীকে নিয়ে বলেছিলেন, ওর বিষয়টা দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু আমরা দেখেছি অভিষেক শর্মা কীরকম খেলেছে। তাছাড়া ও বল করতে পারে। যেটা অধিনায়ককে অনেক সাহায্য করে। ভারতের জার্সিতে ২৩টি টি-টোয়েন্টিতে ৭২৩ রান করা ব্যাটার এখন এশিয়া কাপের ‘প

ভুলেছেন। বরং ভবিষ্যতের জন্য লক্ষ্য ঠিক করে রেখেছেন তিনি।

কী সেটা? তিনি বলছেন, আমার আসল লক্ষ্য ওয়ানডে বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পাওয়া। ২০২৪-এ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয় আমার জীবনের অন্যতম বড় প্রাপ্তি। যখন আমরা দেশে ফিরেছিলাম, তখন আমাদের মহা আড়ম্বরে স্বাগত জানানো হয়েছিল। ২০২৭-এ দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ানডে বিশ্বকাপ। এখনও পর্যন্ত দেশের জার্সিতে মাত্র একটি ওয়ানডে খেলেছেন যশস্বী। ওয়ানডে বিশ্বকাপে জিতে কি তিনি ২০২৪-র দেশে ফেরার স্মৃতি ফেরাতে পারবেন? রোহিত তো আছেনই, শুভমান গিল, অভিষেক শর্মাদের সঙ্গেও প্রতিযোগিতা কিন্তু যথেষ্ট বেশি।

৬ বছর পর বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স থেকে খালি হাতে ফিরছে ভারত

২০ সেপ্টেম্বর ঃ ২০২৪-র অলিম্পিকে ৬টি পদক এসেছিল ভারতের ঝুলিতে। স্বাভাবিকভাবেই আশা করা হয়েছিল, টোকিওয় বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপেও সাফল্য

পাবেন ভারতের ক্রীড়াবিদরা। কিন্তু সেখানে শুধুই ব্যর্থতা। ৬ বছর পর বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স থেকে খালি হাতে ফিরছে ভারত।নীরজ চোপড়া থেকে রাম বাবু। অনেকের থেকেই পদকের প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু ভারতের হয়ে পদকের সবচেয়ে কাছে এসেছিলেন জ্যাভলিন থ্রোয়ার শচীন যাদব। তিনি শেষ করেন চতুর্থ স্থানে। অন্যদিকে কেরিয়ারের সেরা পারফরম্যান্সেও লং জাম্পে পঞ্চম স্থানে শেষ করেন সর্বেশ কুশারে। তবে হতাশ করেছেন অনিমেশ কুজুর, গুলবীর সিং কিংবা অন্নু রানিরা। দেশের ক্রীড়াভক্তদের মধ্যে অনেকেই অভিযোগ করছেন, ‘ কোটির ভারতবর্ষ থেকে কি একজনও পদক আনতে পারেন না।’২০২৩ সালেও যে ভারত বিপুল সাফল্য পেয়েছিল, তা নয়। বুদাপেস্ট থেকে মাত্র একটি সোনা আসে ভারতের ঝুলিতে। সেটাও এসেছিল নীরজ চোপড়ার কৃতিত্বে। ২০২২-এও একই পরিস্থিতি। সেখানে একটি ব্রোঞ্জ আসে, নীরজের সৌজন্যে। ২০১৯ সালে ২৩ জন প্রতিযোগী কোনও পদক আনতে পারেননি। ঠিক একই অবস্থা হল এবার ১৯জন প্রতিযোগী নিয়ে।

২০২৫ সালের বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত-

পুরুষদের ফলাফল-লং জাম্পঃ সর্বেশ কুশারে - ২.২৮ মিটার, ষষ্ঠ স্থান,জ্যাভলিন- শচীন যাদব - ৮৬.২৭ মিটার, চতুর্থ স্থান,নীরজ চোপড়া - ৮৪.০৩ মিটার, অষ্টম স্থান,যশবীর সিং - ৭৭.৫১ মিটার, ফাইনালে ওঠেননি। রোহিত যাদব - ৭৭.৮১ মিটার, ফাইনালে ওঠেননি।লং জাম্প-মুরলী শ্রীশঙ্কর - ৭.৭৮ মিটার, ফাইনালে ওঠেননি

ট্রিপল জাম্প-প্রবীণ চিত্রাভেল - ১৬.৭৪ মিটার, ফাইনালে ওঠেননি

আবদুল্লাহ আবুবাকের - ১৬.৩৩ মিটার, ফাইনালে ওঠেননি।

স্প্রিন্ট এবং হার্ডলস- অনিমেষ কুজুর - ২০০ মিটার, ২০.৭৭ সেকেন্ড, এগোতে পারেননি। তেজস শিরসে - ১১০ মিটার হার্ডল, ১৩.৫৭ সেকেন্ড, এগোতে পারেননি। রেস ওয়াক-সার্ভিন সেবাস্তিয়ান - ২০ কিমি, ১.২৩.০৩, ৩১তম স্থান। রাম বাবু - ৩৫ কিমি, যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। সন্দীপ কুমার - ৩৫ কিমি, ২ঃ৩৯ঃ১৫, ২৩তম স্থান।

লং ডিস্ট্যান্স রানিং- গুলবীর সিং - ১০,০০০ মিটার, ২৯ঃ১৩.৩৩, ১৬তম স্থান।

মহিলাদের ফলাফল-জ্যাভলিন-অন্নু রানি - যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি

মিডল ডিস্ট্যান্স রানিং-পূজা ওল্লা - ৮০০ মিটার, ২ঃ০১.০৩, ফাইনালে ওঠেননি।

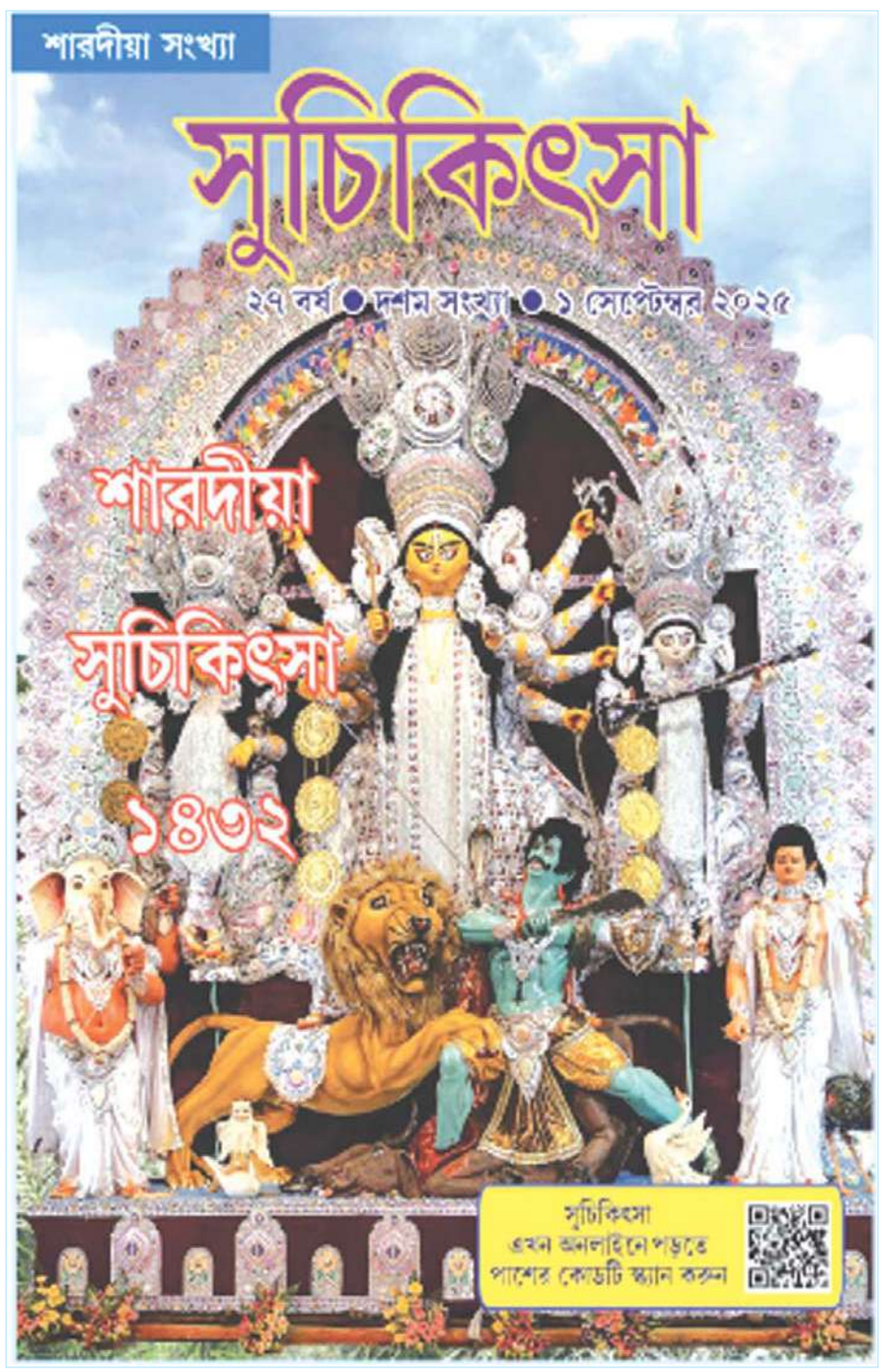

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com